কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

কিয়ামতের আলামত ও বর্ণনা

মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন

ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

কিয়ামতের আলামত ও বর্ণনা

মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন

[১ম ও ২য় খণ্ড]

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী
প্রফেসর কিং সউদ ইউনিভার্সিটি

কৃতজ্ঞতায়
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

সংকলনে
মোঃ নূরুল ইসলাম মণি
মোঃ রফিকুল ইসলাম

পরিমার্জনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম
এম.এফ, এম.এ
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কিয়ামতের আলামত ও বর্ণনা

মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

প্রকাশিকা
নারী প্রকাশনী
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা – ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর – ২০১১ ইং
কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন
বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর
মুদ্রণে : নিউ এস আর প্রেস, সূত্রাপুর
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা।

ISBN-978-984-8885-28-4

সূচিপত্র

কিয়ামতের আলামত

প্রথম খণ্ড

৫৫. মাহ্দীর আগমন

বাঁধ নির্মাণ করে তাদেরকে আটকিয়ে দেন।

১৭৫. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন ইয়া'জুজ মা'জুজকে বের করা হবে তখন তারা গোটা বিশ্বে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকবে।

১৭৬. ইয়া'জুজ মা'জুজ একটি দেয়ালের পিছনে বন্দী আছে যেখান থেকে বের হওয়ার জন্য তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা খুদতে থাকে, কিন্তু যখন পরের দিন আসে তখন দেয়াল আবার পূর্বের অবস্থানে চলে আসে। যেদিন সন্ধ্যার সময় তারা ইনশাআল্লাহ বলে ঘরে ফিরে যাবে তাঁর পরের দিন এসে দেয়াল খুদার কাজে তারা সফল হবে। ১৫৪
ইয়া'জুজ মা'জুজরা ঘাড়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। ইয়া'জুজ মা'জুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে তাদের মৃত্যুর পর চতুষ্পদ প্রাণী তাদের লাশ খেয়ে মোটা তাজা হয়ে যাবে।

১৭৭. দাজ্জালের হত্যার পর ঈসা (আ)-এর শাসনামলেই ইয়া'জুজ মা'জুজ বের হবে। ইয়া'জুজ মা'জুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে এদের অর্ধেক ত্বাবারিয়া উপসাগরের পানি পান করে শেষ করে দিবে। ঈসা (আ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতোমধ্যে ইয়া'জুজ মা'জুজ অন্য জনগণকে হত্যা করে ১৫৬
ফেলবে। বিশ্ববাসীকে হত্যা করার পর তারা তাদের তীর আকাশের ১৫৮
দিকে নিক্ষেপ করবে, তীর রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়লে তারা বলবে ১৫৮
: যে আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করেছি।

১৭৮. ইয়া'জুজ মা'জুজের ফিতনা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ফেতনা হবে। ১৫৯

১৭৯. ইয়া'জুজ মা'জুজ আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত।

১৮০. ইয়া'জুজ মা'জুজের মুখমণ্ডল মোটা ও প্রশস্ত হবে তাদের চোখ হবে ছোট চুল লাল কাল মিশ্রিত রং বিশিষ্ট হবে। ১৫৯

৭০. পবিত্র বাতাস প্রবাহিত হওয়া

১৮১. কিয়ামতের পূর্বে এমন এক বাতাস প্রবাহিত হবে যা সকল মু'মিনের রূহ কবজ করে নিবে।

১৮২. ইয়া'জুজ মা'জুজের মৃত্যুর পর ঈসা (আ)-এর খেলাফতকালে দুনিয়ায় কল্যাণ ও বরকত ছড়াবে এমতাবস্থায় আল্লাহ এক পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন যা প্রত্যেক মুসলমানের রূহ কবজ করে নিবে। মু'মিনের মৃত্যুর পর খারাপ ব্যক্তিবর্গ বেঁচে থাকবে আর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে। ১৬০
১৬১

৭১. তিনবার ভূমি ধস ১৬২

কিয়ামতের বর্ণনা ১৮১

দ্বিতীয় খণ্ড

চিন্তা বা ভয় থাকবে না।

১৯৯. নবী করীম ﷺ-এর হাউজে কাওসারে সোনা ও চাঁদির পান পাত্র থাকবে যার সংখ্যা হবে আকাশের তারকাসম। ২৭৮

২০০. হাউজে কাউসারের আয়তন হবে মদীনা ও আম্মান (জর্ডানের) দূরত্বের সমান। হাউজে কাউসারের পানি জান্নাত থেকে দু'টি নালার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আসবে তার একটি নালা হবে সোনার অপরটি চাঁদির। ২৭৯ ২৮০

২০১. কাফের পানি পান করার জন্য হাউজে কাওসারের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে ওখান থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন। ২৮০

২০২. মুরতাদরাও হাউজে কাউসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

২০৩. বিদ'আতীরাও হাউজে কাওসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

২০৪. মিথ্যুক ও জালেম শাসকদেরকে সহযোগিতাকারীরাও হাউজে কাউসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

২৯. সুপারিশ

২০৫. হাশরের ময়দানে দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করায় মানুষ পিপাসা, অত্যন্ত গরম এবং দুর্গন্ধময় ঘামে অতিষ্ঠ হয়ে বড় বড় নবীগণের নিকট হাজির হবে যেন তাঁরা হিসাব আরম্ভ করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করে, নবীগণ সুপারিশ করতে অস্বীকার করবে। শেষে মানুষ নবী করীম ﷺ এর নিকট হাজির হবে আর তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হিসাব শুরু করার জন্য সুপারিশ করবেন। একেই শাফায়াতে কোবরা বা বড় সুপারিশ বলা হয়। ২৮১ ২৮৩

২০৬. শাফা'আতে কোবরার (বড় সুপারিশ) এর জন্য নবী করীম ﷺ জান্নাতের দরজা খোলাবেন, আল্লাহর আরশের নিচে পৌঁছে সিজদায় পড়ে যাবেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবেন এবং এর পর তাঁকে সুপারিশের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। ২৮৩

২০৭. শাফা'আতে কোবরার (বড় শাফায়াত) এর বদৌলতে সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে ৪৯ লক্ষ মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ২৮৪

২০৮. নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশের বদৌলতে প্রথমে যবের পরিমাণ ঈমানদার ব্যক্তিবর্গকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, এর পর পিপীলিকা বা বিন্দু পরিমাণ ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, এর পর যাদের অন্তরে পিপীলিকা বা বিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭

২৬৬. প্রমাণ করার জন্য মানুষের আমল মিযানে উঠানো হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে সফল হবে আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে সে ব্যর্থ হবে। ৩২২

২৬৭. মানুষের আমলের ওজন ইনসাফ ভিত্তিক হবে এমন কি কারো যদি বিন্দু পরিমাণ পাপ বা নেকী থাকে তারও ওজন হবে। ৩২৩

২৬৮. কালিমা শাহাদাত শেষ বিচার দিবসে পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে। ৩২৪

২৬৯. নেক আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র।

২৭০. মুখ থেকে বের হওয়া কথাও মিযানে ওজন দেয়া হবে।

২৭১. কর্মচারীর অন্যায় ও মালিকের দেয়া শাস্তি ওজন করা হবে, কর্মচারীর অন্যায় ভারী হলে মালিক রক্ষা পাবে আর শাস্তির পাল্লা ভারী হলে মালিক শাস্তি পাবে। ৩২৪

২৭২. জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার খানা পিনা পায়খানা পেশাবও শেষ বিচার দিবসে মুজাহিদের নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে। ৩২৫

২৭৩. কেবল একটি নেকী অধিক হওয়ার কারণে মানুষ জান্নাতে চলে যাবে, আবার কেবল একটি নেকী কম হওয়ার কারণে মানুষ জাহান্নামে চলে যাবে। নেক ও পাপ সমান সমান হলে মানুষ আ'রাফে থাকবে। ৩২৬ ৩২৭

২৭৪. মিযানে আমলনামা ওজন করার সময় মানুষের অবস্থা এত কঠিন হবে যে নিকটআত্মীয়, অন্তরঙ্গ সাথী ও জানবাজ পীর মুরিদ পরস্পরকে ভুলে যাবে। ৩২৭

৩৭৫. কাফেরদের পাহাড় পরিমাণ নেক আমল মাছির পাখার সমতুল্য হবে।

৩৬. পুলসিরাত

২৭৬. পুলসিরাত চুলের চেয়ে চিকন এবং তারবারীর চেয়ে ধাড়াল হবে।

২৭৭. জাহান্নামের ওপর রাখা পুলসিরাত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অতিক্রম করতে হবে। ৩২৮

২৭৮. সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পর তাঁর উম্মতরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে। পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় নবীগণও এ দোয়া করবেন "হে আল্লাহ্ বাঁচাও হে আল্লাহ্ বাচাঁও। পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় ভয়ে ভীত থাকার কারণে নবীগণ ব্যতীত অন্য কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বের হবে না। পুলসিরাতে আগুনের তৈরি হুক থাকবে যা লোকদেরকে তাদের পাপ অনুযায়ী ধরে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। ৩২৯ ৩২৯

২৭৯. পুলসিরাত অতিক্রমের পূর্বে চতুর্দিকে অন্ধকার হয়ে যাবে। উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্ব প্রথম ফকীর ও মুহাজিরগণের দল পুলসিরাত ৩৩০

পার হবে।

২৮০. পুলসিরাত পার হওয়ার সময় প্রত্যেক মু'মিনকে দু'টি করে আলোকবর্তিতা দেয়া হবে, একটি তার সামনে থাকবে আর অপরটি তার ডান হাতে থাকবে।

২৮১. কোন কোন মু'মিনগণকে বড় পাহাড়ের সমান আলোকবর্তিকা দেয়া হবে,কাউকে খেজুর গাছের সমান, সবচেয়ে কম পরিমাণ নূর পায়ের আংটির আকৃতিতে হবে। ৩৩২

২৮২. পুলসিরাত পিছলানো এবং পতিত হওয়ার স্থান। কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তি বিজলীর গতিতে কেউ চোখের পলকে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে তা পার হবে, কেউ সুস্থ ও নিরাপদে কেউ পড়ে, উঠে, ঝুলে, আহত হয়ে ব্যথা পেয়ে তা পার হবে। আবার কেউ পড়ে, উঠে ও আঘাত পেয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ৩৩৩

২৮৩. পুলসিরাতের ডান পাশে আমানত এবং বাম পাশে আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়ানো থাকবে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা আমানতের খিয়ানত করেছে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। নবী করীম ﷺ পুলসিরাতের নিকট দাঁড়িয়ে নিজ উম্মতের জন্য দোয়া করবেন হে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! তাদেরকে রক্ষা কর। ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৬

২৮৪. হাশরের মাঠে উম্মতে মুহাম্মদীকে সহযোগিতা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুলসিরাতে মিযান ও হাউজ কাওসারের পাশে হাজির থাকবেন। ৩৩৭

২৮৫. সালাত পুলসিরাতে আলো দিবে। ৩৩৭

২৮৬. অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তির জন্য পুলসিরাত আলো থাকবে। ৩৩৮

২৮৭. পুলসিরাত পার হওয়ার সময়টি এমন কঠিন হবে যে যখন মানুষ তাদের আপন জনদের কথাও ভুলে যাবে।

২৮৮. পুলসিরাত পার হওয়ার সময় মানুষ শেষ পর্যন্ত যেন এ আলো অবশিষ্ট থাকে এজন্য দু'আ করতে থাকবে। ৩৩৯

২৮৯. অত্যাচারিত অত্যাচারিকে পুলসিরাতের ওপর আটকে দিবে এবং অত্যাচারের বিনিময় না দিয়ে তাকে পুলসিরাত পার হতে দিবে না।

২৯০. পুলসিরাত পার হওয়ার বিষয়ে সালাফদের ভয়।

৩৭. পুলসিরাত ও মুনাফিকরা

২৯১. মুনাফিককেও ঈমানদারের ন্যায় আলো দেয়া হবে কিন্তু রাস্তায় থাকতেই তার আলো নিভে যাবে। আলো নিভার পর মুনাফিক ও ৩৪১

কিয়ামতের আলামত

প্রথম খণ্ড

১. ফেতনার সূচনা

১. কিয়ামতের পূর্বে ফেতনা বৃষ্টির ফোটার ন্যায় এক এক প্রকাশ পাবে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى أُطُمٍ مِّنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرٰى؟ قَالُوْا لَا، قَالَ فَإِنِّى أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ.

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একদা মদীনার টিলাসমূহের মধ্যে কোন একটি টিলার ওপর আরোহন অবস্থায় বললেন : আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখছ? (সাহাবাগণ) বলল : না। তিনি বললেন : আমি তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনা বৃষ্টির ফোটার ন্যায় পড়তে দেখছি।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাবাওলিন ন্নাবী ওয়াইনুল লিল আরব)

২. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সর্বত্র শুধু ফিতনা আর ফিতনা, সমস্যা আর সমস্যা হবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ (رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ.

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জগতে ফেতনা আর সমস্যা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব সিদ্দতুয্যামন, ২/৩২৬০)

৩. কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে ফেতনা তত বৃদ্ধি পাবে।

عَنْ زُبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ (رضى) قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضى) فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقٰى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اِصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لَايَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا الَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقُوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

যুবাইর ইবনে আদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট এসে হাজ্জাজের পক্ষ থেকে যে কষ্ট পাই সে বিষয়ে আমরা অভিযোগ করলাম, তখন তিনি বললেন : ধৈর্য ধর, তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যার বর্তমান দিনের চেয়ে পরবর্তী দিনটি খারাপ হবে, আর এ অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। আমি একথাটি তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে শুনেছি।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব লা ইয়াতি যামান ইল্লা আল্লাজি বা'দাহু সারুন মিনহু)

২. কঠিন ফিতনা

৪. কিয়ামতের আগে ফিতনাগুলো এত কঠিন হবে যে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ مَكَانَهُ .

আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবে : হায়! এ স্থানে আমি যদি হতাম (মৃত্যুবরণ করতাম)।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব লা তাকুমুমস সসায়া হাত্তা ইয়াগবিতা আহলাল কাবুর)

নোট : ইবনে মাজাহর বর্ণনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মৃত্যু কামনা তার দ্বীনদারীর কারণে করবে না, বরং দুনিয়ার দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হয়ে এ কামনা করবে।

৫. কোন কোন ফিতনা এত শক্তিশালী হবে যে, তা মুসলমানের সবকিছু যেমন– ঈমান, দ্বীন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ لَايَكِدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ۔

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন : তিনটি ফিতনা এমন যা সব কিছুতেই পতিত হবে, এর মধ্যে কতিপয় যা গ্রীষ্মের হাওয়ার ন্যায় হবে, যার মধ্যে কিছু সংখ্যক বড় বড় হবে আবার কিছু ছোট ছোট হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্ সায়া)

৬. কিয়ামতের আগে এমন এমন ফিতনা প্রকাশ হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَاصٍ (رضى) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَدُلَّ اُمَّتَهُ عَلٰى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَاِنَّ اُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جَعَلْتُ عَافِيَتَهَا فِىْ اَوَّلِهَا وَاِنَّ اٰخِرَهُمْ يُصِيْبُهُمْ بَلَاءٌ ، وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ثُمَّ تَجِىْ فِتْنَةٌ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ : هٰذِهِ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتَهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْتِ اِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يَاْتُوْا اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ اَمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِيْنِهِ، وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَااسْتَطَاعَ، فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ. فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْاٰخِرِ۔

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন, তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমার পূর্বে এমন কোন নবী আসেনি, যার ওপর এ দায়িত্ব ছিল না যে, সে তার উম্মতদেরকে তাদের জন্য যা ভালো মনে করে তা না বলবে। আর তাদের জন্য যা অমঙ্গল মনে করবে তা থেকে তাদেরকে সতর্ক না করবে। আর তোমাদের এ উম্মতের প্রথমটা ছিল, ভালো, কিন্তু শেষে এমন এমন ফেতনা ও মুসিবত আসবে যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। এরপর এমন এক ফেতনা গমন করঃ যার কিছু অংশ অপর অংশের প্রতি হালকা হবে। এতে ঈমানদার ও বলবে এতে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব, কিন্তু এ ফেতনা পার হয়ে যাবে। এরপর অন্য ফেতনা আসবে তখন ঈমানদার আবার বলবে, এ ফেতনা আমাকে ধ্বংস করে দিবে।

কিন্তু এ ফেতনাও পার হয়ে যাবে। কাজেই যার জাহান্নাম থেকে বাঁচে থাকাও জান্নাতে গমন করা পছন্দনীয়, তার মৃত্যু এমনভাবে হওয়া দরকার যে, সে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, মানুষের সাথে এমন আচরণ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে, যে রাষ্ট্র নায়কের নিকট বাইআত করেছে, যতদূর সম্ভব তার অনুসরণ করবে। আর এর বিপরীতে যদি অন্য কোন রাষ্ট্রনায়ক (অন্যায়ভাবে আসে) তাহলে তাকে হত্যা করবে। (যাতে করে ফেতনা না বাড়ে)। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব মা ইয়াকুনু মিনাল ফিতান, ২/৩১৯৫)

৭. কোন কোন ফেতনা এমন যে দূর থেকে কেউ তার প্রতি তাকালে সেও তাতে পতিত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَا اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهٖ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে সময় বসে থাকা ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে, দাঁড়ানো ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে চলমান ব্যক্তির চেয়ে, চলমান ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে। অতএব ঐ সময় যে ব্যক্তি কোন আশ্রয় স্থল পাবে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব তাকুনু ফিতনাতুল কায়েদ খাইরুম মিনাল কায়েম)

৮. ফেতনার প্রভাব এত বেশি হবে যে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন অবস্থায় থাকলে সন্ধ্যা হতে হতে কাফের হয়ে যাবে, আবার সন্ধ্যায় মু'মিন অবস্থায় থাকলে সকাল হতে হতে কাফেরে পরিণত হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيَمْسِيْ كَافِرًا وَيَمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ اَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرْضِ الدُّنْيَا ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে ফিতনা রাতের আঁধারের ন্যায় আসতে থাকবে, তখন একজন লোক সকালে ঈমানদার থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে, বিকালে ঈমানদার থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। লোকেরা তাদের দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থে বিক্রি করে দিবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা যায়া ফি সাতাকুনু ফিতনা কাকেতয়িল্লাইল আল মুযলেম, ২/১৭৮৮)

৯. ফেতনার সময় ঈমানের ওপর স্থির থাকা এত কঠিন হবে যেমন আগুনের কয়লা হাতে রাখা কঠিন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ، اَلصَّبْرُ فِيْهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمَرِ لِلْعَامِلِ فِيْهَا اَجْرُ خَمْسِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ اَوْ خَمْسِيْنَ مِنَّا؟ قَالَ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের পরে আসবে ধৈর্য ধারণ করার দিন, আর তখন ধৈর্য করা এত কঠিন হবে যেমন আগুনের কয়লা হাতে রাখা কঠিন, ঐ সময়ে ধৈর্য ধারণকারী পঞ্চাশ ব্যক্তির সমান নেক পাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! পঞ্চাশ জনের সমান নেক কি তাদের মধ্য থেকে, না আমাদের মধ্য থেকে, তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে থেকে।

(বায়যার, মাজমুউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ৭, হাদীস নং ১২২১৬)

১০. কিয়ামতের ফেতনাগুলো এত কঠিন হবে যে মানুষ দাজ্জালের আগমন কামনা করতে থাকবে যাতে তাড়াতাড়ি কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيْهِ الدَّجَّالُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهُ بِأَبِىْ وَأُمِّىْ مِمَّا ذَاكَ؟ قَالَ مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ الْعَنَاءِ.

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষের মাঝে এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ দাজ্জালের আগমন কামনা করতে থাকবে, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, এটা কেন হবে? তিনি বললেন, তখনকার ফেতনার কারণে। (তাবারানী, মাজমূউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ৭, হাদীস নং ১২২৩১)

৩. ইলম (ইসলামী জ্ঞান) উঠে যাওয়া

১১. ইলম উঠে যাওয়া ও অজ্ঞতার বিস্তার হওয়া।

عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَرْفَعُ فِيْهَا الْعُلَمَاءُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرَجُ وَالْبَرَجُ الْقَتْلُ -

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন অজ্ঞতার বিস্তার হবে, ইলম উঠে যাবে, আর হারাজ (হতাহত) বেড়ে যাবে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব জুহুরিল ফিতান)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قِيْلَ وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ اَلْقَتْلُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, অজ্ঞতার বিস্তার, ইলম উঠে না যাওয়া এবং হারাজ বেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, জিজ্ঞেস করা হল হারজ কি? তিনি বললেন, খুন খারাবী বেড়ে যাওয়া। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড : ১, হাদীস নং ২০৯)

১২. বেশি বেশি আলেমদের মৃত্যু হবে- ফলে ইলম উঠে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسَئَلُوْهُ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের ইলম বান্দাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিবেন না, তবে আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে দ্বীনের ইলম তুলে নিবেন, এমনকি যখন একজন আলেমও বাকি থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খ ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করবে। তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে, তারা অজ্ঞতা নিয়ে ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং জনগণকে গোমরাহ করবে।

(বুখারী, কিতাবুল ইলম বাব কাইফা ইয়াকবিজুল ইলম)

৪. পিতা-মাতার অবাধ্যতা

১৩. কিয়ামতের পূর্বে সন্তানরা পিতা-মাতার অবাধ্য হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ مَاالْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمِ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا، اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَالِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوْسَ النَّاسِ فَذَالِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لَايَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ فَتَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণের সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? জবাবে তিনি বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে বেশি জানে না। তবে আমি তোমাকে একটি আলামত সম্পর্কে জানাব, যখন উলঙ্গ দেহ ও উলঙ্গ পা সম্পন্নরা নেতৃত্ব দিবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। যখন বকরীর রাখালরা বড় বড় দালানের মালিক হবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত, কিয়ামত ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার জ্ঞান আল্লাহ্ ভালো রাখেন। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। "নিশ্চয়ই কিয়ামত প্রসঙ্গে আল্লাহই ভালো জানেন। বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন, (বৃষ্টি কখন হবে তিনিই তা ভালো জানেন) মায়ের পেটে কি আছে এ প্রসঙ্গেও তিনিই জানেন, তিনি ব্যতীত অপর কেউ তা জানে না। আর কেউ জানেন না যে তার মৃত্যু কোথায় হবে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আশরাতিস সায়া, ২/৩২৬৮)

নোট : উল্লেখিত আয়াতটি সূরা লোকমানের ৩৪ নং আয়াত, উল্লেখ্য পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. আমল উঠে যাওয়া

১৪. কিয়ামতের পূর্বে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেয়া হবে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল থাকবে না।

عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضى) قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَيْفَ يَذْهَبُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنَقْرَئُهُ اَبْنَاءَ نَا وَيُقْرِئُهُ اَبْنَاؤُنَا اَبْنَاءَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَايَعْمَلُوْنَ بِشَىْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا .

যিয়াদ ইবনে লাবিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট (কিয়ামত প্রসঙ্গে) প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি বললেন, এটা ঐ সময়ে হবে যখন ইলম উঠে যাবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহ্ রাসূল! ﷺ ইলম কীভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দেই, আর তারাও তাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবে এবং এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি বললেন : যিয়াদ তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের একজন ধারণা করতাম। তাহলে এটাকি ঠিক নয় যে, ইহুদী ও নাসারারা তাওরাত, ইঞ্জিল পড়ে, কিন্তু তাতে যা আছে তার ওপর তারা আমল করে না।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব জিহাবুল কুরআন ওয়াল ইলম, ২/৩২৭২)

৬. আমানত উঠে যাওয়া

১৫. কিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে যখন ভালো ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ রাতারাতি ঈমানহারা হয়ে যাবে। বাহ্যিকভাবে বড় বড় জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ঈমানদার বলে মনে হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে তারা ঈমানহারা হয়ে যাবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظِلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقٰى فِيْهَا اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجَلِّ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهٗ وَمَا اَظْرَفَهٗ وَمَا اَجْلَدَهٗ وَمَا فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلٰى زَمَانٍ وَلَا اُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهٗ عَلَىَّ الْاِسْلَامُ وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهٗ عَلَىَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ اِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا ـ

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: কোন ব্যক্তি রাতে নিদ্রিত অবস্থায় থাকবে এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া হবে, একটি কালো দাগের ন্যায় আমানতদারীর চিহ্ন তার মধ্যে থেকে উঠে যাবে, পরের রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমানতদারীর ঐ চিহ্নটিও উঠিয়ে নেয়া হবে, শুধু হালকা একটি নিদর্শন অবশিষ্ট থাকবে, যেমন আগুনের একটি কয়লা পায়ে লাগালে তাতে দাগ পড়ে যাবে, (পরে চিকিৎসার পর হয়ত) তা ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু দাগটি থেকেই যাবে। তবে ভিতরে কোন সমস্যা থাকবে না। কিয়ামতের পূর্বে বলতে থাকবে যে, ওমুক বংশে একজন ঈমানদার আছে। এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে মানুষেরা বলবে যে, অমুক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অমুক বাহাদুর; কিন্তু তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকবে না। হুজাইফা (রা) বলেন, একটি সময় আমি অতিক্রম করেছি যখন আমি মোটেও চিন্তা করিনি

যে, কার সাথে আমি ব্যবসা করব, আর কার সাথে করব না, যদি মুসলমান হতো তাহলে ইসলাম তাকে বাধ্য করত যে, সে যেন কারো সাথে বে-ঈমানী না করে। আর খ্রিস্টান হলে তার সরকার তাকে বাধ্য করত যে, সে যেন বে-ঈমানী না করে, অথচ এখন আমি শুধু ওমুক ওমুকের সাথে (মাত্র দু'একজনের সাথে) ব্যবসা করি। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব ইযা বাকীয়া ফি হাসালা মিনান্নাস)

নোট : আমানত প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। (তাবরানী)

৭. মিথ্যা সাক্ষী

১৬- কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যা সাক্ষীর প্রসার হবে আর সত্য সাক্ষীদাতা কেউ থাকবে না।

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدِى السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَ فَشْوِ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعَيِّنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعِ الْاَرْحَامِ وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ وَكِتْمَانِ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُوْرِ الْقَلَمِ -

ত্বারেক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগিতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা কলমের বিস্তার লাভ। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৩৮৬৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ شَهَادَةَ الزُّوْرِ وَكِتْمَانُ الْحَقِّ -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যা সাক্ষী ও সত্যকে গোপন করা বেড়ে যাবে।

(আহমদ, ডঃ ইজ্জুদ্দীন হুসাইন আশ শেখ লিখিত আশরাতুস্সায়া, পৃ: ৬০)

৮. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা

১৭. কিয়ামতের পূর্বে মানুষ অঙ্গীকার পূরণ করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوْشِكُ اَنْ يَاْتِىَ يُغَرْبِلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً وَيَبْقٰى حَثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ فَاخْتَلَفُوْا وَكَانُوْا هٰكَذَا؟ وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ قَالُوْا : كَيْفَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ قَالَ : تَاْخُذُوْنَ بِمَا تَعْرِفُوْنَ، وَتَدْعُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَ تُقْبِلُوْنَ عَلٰى خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ اَمْرَ عَوَامِكُمْ .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেমন হবে তখন, যখন লোকদেরকে খারাপ লোকদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে, আর শুধু খারাপ লোকেরই বাকি থাকবে, অঙ্গিকার ও আমানত উলটা পালটা হয়ে যাবে, আর খারাপ লোকেরা পরস্পরের সাথে মিশে যাবে, এ বলে তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের সাথে মিলালেন, সাহাবাগণ বলল : এ সময় যখন আমাদের মাঝে চলে আসবে তখন আমরা কি করব? তিনি বললেন : যেটা ভালো কাজ বলে মনে করবে তার প্রতি আমল করবে, আর যেটাকে খারাপ কাজ বলে মনে করবে তা থেকে বিরত থাকবে এবং ঐ সময় নির্ভরযোগ্য লোকদের সংস্পর্শে থাকবে, আর অন্যদেরকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী ছেড়ে দিবে।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল ফিতান, বাব তাসাব্বুত ফিল ফিতান, ২/৩১৯৬)

নোট : অঙ্গীকার প্রসঙ্গে ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না তার দ্বীনদারী নেই। (আহমদ)

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

১৮. কিয়ামতের পূর্বে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রসারিত হবে।

عَنْ طَارِقْ بْنِ شِهَابِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفَشْوِ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَ قَطْعِ الْاَرْحَامِ وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ وَكِتْمَانِ الْحَقِّ وَ ظُهُوْرِ الْقَلَمِ ـ

ত্বারেক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগিতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করাও কলমের বিস্তার লাভ। (আহমদ, খালেদ ইবনে নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৩৮৬৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَتَفْشُو التِّجَارَةُ حَتّٰى تُعَيِّنَ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَتُقْطَعُ الْاَرْحَامُ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগিতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে।

(আহমদ, খালেদ ইবনে নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ ১, হাদীস নং ৫৪)

নোট : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক সময় ধরে নিজের ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল আর এভাবেই মৃত্যুবরণ করল সে অবশ্যই জাহান্নামী। (আবু দাউদ)

১০. সত্য গোপন করা

১৯. কিয়ামতের পূর্বে সত্য গোপনকারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ شَهَادَةُ الزُّوْرِ وَكِتْمَانُ الْحَقِّ -

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা বিস্তার লাভ করবে। (আহমদ, ডঃ ইজ্জুদ্দীন হুসাইন আশ শেখ লিখিত আশরাতুসসায়া পৃ: ৬০)

২০. কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা সত্য সাক্ষ্য গোপন করবে আর মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে।

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفَشْوُ التِّجَارَةِ تُعَيِّنَ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الْاَرْحَامِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَكِتْمَانُ الْحَقِّ وَ ظُهُوْرُ الْقَلَمِ -

ত্বারেক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে এ আলামত প্রকাশ পাবে যে, পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সালাম দেয়া, ব্যবসার বিস্তার লাভ, এমনকি স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবসায় তাকে সহযোগিতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা ও কলমের বিস্তার লাভ। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ ১, হাদীস নং ৩৮৬৯)

১১. প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ

২১. কিয়ামতের পূর্বে মানুষ প্রতিবেশীর হকের মূল্যায়ন করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَالتَّفَحُّشَ اَوْيُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَظْهَرَ الْفَحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحْمِ وَسُوْءِ الْمُجَاوَرَةِ وَحَتّٰى يُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيَخُوْنُ الْاَمِيْنُ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বে-হায়া ও অশ্লীলতাকে ভালোবাসেন না, বা তিনি বলেছেন : আল্লাহ বে-হায়া ও অশ্লীলতার সাথে শত্রুতা রাখেন। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বে-হায়া ও অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, প্রতিবেশির প্রতি খারাপ আচরণ করা হবে, খিয়ানতকারীকে আমানতদার ধরে নেয়া হবে, আর আমানতদারকে খেয়ানতকারী ধরে নেয়া হবে। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায় ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৬৫৫১১)

নোট : উল্লেখ্য প্রতিবেশীর হক প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যার প্রতিবেশি তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। (বুখারী) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে জিবরীল (আ) প্রতিবেশী প্রসঙ্গে আমাকে এত বেশি উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছিল যেন তাকে উত্তরাধিকারী করা হবে। (বুখারী)

১২. লোভ

২২. কিয়ামতের পূর্বে লোভ প্রসার লাভ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّمَ هُوَ؟ قَالَ : اَلْقَتْلُ اَلْقَتْلُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিকে সময় যত অগ্রসর হবে আমল তত কমবে, লোভ ব্যাপকতা লাভ করবে, ফেতনা প্রকাশ পাবে, হারাজ বাড়বে, (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! হারাজ কি? তিনি বললেন : হতাহত, হতাহত। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব, জুহুরুল ফিতান)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ اَلْقَتْلُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত নিটকবর্তী হলে ইলম উঠে যাবে, ফেতনা বাড়বে, লোভ ব্যাপকতা লাভ করবে, হারাজ বাড়বে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হারাজ কি? তিনি বললেন, হতাহত।

(মুসলিম, কিতাবুল ইলম বাব রাফউল ইলম ফি আখেরিয্যামান)

১৩. অভদ্রদের সম্মানী বলে গণ্য হওয়া

২৩. কিয়ামত নিকটবর্তী হলে সবচেয়ে বোকা ব্যক্তিবর্গ সর্বাধিক সম্মানীত বলে গণ্য হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنِ لُكَعٍ ـ

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দুনিয়ায় বোকা ব্যক্তিবর্গ সম্মানীত বলে বিবেচিত না হবে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফি আশরাতিস্‌সায়া, ২/১৭৯৯)

২৪. মানুষ মূর্খ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করবে।

عَنْ اَبِىْ اَمَيَّةَ الْجُمْحِى (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطَ السَّاعَةِ اَنْ يَلْتَمِسَ الْعِلْمَ عِنْدَ الْاَصَاغِرِ -

অর্থ : আবু উমাইয়্যা আল জুমহি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে একটি এই যে, মানুষ মূর্খ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে।

(ত্বাবরানী, আলবানী লিখিত জামে আস্‌সাগীর, খণ্ড ২, হাদীস নং ২২০৩)

১৪. পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সাথে সালাম আদান-প্রদান

২৫. শুধু পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সাথে সালাম আদান-প্রদান করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَايُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ -

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হল শুধু পরিচিতি ব্যক্তিবর্গকে সালাম দেয়া। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৫৩)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِى الْمَسْجِدِ لَايُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَاَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ اِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ -

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হলো যে, লোকেরা মসজিদে গমন করবে, কিন্তু দু'রকাত সালাত আদায় করবে না, আর লোকেরা শুধু পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সালাম দিবে।

(ত্বাবরানী, আলবানী লিখিত জামে আস্‌সাগীর, খণ্ড ২, হাদীস নং ৫৭৭২)

১৫. বয়স্কব্যক্তি যুবকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা

২৬. কিয়ামতের পূর্বে মানুষ যুবক সাজার জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ السَّوْدَاءَ كَحَوَاصِلِ الْحَمَّامِ لَايَرْجُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের পূর্বে মানুষ কবুতরের পাকস্থলীর ন্যায় কালো খেজাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।

(আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, বাব মাজায়া ফি খিজাব আসসাওদা ২/৩৫৪৮)

নোট : নবী করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার দু'টি কামনা যুবক থেকে যায়, সম্পদ ও দীর্ঘজীবী হওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ থেকে দূরে থাকা

২৭. কিয়ামতের পূর্বে ভালো মানুষ খারাপ মানুষের সাথে একাকার হয়ে যাবে কেউ কাউকে সৎকাজের আদেশ দিবে না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে না।

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوْشِكُ اَنْ يَاْتِيَ، يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيْهِ غَرْبَلَةً وَيَبْقٰى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوْا وَكَانُوْا هٰكَذَا؟ وَشَبَّكَتْ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ قَالُوْا : كَيْفَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ؟ قَالَ : تَاْخُذُوْنَ بِمَا تَعْرِفُوْنَ وَتَدَعُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتُقْبِلُوْا عَلٰى خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُوْنَ اَمْرَ عَوَامِكُمْ۔

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেমন হবে তখন তোমাদের অবস্থা যখন সৎ লোকদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে, শুধু খারাপ মানুষ বাকি থাকবে, অঙ্গীকার ও আমানত একাকার হয়ে যাবে, (এর প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হবে না) মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে, ভালো ও খারাপ মানুষ একাকার হয়ে যাবে, এ বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যদি ঐ সময় আমরা পেয়ে যাই তাহলে কি করব? তিনি বললেন, যেটা সৎকাজ বলে ধারণা করবে তা করবে, আর যা খারাপ বলে ধারণা করবে তা থেকে বিরত থাকবে, ঐ সময় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট চলে আসবে আর অন্যদেরকে তাদের অবস্থা মতো ছেড়ে দিবে।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াব আলফিতান, বাব আত্তাসাব্বুত ফিল ফিতান, ২/৩১৯৬)

নোট : নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন মানুষ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর শাস্তি চাপিয়ে দিবে, আর তখন তারা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।

(তিরমিযী, আবওয়াব আলফিতান, বাব আত্তাসাব্বুত ফিল ফিতান, ২/৩১৯৬)

১৭. সাধারণ মানুষের অযোগ্য শাসকদের পছন্দ করা

২৮. কিয়ামাতের পূর্বে সাধারণ জনগণ জেনে শুনে অযোগ্য ও বে-দ্বীন ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমতায় বসাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আমানতের খিয়ানত করা হবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিভাবে আমানতের খিয়ানত করা হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমতায় বসানো হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব রাফউল আমানা)

১৮. পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা

২৯. মুসলমানদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি অনীহা সৃষ্টি হবে ফলে কাফেররা মুসলমানদের ওপর নেতৃত্ব দিবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ قُلُوْبِكُمُ الْوَهَنَ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ ـ

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, অচিরেই (কাফেররা) তোমাদের ওপর আক্রমণের জন্য একে অপরকে এমনভাবে ডাকবে, যেমন দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে ডাকে। কেউ জিজ্ঞেস করল যে, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হবে? তিনি বললেন, বরং তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন, আর তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিবেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টির অর্থ কি? তিনি বললেন : দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আর মৃত্যুর প্রতি অনীহা।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, বাব ফি তাদায়িল উমাম আলা ইসলাম, ৩/৩৬১০)

১৯. শিরকের আধিক্য

৩০. কিয়ামতের পূর্বে আরবদের মাঝে আবার মূর্তি পূজা আরম্ভ হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ اَلِيَات نِسَاءِ دَوْسٍ عَلٰى ذِى الْخَلَصَةِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দাউস বংশের মহিলারা যুল খালাসের মূর্তি গৃহে না যাবে।

বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব তাগিরিয্যামান হাত্ত্ব ইয়বুদু আল আওসান)

নোট : ইয়ামেনের যুল খালাস নামক স্থানে দাউদ বংশের মূর্তি ছিল, অজ্ঞতার যুগে সেখানে ত্বাওয়াফ (চক্কর) হতো।

৩১. কোন কোন আরব বংশে মূর্তিপূজা আরম্ভ করবে আর কিছু সংখ্যক মুশরিকদের সাথে মিলে যাবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاِنَّ مِمَّا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىْ اَئِمَّةَ مُضِلِّيْنَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِى الْاَوْثَانَ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنِ وَاِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ دَجَّالِيْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ .

রাসূল করীম ﷺ এর আযাদ কৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের বিষয়ে আমি যে ভয় করছি, তাহল গোমরাহ আলেমদের আগমন এবং আমার উম্মতের কিছু বংশ মূর্তি পূজা করবে, আমার উম্মতের কিছু বংশ কাফেরদের সাথে মিশে যাবে, কিয়ামতের পূর্বে প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল হবে হবে, তারা প্রত্যেকেই নবুয়্যতের দাবি করবে, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা ইয়াকুনু মিনাল ফিতান, ২/৩১৯২)

৩২. কিয়ামতের পূর্বে লাত ও উয্যার পূজা এমনভাবে আরম্ভ হবে যেমন অন্ধকার যুগে ছিল।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى تَعْبُدَ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كُنْتُ لَاَظُنُّ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ (هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ اِلٰى قَوْلِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ) اِنَّ ذٰلِكَ تَام قَالَ اِنَّهَا سَيَكُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : রাত ও দিন ততক্ষণ শেষ হবে না, যতক্ষণ না লাত ও ওজ্জার পূজা আরম্ভ হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। আমি তো আল্লাহর বাণী "তিনি স্বীয় রাসূলগণকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন.... যদিও মুশরিকরা তা ভালোবাসে না।" (সূরা তাওবা : আয়াত-৩৩) পর্যন্ত।

এ থেকে আমি বুঝে ছিলাম যে এটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থির থাকবে, তিনি বললেন : এটা আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ স্থির থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, আশরাতুস সায়া, বাব লা তাকুমুস্সায়া হাত্তা তু'বাদু দাউস যুল খালাসা)

২০. বিদআ'তের ছড়াছড়ি

৩৩. বিদআ'তের ছড়াছড়ি কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি ফিতনা।

عَنْ اَسْمَاءِ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (اَنَا عَلٰى حَوْضِىْ اَنْتَظِرُ مَنْ يَّرِدُ عَلَىَّ فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُوْنِىْ فَاَقُوْلُ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ لَا تَدْرِىْ مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرِىْ قَالَ اِبْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ ـ

আসমা বিনতে আবু বকর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি হাউজের নিকট অপেক্ষা করতে থাকব, যে কেউ আমার নিকট

আসবে তাদেরকে আমি পানি পান করাব, কিছু সংখ্যক মানুষ আমার নিকট আসার পূর্বেই তাদেরকে ধরে ফেলা হবে, আমি বলব : এরা তো আমার উম্মত, ফেরেশতা বলবে : আপনি জানেন না যে আপনার পর তারা পেছনে ফিরে গিয়ে ছিল, হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে আবি মুলাইকা আলোচ্য হাদীস বর্ণনা করার পর এ দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি ঐ বিষয় থেকে আপনার আশ্রয় চাই, আমি যেন পেছনে ফিরে গিয়ে গোমরাহ হয়ে ফেতনায় না পড়ি। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাবৎ কাউলিহি তাআলা ওত্তাকু ফিতনাতা লা তুসিবান্না লাজিনা যলামু মিনকুম খাস্সা)

২১. ব্যবসার প্রসারতা

৩৪. ব্যবসা এত প্রসারতা লাভ করবে যে মানুষ লেখা পড়া করা পছন্দ করবে না।

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلَبَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَفْشُوَا الْمَالُ وَيَكْثُرُ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرُ الْعِلْمُ وَيَبِيْعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلُ لَا، حَتّٰى اَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِى فُلَانٍ وَيَلْتَمِسُ فِى الْحَيِّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبَ فَلاَ يُوْجَدُ -

আমর ইবনে তাগলাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে সম্পদের আধিক্য, ব্যবসার প্রসার, ইলম উঠে যাওয়া, মানুষ কোন কিছু বিক্রি করে পরে তা অস্বীকার করে বলবে যে না আমি তা বিক্রি করব না, আমি এ বিষয়ে ওমুক বংশের ব্যবসায়ীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসি, বিরাট এ জনবসতি পূর্ণ অঞ্চলে একজন লিখক খুঁজে পাওয়া যাবে না। (নাসায়ী, কিতাবুল বুয়ু, বাব আততিজারা, ৩/৪১৫০)

৩৫. নারীরাও পুরুষদের সাথে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَتَفْشُوْا التِّجَارَةُ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ تَقْطَعُ الْاَرْحَامُ -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে শুধু পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সালাম দেয়া হবে, ব্যবসা প্রসার লাভ করবে, স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৫৪)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفَشْوُ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الْاَرْحَامِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُوْرُ الْقَلَمِ ـ

তারেক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে শুধু পরিচিত ব্যক্তিবর্গ সালাম দেয়া হবে, ব্যবসা প্রসার লাভ করবে, স্ত্রী তার স্বামীকে ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করা হবে, সত্য সাক্ষী গোপন করা হবে, কলম শক্তিশালী হবে। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৩৮৬৯)

৩৬. সর্বত্র ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপিত হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْكِذْبُ وَيَتَقَارَبُ الْاَسْوَاقُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قِيْلَ وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ اَلْقَتْلُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফিতনা ও মিথ্যা বৃদ্ধি পাবে ব্যবসা, কেন্দ্র প্রসার লাভ করবে, সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, হারাজ বাড়বে। জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেন, হতাহত।

(আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খঃ ১, হাদীস নং ১/২০৫)

২২. সম্পদের আধিক্য

৩৭. সম্পদের ব্যাপকতা কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضی) قَالَ : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰی یُفِیْضَ الْمَالُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَیَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْقَتْلُ اَلْقَتْلُ ثَلاَثًا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, ফিতনা ও সম্পদ বাড়বে, হারাজ বাড়বে। জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেন, হতাহত হতাহত, হতাহত। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আশরাতিস্সায়া ২/৩২৭১)

৩৮. কিয়ামতের পূর্বে সম্পদ এত বাড়বে যে রাখালরা বড় বড় দালান নির্মাণ করবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضی) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتَی السَّاعَةُ؟ فَقَالَ مَاالْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا ، اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَالِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوْسُ النَّاسِ فَذَالِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِیْ خَمْسٍ لاَیَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ فَتَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণের সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? জবাবে তিনি বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে বেশি জানে না। তবে আমি

তোমাকে একটি আলামত সম্পর্কে জানাব, যখন উলঙ্গ দেহ ও উলঙ্গ পা সম্পন্নরা নেতৃত্ব দিবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। যখন বকরীর রাখালরা বড় বড় দালানের মালিক হবে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত, কিয়ামত ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার জ্ঞান আল্লাহ্ ভালো রাখেন। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। "নিশ্চয়ই কিয়ামত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন, (বৃষ্টি কখন হবে তিনিই তা ভালো জানেন) মায়ের পেটে কি আছে এ প্রসঙ্গেও তিনিই জানেন, তিনি ব্যতীত অপর কেউ তা জানে না। আর কেউ জানেন না যে তার মৃত্যু কোথায় হবে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আশরাতিস সায়া, ২/৩২৬৮)

নোট : উল্লেখিত আয়াতটি সূরা লোকমানের ৩৪ নং আয়াত, উল্লেখ্য পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৯. কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবী স্বর্ণ ও চাঁদির ভাণ্ডারসমূহ উন্মুক্ত করে দিবে কিন্তু তা নেয়ার মতো কোন মানুষ থাকবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقِىَ الْاَرْضُ اَفْلَا ذَكَبَدَهَا اَمْثَالَ الْاَسْطَوَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَيَجِىْءُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ فِىْ مِثْلِ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِىْ وَيَجِىْءُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قُتِلَتْ وَيَجِىْءُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحْمِىْ ثُمَّ يَدْعُوْنَهُ فَلَا يَاْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ ইরশাদ করেছেন, দুনিয়া তার অভ্যন্তরীণ স্বর্ণ ও চাঁদি থাম্বার ন্যায় বাহিরে নিক্ষেপ করবে, চোর এসে বলবে : হায় এ কারণেই আমার হাত কাটা হয়েছে, আর হত্যাকারী এসে বলবে এ কারণেই হত্যা করা হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বলবে : হায় এ কারণেই আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, সবাই তাকে ঐভাবেই রেখে দিবে কেউ কিছু নিবে না।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব আশরাতিস্সায়া, ২/১৮০০)

৪০. ধনীরা দান করার জন্য মানুষকে ডাকবে, কিন্তু সাদকা নেয়ার মতো কেউ থাকবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُكْثِرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيُفِيْضُ حَتّٰى يَهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَيُدْعٰى اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لَا اَرَبَّ لِىْ فِيْهِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের অঢেল সম্পদ হবে, এমনকি সম্পদ এত বেশি হবে যে ধনী ব্যক্তি চিন্তায় পড়ে যাবে যে, তার দান কে গ্রহণ করবে, সে কাউকে দান করার জন্য ডাকবে, আর ঐ ব্যক্তি বলবে যে না আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। (মুসলিম, কিতাবুয্যাকা বাব, আত্তারগিব ফিস্সাদাকা কাবলা আন লা ইউযাদ মান ইয়াকবালুহা)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ اَحَدًا يَاْخُذُ مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ امْرَاَةً يَلُذْنَ بِهٖ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ ـ

আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ স্বর্ণ দান করার জন্য তা নিয়ে ঘুরবে, কিন্তু গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না। এক একজন পুরুষের অধীনে চল্লিশ জন নারী থাকবে। আর তা হবে পুরুষের সংখ্যা কম এবং মহিলার সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে। (মুসলিম, কিতাবুয্যাকা বাব, আত্তারগিব ফিস্সাদাকা কাবলা আন লা ইউযাদ মান ইয়াকবালুহা)

২৩. মিথ্যার ব্যাপকতা

৪১. কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যার পরিমাণ বাড়বে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْكِذْبُ وَيَتَقَارَبُ الْاَسْوَاقُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قِيْلَ وَمَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা, মিথ্যার পরিমাণ বাড়বে এবং ব্যবসা প্রসার লাভ করবে ও সময় সংক্ষেপে হয়ে আসবে, হারাজ বাড়বে, জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেন : হতাহত ।

(আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ১/২০৫)

৪২. কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যা এত বাড়বে যে শিক্ষিত মানুষ মিথ্যা কথা রচনা করে তা রাসূল ﷺ এর কথা হিসেবে প্রচার করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ مَالَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاءُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ যামানায় কিছু সংখ্যক দাজ্জাল ও মিথ্যুক আগমন করবে, যারা এমন হাদীস নিয়ে আসবে, যা তোমরা শ্রবণ করনি এমনকি তোমাদের বাপ-দাদারাও শ্রবণ করেনি। অতএব তোমরা তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর যাতে করে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ না করতে পারে। (মুসলিম, মোকাদ্দামা সহীহ মুসলিম)

২৪. ধোঁকাবাজি বাড়বে

৪৩. কিয়ামতের পূর্বে ধোঁকা ও চক্রান্ত বাড়বে। খিয়ানতকারীকে আমানতদার আর আমানতদারদেরকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّدِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيَخُوْنُ فِيْهَا الْاَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ الرَّجُلُ اَلتَّافِهُ فِىْ اَمْرِ الْعَامَّةِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের মাঝে অচিরেই এমন এক সময় আসবে, যখন ধোঁকাবাজি বাড়বে, তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মনে করা হবে, আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে, আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং রোআইবেজা কথা বলবে, জিজ্ঞেস করা হয় রোআইবেজা কি? তিনি বললেন, সাধারণ মানুষের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে এমন ব্যক্তি।

(ত্বাবারানী, কিতাবুল ফিতান, বাব সিদ্দাতুয যামন (২/৩২৬১)

২৫. গান বাদ্য বৃদ্ধি

৪৪. কিয়ামতের পূর্বে গায়কদের সংখ্যা বাড়বে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَمَسَخٌ قِيْلَ وَمَتٰى ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيِّنَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ ـ

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শেষ যমানায় ভূমিধস, সতী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ, মানুষের আকৃতি পরিবর্তন করা হবে, জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রাসূল! তা কখন হবে? তিনি বললেন, যখন গান বাদ্য, গায়িকা ও মদপানকে হালাল মনে করা হবে তখন।

(ত্বাবারানী, আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ দারুবেস বিশ্লেষণকৃত মাজমাউয্‌যাওয়ায়েদ (৮/২০), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং ১২৫৮৯)

عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْعَرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ ـ

আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করবে, অথচ তারা তাকে অন্য নামে ডাকবে। তাদের মাথার উপর বাদ্য যন্ত্র গায়িকাদের গান চলবে, আর তাদেরকেসহ আল্লাহ মাটি ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও খিঞ্জিরে পরিণত করবেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আল উকুবাত (২/৩২৪৭)

২৬. ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সয়লাব

৪৫. কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার, বে-হায়াপনা ও অশ্লীলতার সয়লাব হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَحْشَ وَالتَّفَحُّشَ أَوْ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَظْهَرَ الْفَحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ وَسُوْءُ الْجَاوِرَةِ وَحَتّٰى يُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيَخُوْنُ الْأَمِيْنُ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বে-হায়া, অশ্লীলতা অপছন্দ করেন, বা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বে-হায়া ও অশ্লীলতার প্রতি অসন্তুষ্ট। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না বে-হায়া ও অশ্লীলতার সয়লাভ হওয়া। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, প্রতিবেশীর প্রতি অসদাচরণ করা হবে, আমানতের খিয়ানতকারীকে অমানতদার বলে বিশ্বাস করা হবে, আর আমানতদারকে আমানতের খিয়ানতকারী মনে করা হবে। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুস্সায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৬৫১১)

২৭. মদ ও ব্যভিচারের সয়লাভ

৪৬. কিয়ামরে পূর্বে মদ ও ব্যভিচারের সয়লাভ হবে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُكْثِرُ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ خَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً الْقَيِّمِ الْوَاحِدِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের আলামত হল ইলম বা জ্ঞান উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা, ব্যভিচার, মদপান বিস্তার লাভ করা, পুরুষের সংখ্যা কর্মে যাওয়া, নারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, এমনকি একজন পুরুষের অধীনে পঞ্চাশ জন নারী থাকবে। (বুখারী, কিতাবুননিকাহ, বাব ইয়ুকিল্লার রিজাল ওয়া ইউকসিরু নিসা)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামতের মধ্যে জ্ঞান উঠে যাওয়া, অজ্ঞতার সয়লাব হওয়া, মদ পান করা, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করা।

(মুসলিম, কিতাবুল ইলম, বাব রাফউল ইলম ফি আখেরিয্যামান)

৪৭. কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার, মদপান, রেশমী পোশাক, গান বাজনা কুরআন ও হাদীসের দলীল দিয়ে কতিপয় লোক তা হালাল বা জায়েব করবে।

عَنْ اَبِىْ عَامِرِ الْاَشْعَرِىْ (رضى) اِنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

আবু আমের আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল হবে, যারা রেশমী পোশাক, ব্যভিচার, মদ, গান বাজনা ইত্যাদিকে হালাল মনে করবে।

(বুখারী, কিতাবুল আশরিবা, বাব মা যায়া ফিমান ইয়াসতাহিল্লুল অল খামরা)

৪৮. মানুষ মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে।

عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْأَشْعَرِيْ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا يَعْزِفُ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغْنِيَّاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ ـ

আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। তাদের মাথার ওপর গান-বাজনা ও নারী নৃত্য চলতে থাকবে, আল্লাহ্ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দিবেন।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আলওকুবাত, ২/৩২৪৭)

২৮. হতাহত ব্যাপকতা লাভ করবে

৪৯- কিয়ামতের পূর্বে রক্তপাত বৃদ্ধি পাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ : اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرَجُ وَالْهَرَجُ اَلْقَتْلُ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতার সয়লাব হবে, হারাজ বাড়বে। আর হারাজ হল হতাহত।

(মুসলিম, কিতাবুল ইলম, বাব রাফউল ইলম ফি আখেরিয্যামান)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْكِذْبُ وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ قِيْلَ وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ اَلْقَتْلُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফিতনা বাড়বে, মিথ্যার সয়লাব হবে, ব্যবসা বিস্তার লাভ করবে, সময় সংক্ষেপ হয়ে আসবে, হারাজ বাড়বে। জিজ্ঞেস করা হল হারাজ কি? তিনি বললেন : হতাহত। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ১/২০৫)

৫০. কিয়ামতের পূর্বে এত অধিক খুন-খারাবী চলতে থাকবে যে হত্যাকারী জানবে না যে সে কেন হত্যা করল আবার নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে সে কেন নিহত হল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَاْتِىَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَيَدْرِىْ الْقَاتِلُ فِيْمَ قُتِلَ وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ اَلْهَرَجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষের সামনে এমন এক দিন আসবে, যে হত্যাকারী জানবে না যে সে কেন হত্যা করল, আর নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে সে কেন নিহত হল। জিজ্ঞেস করা হলো এটা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, হারাজ (হতাহত বাড়বে) আর হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া)

নোট : হত্যাকারী ও নিহত উভয় এ জন্যই জাহান্নামী হবে যে তারা পরস্পরকে হত্যা করার প্রতি আগ্রহী ছিল।

৫১. সকালে এক মুসলমান অপর মুসলমানদের জান ও মাল হারাম মনে করবে। আবার সন্ধ্যায়ও মুসলমান পরস্পরের জান ও মালকে হালাল মনে করবে।

عَنِ الْحَسَنِ (رضى) قَالَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَصْبَحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَمْسِىْ كَافِرًا وَيَمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيَصْبَحُ كَافِرًا

قَالَ الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَيُسَمِّي مُسْتَحِلًّا لَهُ وَيَمْسِي مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ.

হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (কিয়ামতের পূর্বে) মানুষ সকালে মুসলমান থাকবে সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় ঈমানদার থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে, তিনি আরো বলেন, সকালে একজন লোক তার ভাইয়ের রক্ত, সম্মান, সম্পদ হারাম মনে করবে কিন্তু সন্ধ্যায় আবার তা হালাল মনে করবে। সন্ধ্যায় তার ভায়ের রক্ত, সম্মান, সম্পদ হারাম মনে করবে আবার সকালে তা হালাল মনে করবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা যায়া ফি সতাকুনু ফিতনা কা কিতয়েল্লাইলিল মুযলিম, ২/১৭৮৯)

৫২. মানুষ নিজের নিকট আত্মীয়দেরকে হত্যা করবে ।

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرَجًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْهَرَجُ؟ قَالَ (اَلْقَتْلُ) فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا نَقْتُلُ الْاٰنَ فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَذَا وَكَذَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلٰكِنْ يَقْتَلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَقْتَلَ الرَّجُلُ جَارَهٗ وَابْنُ عَمِّهٖ وَذَا قَرَابَتِهٖ.

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে হারাজ হবে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হারাজ কি? তিনি বললেন, নির্মম হত্যা। কিছু কিছু মুসলমান জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমরা এ বছরে এত এত কাফেরকে হত্যা করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুশরিকদেরকে হত্যা করা নয়; বরং তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে, এমনকি মানুষ তার প্রতিবেশি, তারা ভাইয়ের ছেলে এবং আত্মীয়দেরকে হত্যা করবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান বা আসসিবাত ফিল ফিতানা, ২/৩১৯৮)

২৯. পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনা

৫৩. কিয়ামতের পূর্বে কিছু সংখ্যক মানুষ পেট ও লজ্জাস্থানের ফিতনায় নিপতিত হবে।

عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىْ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَىِّ فِىْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ ـ

আবু বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বিষয় তোমাদের পেটকে নষ্টকারী চাহিদা, তোমাদের লজ্জাস্থানকে নষ্টকারী কামনা ও তোমাদেরকে পথ ভ্রষ্টকারী ফেতনা প্রসঙ্গে ভয় করছি।

(আহমদ, মযমাউয্যাওয়ায়েদ, ৭/৫৯৫, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৩৪৭)

নোট : পেটের ফেতনা অর্থাৎ হারাম পানাহার, যেমন– মদ, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কোরবানী করা, হারাম উপার্জন, যেমন– সুদ, লজ্জাস্থানের ফেতনা, যেমন– যিনা, সমকামিতা।

উল্লেখ্য, নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন পাপের কারণে সবচেয়ে বেশি লোক জাহান্নামে যাবে, তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে। (তিরমিযী)

৫৪. কিয়ামতের পূর্বে রাতারাতি মানুষ স্বীয় দ্বীন-দুনিয়াবী লোভে বিক্রি করে দিবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ اَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে ফিতনা রাতের আঁধারের ন্যায় আসতে থাকবে, তখন একজন লোক সকালে ঈমানদার থাকবে বিকালে কাফের হয়ে যাবে, বিকালে ঈমানদার থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে। লোকেরা তাদের দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থে বিক্রি করে দিবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা যায়া ফি সাতাকুনু ফিতনা কাকেত্তয়িল্লাইল আল মুসলেম, ২/১৭৮৮)

৩০. হারাম উপার্জনের ফিতনা

৫৫. কিয়ামতের পূর্বে মানুষ হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيُبَالِىْ الْمَرْءُ مَا اُخِذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে, তখন তারা পরওয়া করবে না যে, সে তা হালালভাবে উপার্জন করেছে না হারামভাবে। (বুখারী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা যায়া ফি সাতাকুনু ফিতনা কাকেতয়িল্লাইল আল মুযলেম। ২/১৭৮৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَايُبَالِىْ الرَّجُلُ مِنْ اَيْنَ اَصَابَ مِنْ حَلاَلٍ اَوْ حَرَامٍ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে, তখন তারা পরওয়া করবে না যে, সে তা কিভাবে উপার্জন করেছে, হালালভাবে না হারামভাবে।

(নাসায়ী, কিতাবুল বুয়ু, ইজতিনাব আসসুবহাত ফিল কাসব, ৩/৪১৪৯)

৩১. উলঙ্গ ও বেহায়াপনার ফেতনা

৫৬. নারীর অর্ধনগ্ন হওয়া কিয়ামতের পূর্বের ফেতনাগুলোর মধ্যে একটি ফেতনা।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَّاطٌ كَذَنَبِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسُ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيْلاَتٍ مَائِلاَتٍ رُؤُوْسِهِنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَرِيْحُهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দু'ধরনের মানুষ জাহান্নামী হবে তাদেরকে আমি দেখি নি, তাদের এক ধরনের সাথে সবসময় গরুর লেজের ন্যায় একটি চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা তাদের অধিনস্তদেরকে প্রহার করতে থাকবে। আরো এক দল হবে নারীদের, তারা পোশাক পরিচ্ছদে হবে অর্ধালুঙ্গ, গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথ চলবে, বুকতী উটের উঁচু কুঁজের ন্যায় খোপা বাঁধবে, এসব নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূরে থেকে পাওয়া যাবে।

(মুসলিম, কিতাবু সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব জাহান্নাম)

৩২. মিথ্যুক ও দাজ্জালের ফেতনা

৫৭. কিয়ামতের পূর্বে ৩০ জন নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার আসবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اِنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, প্রায় ৩০ জন দাজ্জাল আসবে আর তারা প্রত্যেকেই নবুওয়তের মিথ্যা দাবি করবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, প্রায় ৩০ জন মিথ্যুক দাজ্জাল আসবে আর তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব ইবনু সাঈয়াদ ৩/৩৬৪৩)

৫৮. কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদেরকে গোমরা করার জন্য অসংখ্য মিথ্যুক ধোঁকাবাজ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার আগমন ঘটবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَكَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ اَوْ اَكْثَرَ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে মাসিহুদ্দাজ্জাল ও ৩০ জন বা তার অধিক মিথ্যুক গমন করবে।
(আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গাদেমী সংকলিত আশরাতুস্সায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ১১১)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدِى السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَحْذَرُوْهُمْ -

জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে মিথ্যুকদের আগমন ঘটবে অতএব তাদের থেকে সতর্ক থাক। (আহমদ, খালেদ বিন নাসেরআল গাদেমী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ১০৮)

৩৩. মহিলা নেতৃত্বের ফেতনা

৫৯. মহিলাদের রাষ্ট্রনায়ক হওয়া কিয়ামতের ফিতনাগুলোর অন্যতম একটি।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللّٰهُ بِكَلِمَةِ اَيَّامِ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّ فَارِسًا مَلَكُوْا اِبْنَةَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً -

আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় আল্লাহ আমাকে একটি বাণীর মাধ্যমে উপকৃত করেছেন, যা নবী করীম ﷺ বলেছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, ইরানীরা কিসরার মেয়েকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে নিয়েছে, তখন তিনি বলেছিলেন ঐ জাতি কখনো মুক্তি পাবে না যারা মহিলাদেরকে তাদের রাষ্ট্রনায়ক করে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতনা আল্লাতি তামুজু কা মাউজিল বাহার)

৩৪. গোমরাহ নেতাদের ফেতনা

৬০. কিয়ামতের পূর্বে এমন গোমরাহ ব্যক্তিবর্গ নেতৃত্ব নিবে যারা বড় বড় ফিতনা সৃষ্টি করবে।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَاَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ اِلَّا الْاَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ وَاِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِىْ اُمَّتِىْ لَايَرْفَعُ عَنْهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

সাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার উম্মতের বিষয়ে শুধু গোমরাহকারী নেতৃত্বের ভয় করছি, যদি তাদের ওপর তরবারী চালানো হয় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা উঠিয়ে নেয়া হবে না।

(আহমদ ও বায্যার, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ (৭/৪৫২) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১১৯৬৫)

৬১. এমন বিধর্মী ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রনায়ক হবে যারা মানব আকৃতিতে শয়তান হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (رضى) قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ كُنَّا بِشَرٍّ فَجَانَا اللّٰهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيْهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٍّ، قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذٰلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ : هَلْ وَرَاءُ ذٰلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ : كَيْفَ؟ قَالَ : تَكُوْنُ بَعْدِىْ اَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهُدَاىَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ لَوْبِهِمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِىْ جِثْمَانِ اُنَس قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ اِنْ اَدْرَكْتُ ذٰلِكَ، قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلْاَمِيْرِ وَاِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَاُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَاَطِعْ .

হুযাইফা ইবনে ইয়ামেন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমরা খারাপ অবস্থায় ছিলাম, অতপর আল্লাহ আমাদেরকে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছেন, এখন আমরা সে অবস্থায় আছি। এ ভালোর পরে কি আবার খারাপ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস

করলাম, ঐ খারাপের পর কি আবার ভালো আসবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ভালোর পর কি আবার খারাপ আসবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কীভাবে? তিনি বললেন : আমার পরে কিছু নেতা হবে যারা আমার নির্দেশিত পথ ও আমার সুন্নাত অবলম্বন করবে না। আমার পরে কিছু নেতা হবে যারা আমার নির্দেশিত পথ ও আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে না। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক থাকবে যাদের মানব দেহে শয়তানের অন্তর থাকবে। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি ঐ যুগ পাই তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি আমীরের অনুসরণ করবে ও তার কথা শুনবে যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয়, তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তুমি তারই কথা শুনবে এবং তারই অনুসরণ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাব ওজুব মুলাযামত জামা'আতুল মুসলিমীন ইন্দা যুহুরিল ফিতান।

নোট : অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমরা কি ঐ সমস্ত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে ততক্ষণ নয়। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাব ওজুব মুলাযামাত জামাআতুল মুসলিমীন ইন্দা যুহুরিল ফিতান)

৬২. কতিপয় রাষ্ট্রনায়ক হবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করবে।

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ (رضی) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَکُوْنُ فِیْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِیَاطٌ کَاَنَّهَا اَذْنَابُ الْبَقَرِ یَغْدُوْنَ فِیْ سَخَطِ اللّٰهِ وَیَرُوْحُوْنَ فِیْ غَضَبِهٖ ـ

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন শেষ যামানায় এ উম্মতের মাঝে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে, যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তারা আল্লাহ অসন্তুষ্টিতে সকাল ও সন্ধ্যা করবে। (আহমদ, হাকেম, তাবারানী, আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, খণ্ড ৪, হাদীস নং ১৮৯৩)

৬৩. মুসলমানদের ওপর এমন কিছু অজ্ঞ শাসক নিয়োজিত হবে যাদের কার্যক্রম মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ هُمْ شَرٌّ مِنَ الْمَجُوْسِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করে, তোমাদের ওপর এমন শাসক নিয়োজিত হবে, যারা অগ্নি পূজকদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। (তাবারানী, মাযমাউয্ যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৫, হাদীস নং ৯১৯৪)

৬৪. কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের ওপর এমন মুনাফেক শাসক নিয়োজিত হবে যাদের অন্তর মৃতদেহের দুর্গন্ধের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (رضى) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِىْ يَعِظُوْنَ بِالْحِكْمَةِ عَلٰى مَنَابِرِ فَاِذَا نَزَلُوْا اخْتَلَسَتْ مِنْهُمْ قُلُوْبُهُمْ اَنْتَنُ مِنَ الْجِيَفِ -

কা'ব ইবনে আজরা (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমার পরে তোমাদের এমন কিছু নেতা হবে, যারা (জনতার) মঞ্চে হিকমত পূর্ণ কথা বলবে, মঞ্চ থেকে নামার পর তাদের মধ্যে সে কথার বাস্তবতা থাকবে না, তাদের অন্তর লাশের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধময় হবে। (তাবারানী, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৫ হাদীস নং ৯১৯৪)

৬৫. কিয়ামতের আগে এমন কিছু বোকা লোক ক্ষমতাবান হবে যারা মানুষকে সুন্নাহ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য উৎসাহিত করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : اَعَاذَكَ اللّٰهُ يَا كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ مِنْ اِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا اِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ لَا يَقْتَدُوْنَ بِهَدَاىَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَاُولٰئِكَ لَيْسُوْا مِنِّىْ

وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوْنَ عَلَى حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ عَلَى كِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হে কা'ব ইবনে আজরা! আল্লাহ তোমাকে বোকা লোকদের শাসন থেকে হেফাজত করুক। সে বলল : বোকা লোকদের শাসন কি? তিনি বললেন : আমার পর এমন কিছু শাসক হবে, যারা আমার পদাংক অনুসরণ করবে না এবং আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে না, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে ধারণা করবে এবং তাদের অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে, তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয়, আর আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। তারা আমার হাউজের নিকট আসতে পারবে না। আর যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে জানবে না এবং তাদের অত্যাচার তাদেরকে সহযোগিতা করবে না তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

(হাকেম, কিতাবুল আতইমা, বাব লা ইয়াদখুলুল জান্না লাহমু বানা মিন সুহত, ৫/৭২৪৫)

৩৫. ইহুদী নাসারাদের অনুসরণের ফেতনা

৬৬. কাফেরদের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছপা হবে না।

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا تَتْرُكُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْأَوَّلِيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُ ـ

মুস্তাওরদ ইবনে সাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ উম্মত পূর্ববর্তীদের (কাফেরদের) কোন অভ্যাসই ছেড়ে দিবে না।

(তাবারানী, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, (৭/৫১৭) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২১০৭)

৬৭. কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানরা সকল বিষয়ে কাফেরদের অনুসরণ করতে থাকবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَأْخُذَ أُمَّتِىْ بِاَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَفَارِسٍ وَالرُّوْمِ فَقَالَ وَمَنَ النَّاسِ اِلَّا أُولٰئِكَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতরা, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ না করবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! রূম ও পারস্যবাসীদের ন্যায়? তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে আছে? (বুখারী, কিতাবুল ইতে'সাম বিল কিতাবি ওয়াস্‌সুন্না, বাব কাউলিন্নাবী ﷺ লাতাত্তবাউন্না সুন্নানা মান কানা কাবলাকুম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بَاعَ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِىْ حُجْرِ ضَبٍّ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيْهِ فِيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ ذَا؟

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ করবে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তারা কি ইহুদী নাসারারা? তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে আছে?

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান-বাবা ইফতেরাকুল উমাম-(২/৩২২৮)

৬৮. মুসলমান ইহুদী ও নাসারাদের কৃষ্টি কালচার ও উন্নতি অগ্রগতিতে এতটা উৎসাহিত হবে যে তারা যদি তাদের মায়ের সাথে ব্যভিচার করে তাহলে মুসলমানও মায়ের সাথে ব্যভিচার করে গৌরববোধ করবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ حَتّٰى لَوْ اِنَّ اَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ وَحَتّٰى لَوْ اِنَّ اَحَدَهُمْ جَامَعَ اُمَّهٗ لَفَعَلْتُمْ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করে, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে (কাফেরদেরকে) পদে পদে অনুসরণ করবে, এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের কেউ যদি তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে তোমরাও তা করবে।

(বাযযার, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খ: ৭ কিতাবুল ফিতান হাদীস নং ১২১০৫)

৩৬. ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার ফযিলত

৬৯. ফিতনার সময় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হবে।

عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ اَسْوَدَ (رضى) قَالَ اَيْمُ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جَنَبَ الْفِتَنَ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جَنَبَ الْفِتَنَ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جَنَبَ الْفِتَنَ وَلِنَ اِبْتَلٰى فَصَبَرَ فَوَاهًا ـ

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : সৌভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে মুক্ত থাকে। সৌভাগ্যবান তারাই যারা ফেতনা থেকে মুক্ত থাকে, সৌভাগ্যবান তারাই যারা ফিতনা থেকে মুক্ত থাকে। সৌভাগ্যবান সে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হল এবং ধৈর্য ধারণ করল।

(আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান বাব নাহিত আনিসসায়ী ফিল ফিতান)

৭০. ফিতনার সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকা রাসূলের পথে হিযরত করার সমতুল্য।

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) رَدَّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعِبَادَةُ فِى الْهَرَجِ كَهِجْرَةِ اِلَىَّ ـ

মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ফিতনার সময় ইবাদত করা, আমার পথে হিযরত করার সমতুল্য। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব ফিল হারাজ, ২/১৭৯২)

৭১. ফিতনার সময় ঈমানের ওপর অটল ব্যক্তির নেক আমলের সওয়াব পঞ্চাশ জন্য মু'মিন ব্যক্তির সমান হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ، اَلصَّبْرُ فِيْهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمَرِ لِلْعَامِلِ فِيْهَا اَجْرُ خَمْسِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ اَوْ خَمْسِيْنَ مِنَّا؟ قَالَ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের পরে আসবে ধৈর্য ধারণ করার দিন, আর তখন ধৈর্য করা এত কঠিন হবে যেমন আগুনের কয়লা হাতে রাখা কঠিন, ঐ সময়ে ধৈর্য ধারণকারী পঞ্চাশ ব্যক্তির সমান নেক পাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! পঞ্চাশ জনের সমান নেক কি তাদের মধ্য থেকে, না আমাদের মধ্য থেকে, তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে থেকে।

(বায্‌যার, মাজমূউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ৭, হাদীস নং ১২২১৬)

৩৭. ফিতনার সময় যা করণীয়

৭২. সালাত, রোযা ও দান খয়রাতসহ অন্যান্য নেক আমলকারী ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও ফেতনা থেকে নিরাপদে রাখে।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ والصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : সালাত, রোযা, দান, সৎকাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ মানুষকে পরিবার, সম্পদ, ব্যক্তিত্ব, সন্তান, প্রতিবেশীর ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্‌সায়া, বাব ফিল ফিতান আল্লাতি তামূজু মাউজিল বাহর)

৭৩. জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ ফিতনা থেকে নিরাপদে রাখবেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْزِلَ الرُّوْمَ بِالْاَعْمَاقِ اَوْ بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ اَهْلِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَاِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْامِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُوْلُ

المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتتحون قسطنطينية فبيناهم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاء والشام خرج الدجال ـ

আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না রূমী সৈন্যরা আ'মাক বা দাবেকে তাঁবু না ফেলবে। এরপর মদীনা থেকে একটি সৈন্যদল রূমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবে, তারা হবে জগতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যখন উভয়পক্ষ মুখোমুখী হবে তখন রূমীরা মুসলমানদেরকে বলবে : তোমরা সিরিয়ার সৈন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাও, তারা আমাদের নারী পুরুষদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে ছিল, অতএব আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব, মদীনার মুসলমানরা বলবে : আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সাথে একা ছেড়ে দিব না, তখন উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হবে এবং তাতে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে, আল্লাহ কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না, এক তৃতীয়াংশ সৈন্য মৃত্যুবরণ করবে, তারা আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, আর এক তৃতীয়াংশ বিজয় লাভ করবে এবং এ এক-তৃতীয়াংশ যোদ্ধা কখনো ফিতনায় পতিত হবে না। এ বিজয়ের পর মুসলমান সৈন্যরা ইস্তামবুল বিজয় করবে, তারা বিজয় লাভের পর স্বীয় তরবারী যাইতুন গাছে ঝুলিয়ে গনিমতের মাল বণ্টন করতে থাকবে, এমতাবস্থায় শুনতে পারে যে শয়তান চিল্লিয়ে বলছে যে, তোমাদের পরিবার পরিজনদের ওপর দাজ্জাল আক্রমণ করছে, তখন মুসলমানরা ইস্তামবুল ছেড়ে পলায়ন করবে, পরে তারা বুঝতে পারবে যে এ সংবাদ মিথ্যা সংবাদ ছিল, কিন্তু তারা সিরিয়া পৌঁছতে পৌঁছতে দাজ্জাল বের হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্‌সায়া)

৭৪. ফিতনার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ধৈর্য ও দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ عَفَّان (رضى) قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدِ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ دَخَلَ عَلٰى بَيْتِىْ وَبَسَطَ يَدَهٗ اِلَىَّ لِيَقْتُلَنِىْ؟ قَالَ كُنْ كَابْنِ اٰدَمَ.

ওসমান ইবনে আফফান (রা) সাক্ষী দিয়ে বলেন, অচিরেই বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় লিপ্ত হবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় লিপ্ত হবে, চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে কম ফেতনায় লিপ্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে চায় তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেন, আদমের সন্তানের আচরণ কর।

(তিরমিযী, আবওয়া বুল ফিতান, বাব মা যায়া আন্নাহু তাকুনু ফিতনাতুল কায়েদ ফিহা খাইরুম মিনাল কায়েম ২/১৭৯৫)

নোট : আদম (আ)-এর ছেলে হাবীল যাকে তার ভাই কাবীল হত্যা করেছিল, অথচ সে তার প্রতি উত্তর করে নি।

৭৫. ফিতনার সময় ঘরে আবদ্ধ থাকার নির্দেশ।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّهٗ قَالَ فِى الْفِتْنَةِ كَسِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا فِيْهَا اَوْتَارَكُمْ وَالْزَمُوْا فِيْهَا اَجْوَافَ بُيُوْتِكُمْ وَكُوْنُوْا كَابْنِ اٰدَمَ.

আবু মূসা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ফিতনার সময় স্বীয় কামান ভেঙ্গে ফেল এবং তার তারগুলো কেটে ফেল। আর তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর এবং তোমরা আদমের সন্তানের ন্যায় কর।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা যায়া ফি ইত্তিখাযিস্ সাইফ মিন খাসাব, ২/১৭৯৫)

৭৬. ফিতনার সময় নবী করীম (সা) চাষাবাদ ও পশুপালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنَ فِتْنَةُ الْقَاعِدِ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ اِلَيْهَا اَلَا فَاِذَا نَزَلَتْ اَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ اِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِاِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِاَرْضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتَ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ اِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا اَرْضٌ؟ قَالَ يَعْمَدُ اِلٰى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلٰى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتَ اِنْ اُكْرِهْتُ يَنْطَلِقَ بِىْ اِلٰى اَحَدِ الصَّفَّيْنِ اَوْ اَحَدِ الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِىْ رَجُلٌ بِسَيْفِهِ اَوْ يَجِئُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِىْ؟ قَالَ يَبُوْءُ بِاِثْمِهِ وَاِثْمِكَ وَيَكُوْنُ مِنَ اَصْحَابِ النَّارِ۔

আবু বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : অচিরেই ফিতনা হবে যখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামীর চেয়ে উত্তম হবে। সাবধান হও! যখন তা আসবে বা পতিত হবে তখন যার উট আছে সে যেন তার উটের সাথে চলে যায়, যার বকরী আছে সে যেন তার বকরীর সাথে চলে যায়। যার জমি আছে, সে যেন তার জমিনে চলে যায়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কারো যদি উট, বকরী, জমি না থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, সে স্বীয় তরবারী নিয়ে পাথর দিয়ে তা শানিত করে, সাধ্য অনুযায়ী ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে। হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি? তখন এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! (সা) যদি আমাকে জোরপূর্বক কোন একটি দলের বা কাতারের দিকে টেনে নেয়া হয় এবং কোন

ব্যক্তি তার তরবারী দিয়ে আমাকে হত্যা করে, বা কোন তীরের আঘাতে আমি নিহত হই, তাহলে এ বিষয়ে আপনি কি বলেন, তিনি বললেন : হত্যাকারী তোমার এবং তার পাপ নিয়ে জাহান্নামী হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুসসায়া)

৭৭. ফিতনার সময় স্বীয় দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ধন-সম্পদ নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعْفُ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অচিরেই এমন এক সময় আসবে, যখন বকরী মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। আর (মালিক) তা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বা বৃষ্টির স্থানে চলে যাবে, যাতে করে সে তার দ্বীন ও ঈমানকে ফেতনা থেকে হেফাজত করতে পারে।

(ইমনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আযালা, ২/৩২১৫)

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ فِتَنٌ عَلٰى اَبْوَابِهَا دُعَاةٌ اِلَى النَّارِ فَاِنْ تَمُوْتَ عَاضٍ عَلٰى جَذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكُمْ مَنْ اِنْ تَتَّبِعَ اَحَدًا مِنْهُمْ ـ

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কিছু ফিতনা হবে, যার দরজায় জাহান্নামের রাস্তায় আহ্বানকারীরা দাঁড়ানো থাকবে। সে সময় তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়ার চেয়ে তোমার জন্য উত্তম হবে যে, তুমি বৃক্ষে ও ছাল খেয়ে মারা যাবে।

(ইমনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আযালা.২৩২১৬)

৭৮. ফিতনার সময় যেখানেই আশ্রয় মিলবে সেখানে আশ্রয় নেয়ার জন্য চেষ্টা করার নির্দেশ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ

فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَا اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهٖ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে সময় বসে থাকা ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে, দাঁড়ানো ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে চলমান ব্যক্তির চেয়ে, চলমান ব্যক্তির ফেতনা হালকা হবে দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে। অতএব ঐ সময় যে ব্যক্তি কোন আশ্রয়স্থল পাবে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব তাকুনু ফিতনাতুল কায়েদ খাইরুম মিনাল কায়েম)

৭৯. কোন পাপ বা ফিতনাকে অন্তর দিয়ে খারাপ জানলেও ক্ষমার আশা করা যায়।

عَنِ الْعَرْسِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَمِلَتِ الْخَطِيْئَةَ فِى الْاَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا كَرِهَهَا كَانَ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا .

আরস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন দুনিয়ায় কোন পাপের কাজ হয় তখন, যে ব্যক্তি সেখানে হাজির থাকে এবং ঐ পাপকে ঘৃণা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, এ পাপ দেখেনি, আর যে ব্যক্তি ওখানে হাজির ছিল না; কিন্তু ঐ পাপকে সে পছন্দ করে, তাহলে সে যেন সেখানে হাজির ব্যক্তির ন্যায়। (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব আল আমর ওয়ান্নাহি, ৩/৩৬৫১)

৩৮. ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া

৮০. জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া করা উচিত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) : يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করি দাজ্জালের ফিতনা থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করি জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকে। হে আল্লাহ! আশ্রয় প্রার্থনা করি পাপাচার ও ঋণভার থেকে। (মুত্তাফাকুন আলাই, আল্লুলু ওয়াল মারজান, খ: ১ম, হাদীস নং ৩৪৫)

৮১. পৃথিবীর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া।

عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْبِهِنَّ وَيَقُوْلُهُنَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

সা'দ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের পিতা আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন, আর বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাগুলোর মাধ্যমে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি, কার্পণ্যতা থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি কাপুরুষতা থেকে। আশ্রয় প্রার্থনা করি বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে। দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (নাসায়ী, কিতাবুল ইস্তে আযা, বাব ইস্তেআযা মিনাল জুবন, ৩/৫০৩২)

৮২. অভাব ও সম্পদের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার দোয়া। কবর ও জাহান্নামের ফিতনা থেকে মুক্ত হওয়ার দোয়া।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا مَا يَدْعُوْا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশির ভাগ সময় একথাগুলোর মাধ্যমে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং কবরের ফিতনা ও কবরের

আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, দাজ্জালের ফিতনা ও সম্পদের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(নাসায়ী, কিতাবুল ইস্তেআযা, বাব আল ইস্তেআযা মিন ফিতনাতিল কাবর, ৩/৫০৪৯)

৮৩. ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফিতনা থেকে রক্ষার দোয়া।

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلَبَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَفْشُوا الْمَالَ وَيَكْثُرُ وَتَفْشُو التِّجَارَةَ وَيَظْهَرُ الْعِلْمُ وَيَبِيْعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلُ لاَ، حَتّٰى اَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِى فُلاَنٍ وَيَلْتَمِسُ فِى الْحَيِّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبَ فَلاَ يُوْجَدُ -

আমর ইবনে তাগলাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে সম্পদের আধিক্য, ব্যবসার প্রসার, ইলম উঠে যাওয়া, মানুষ কোন কিছু বিক্রি করে পরে তা অস্বীকার করে বলবে যে, না আমি তা বিক্রি করব না, আমি এ বিষয়ে ওমুক বংশের ব্যবসায়ীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসি, বিরাট এ জনবসতি পূর্ণ অঞ্চলে একজন লিখক খুঁজে পাওয়া যাবে না। (নাসায়ী, কিতাবুল বুয়ু, বাব আততিজারা, ৩/৪১৫০)

৩৯. রাসূল ﷺ-এর আগমন ও তাঁর মৃত্যু

৮৪. রাসূল ﷺ-এর আগমন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন।

عَنْ سَهْلٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهَا -

সাহাল (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি এবং কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, এ বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলী উঁচু করে একত্রিত করে দেখালেন।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক বাব কাউলিনন্নাবী ﷺ বুয়িস্তু আনা ওয়াসসায়া কাহাতাইন)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি ও কিয়ামত দুটি আঙ্গুলের মতো কাছাকাছি হয়ে প্রেরিত হয়েছি।
(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব কুরবুস সায়া)

৩৯. রাসূল ﷺ-এর আগমন ও তাঁর মৃত্যু

৮৪. রাসূল ﷺ-এর আগমন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন।

عَنْ سَهْلٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا -

সাহাল (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি এবং কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, এ বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলী উঁচু করে একত্রিত করে দেখালেন।
(বুখারী, কিতাবুর রিকাক বাব কাউলিনন্নাবী ﷺ বুয়িস্তু আনা ওয়াসসায়া কাহাতাইন)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَاوَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি ও কিয়ামত দুটি আঙ্গুলের মতো কাছাকাছি হয়ে প্রেরিত হয়েছি।
(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব কুরবুস সায়া)

৮৫. নবী করীম ﷺ-এর মৃত্যুও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِى (رضى) قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُوَ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِىْ خَبَاءٍ مِنْ اَدَمٍ فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْخَبَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ بِكُلِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِكُلِّكَ ثُمَّ قَالَ يَا عَوْفُ اِحْفَظْ خَلَالًا سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ اِحْدَاهُنَّ مَوْتِىْ -

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি, এ সময় তিনি তাবুকের যুদ্ধে চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন, আমি তাঁবুর বাহিরে খালী স্থানে বসলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আওফ ভিতরে যাও, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সবকিছু নিয়ে ভিতরে আসব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সব কিছু নিয়ে এসো। এরপর তিনি বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা মনে রাখবে, তন্মধ্যে আমার মৃত্যুও একটি নিদর্শন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান বাব আশরাতিস সায়া) ২/৩৩২৬৭)

৪০. চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া

৮৬. নবী-রাসূল ﷺ-এর যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামতের নিদর্শন।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার : আয়াত-১)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمْ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, তিনি যেন তাদেরকে কোন নিদর্শন দেখান। তখন তিনি (রাসূল ﷺ) তাদেরকে চন্দ্র বিদীর্ণ করে দেখালেন।

৪১. আলেমগণের মৃত্যু

৮৭. কিয়ামতের আগে প্রচুর পরিমাণ আলেম মৃত্যুবরণ করবে। ফলে মূর্খ ব্যক্তিবর্গ মুফতী সেজে জনগণকে গোমরাহ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ

عَالِمٌ اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسَئَلُوْا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের ইলম বান্দাদের নিকট থেকে থেকে ছিনিয়ে নিবেন না, তবে আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে দ্বীনের ইলম তুলে নিবেন, এমনকি যখন একজন আলেমও বাকি থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খ ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করবে। তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হবে, আর‍া অজ্ঞতা নিয়ে ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং জনগণকে গোমরাহ করবে।

(বুখারী, কিতাবুল ইলম বাব কাইফা ইয়াকবিজুল ইলম)

৪২. হঠাৎ মৃত্যু

৮৮. কিয়ামতের পূর্বে হঠাৎ মৃত্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِقْتِرَابِ السَّاعَةِ اَنْ يَرَى الْهِلَالَ قِبَلًا فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ وَاَنْ تَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ طُرُقًا وَاَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاةِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এক তারিখের চাঁদ দেখে বড় মনে হবে, জনগণ বলবে এটা দুদিনের চাঁদ, মসজিদগুলোকে রাস্তায় পরিণত করা হবে। (লোকেরা মসজিদে যাবে। কিন্তু সালাত আদায় করবে না। আর হঠাৎ মৃত্যুর পরিমাণ বাড়বে। (ত্বাবারানী, সহীহ আলজামে আসসাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আল বানী খণ্ড ৫, হাদীস নং ৫৭৭৫)

৪৩. দ্বীনি ইলমের প্রচার

৮৯. কিয়ামতের পূর্বে দ্বীনি ইলম এত প্রচারিত হবে যে, বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে।

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيْ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَبْلُغَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ مَابَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللّٰهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ هٰذَا الدِّيْنَ يَعِزُّ عَزِيْزًا وَيَذِلُّ ذَلِيْلَ عِزًّا يَعِزُّ اللّٰهُ بِهِ الْاِسْلَامَ وَاَهْلَهُ وَذُلًّا يَذِلُّ اللّٰهُ بِهِ الْكُفْرَ .

তামীম আদ্‌দারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন এ দ্বীন ঐ পর্যন্ত পৌছবে যেখানে রাতও দিনে পৌছে, আল্লাহ কোন মাটির ঘর বা তাঁবু এ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে বাকি রাখবেন না। এ দ্বীন সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান আরো বাড়বে, আর লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের লাঞ্ছনা আরো বাড়বে। আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে মুসলমানদের সম্মান বাড়িয়ে দেন, আর কুফরীর মাধ্যমে কাফেরদের লাঞ্ছনা বাড়িয়ে দেন।

(ত্ববারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৬ হাদীস নং ৯৮০৭)

৪৪. বরকত উঠে যাবে

৯০. কিয়ামতের পূর্বে বৃষ্টি বেশি হবে কিন্তু ঘাস উৎপাদন হবে না।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمْطُرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَّلَا تَنْبُتُ الْاَرْضُ شَيْئًا .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ব্যাপক বৃষ্টিপাত আরম্ভ হবে, আর জমিনে কোন কিছু উৎপন্ন হবে না।

(আহমদ, বায্‌যার, আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়ে, কিতাবুল ফিতান, বাব ফি ইমারতিসসায়া, ৭/৬৩৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَتِ السَّنَةُ بِاَنْ لَا تَمْطُرُوْا وَلٰكِنَّ السَّنَةَ اَنْ تَمْطُرُوْا وَتَمْطُرُوْا وَلَا تُنْبِتُ شَيْئًا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বৃষ্টি না হওয়া দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্ভিক্ষ হল অধিক পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ কিন্তু কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সায়া)

৪৫. সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া

৯১. কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে সময় তত দ্রুত অতিক্রম করবে বছর মাসের সমান, মাস সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ এক দিনের ন্যায় এবং এক দিন এক ঘন্টার ন্যায় মনে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيَلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيْم هُوَ؟ قَالَ اَلْقَتْلُ اَلْقَتْلُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে সময় অতি দ্রুত অতিক্রম করবে, মানুষ আমল কম করবে, কৃপণতা বাড়বে, ফেতনা প্রকাশ পাবে, হারাজ বাড়বে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! হারাজ কি? তিনি বললেন, হতাহত।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব জুহুরিল ফিতান।)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ فَتَكُنِ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَيَكُوْنَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُوْنُ اَلْيَوْم كَالسَّاعَةِ وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَاِحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ الْخَوْصَةِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সময় দ্রুত অতিক্রম না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, বছর মাসের ন্যায় মনে হবে, মাস (জুমা) সপ্তাহের ন্যায় মনে হবে, সপ্তাহ এক দিনের ন্যায় মনে হবে, এক দিন এক ঘণ্টার ন্যায় মনে হবে। এক ঘন্টা খেজুরের ডালের শুকনো পাতা জ্বালার ন্যায় অতিক্রম করবে।

(ইবনে হিব্বান খালেদ বিন নাসের আল-গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ১, হাদীস নং ৬৭)

৪৬. আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হওয়া

৯২. আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيُفِيْضُ حَتّٰى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدْ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتّٰى تَعُوْدَ اَرْض الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সম্পদের আধিক্য হবে এবং কোন ব্যক্তি তার যাকাত নিয়ে বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার ন্যায় কোন লোক পাবে না এবং আরব ভূমি ঝর্ণা ও সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, বাব তারগিব ফি সাকাদা কাবলা আন লা ইয়ুযাদ মান ইয়াকবালুহা)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَعُوْدَ اَرْضَ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ ضَلاَلَ الطَّرِيْقِ وَحَتّٰى يَكْثُرَ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْقَتْلُ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আরব ভূমি সবুজ ঘাস ও ঝর্ণায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এমনকি কোন আরোহী ইরাক থেকে নির্বিঘ্নে মক্কায়

পৌঁছে যাবে, অথচ তার কোন ভয় থাকবে না, তবে শুধু রাস্তা হারানোর ভয় থাকবে। আর হারাজ বাড়বে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হারাজ কি হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, হত্যাহত।

(আহমদ, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, হাদীস নং ১২৪৭৪)

৪৭. চতুষ্পদ জন্তু ও জড়পদার্থের আলাপচারিতা

৯৩. কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে মাটি থেকে এক প্রাণী বের হয়ে মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًّا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اَوِ الدُّخَانِ اَوِ الدَّجَّالِ اَوْ دَابَّةِ خَاصَّةِ اَحَدِكُمْ اَوْ اَمْرَ الْعَامَّةِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছয়টি নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে নেক আমল অধিক পরিমাণে কর, ১. সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া। ২. ধোঁয়া বের হওয়া, ৩. দাজ্জালের আগমন, ৪. মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া, ৫. ব্যক্তির ওপর কোন আযাব আসা, ৬. ব্যাপকভাবে কোন আযাব আসা।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব বাকিয়াতু মিন আহাদিসিল দাজ্জাল)

৯৪. ঈসা (আ) এসে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় পাথর ও বৃক্ষ কথা বলবে যে হে আল্লাহর বান্দা আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে তাকে হত্যা কর।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى يَخْتَبِىَ الْيَهُوْدَ مِنْ وَّرَاءِ الْحَجَرِ اَوِ الشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ خَلْفِىْ فَتَعَالْ فَاقْتُلْهُ اِلَّا الْغَرْقَدَ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, মুসলমান ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে এবং সেখানে মুসলমানরা ইহুদীদেরকে হত্যা করবে, এমনকি কোন ইহুদী যদি কোন পাথর বা গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে পাথর বা গাছ বলতে থাকবে যে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে আস তাকে হত্যা কর। তিনি বললেন, তবে গারকাদ নামক গাছ তা বলবে না। কেননা এটা ইহুদীদের পক্ষাবলম্বকারী গাছ।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া)

৯৫. নবী করীম ﷺ-এর যামানায় একটি গরু তার ওপর ভারী বোঝা বহন করায় অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা বিশ্বাস করলেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً لَهُ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ اِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ : اِنِّىْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا وَلٰكِنِّىْ اِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا اَبَقَرَةٌ تُكَلِّمُ فَقَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهٖ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি তার গরুর ওপর বোঝা নিয়ে চলতেছিল, গরুটি তার দিকে তাকিয়ে বলল : আমি এজন্য সৃষ্টি হইনি; বরং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের জন্য। জনগণ আশ্চর্য ও ভীত হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ গরু কথা বলছে! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এ কথাটি সত্য বলে বিশ্বাস করি (এতে আমি আশ্চর্য হই না) এবং আবু বকর ও ওমরও তা বিশ্বাস করে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ফাযায়েল আবু বকর সিদ্দীক)

৯৬. কিয়ামতের পূর্বে চতুষ্পদ জন্তু ও জড়পদার্থও কথা বলবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رَضِى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْاِنْسَ وَحَتّٰى

يُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةَ سَوْطِهِ وَشِرَاكَ نَعْلِهِ وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না চতুষ্পদ জন্তু মানুষের সাথে কথা বলবে, মানুষের হাতের লাঠি তার সাথে কথা না বলবে, মানুষের জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাযায় ফি কালামিসসইসবা, ২/১৭৭২)

৪৮. নারীর আধিক্য ও পুরুষের স্বল্পতা

৯৭. কিয়ামতের পূর্বে নারীর এত আধিক্য হবে যে চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে।

عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে যে মানুষ স্বর্ণ দান করার জন্য বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কোন মানুষ পাবে না। আর এক একজন পুরুষের অধীনে চল্লিশ জন করে নারী থাকবে, আর তা হবে পুরুষের স্বল্পতা ও নারীর আধিক্যের কারণে। (মুসলিম, কিতাবুয যাকা, বাব তারগিব ফি সাদাকা কাবলা আন লা ইউযাদ মান ইয়াকবালহা)

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمَ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمَرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمِ الْوَاحِدِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে একটি দ্বীনি ইলম উঠে যাওয়া, মূর্খতা বেড়ে যাওয়া, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করা, মদ পান ব্যাপক হওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া ও নারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, এমন কি একজন পুরুষের অধিনে পঞ্চাশ জন নারী থাকবে। (বুখারী, কিতাবুল নিকাহ, বাব ইউকিল্লুর রিজাল ওয়াইয়ুকসিরু নিসা)

নোট : নারীর এ আধিক্য যুদ্ধের কারণে হবে, সেখানে পুরুষরা মারা যাবে আর নারীরা বেঁচে থাকবে। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)

৪৯. ভূমি ধস ও আকৃতির পরিবর্তন এবং বর্ষণ

৯৮. কিয়ামতের পূর্বে ভূমি ধস ও সৃষ্টির পরিবর্তন এবং আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ হবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسَفٌ وَمَسَخٌ وَقَذَفٌ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنُهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا ظَهَرَتِ الْخَبْثُ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ উম্মতের শেষ যামানায় ভূমি ধস, আকৃতির পরিবর্তন এবং পাথর বর্ষণ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন অশ্লীলতা বাড়বে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব ফি ফিল খাসফ, ২/১৭৭৬)

৯৯. কোন কোন আবাস ভূমি এমনভাবে ধসিয়ে দেয়া হবে যে সেখানে একজন মানুষও জীবিত থাকবে না।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَحَارِ الْعَبْدِىْ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْسِفَ بِقَبَائِلِ فَيُقَالَ مَنْ بَقِىَ مِنْ بَنِىْ فُلَانٍ.

আবদুর রহমান ইবনে সাহারী আল আবদী (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কোন কোন বংশকে এমনভাবে ধসিয়ে দেয়া হবে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করবে অমুক বংশের কোন লোক বেঁচে আছে কি? (আহমদ, খালেদ ইবনে নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ঃ ১, হাদীস নং ১৯০)

১০০. শেষ যামানায় উম্মতে মুহাম্মদীর কিছু সংখ্যক লোক হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করার কারণে তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করা হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيْتَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ اَشَرٍّ بُطْرٍ وَلُعَبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَالْقَيِّنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَاَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمِ الْحَرِيْرِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক ফখর, অহংকার, খেলা-ধুলায় রাত অতিক্রম করবে; কিন্তু সকালে তারা শুকর ও বানরে পরিণত হয়ে যাবে। হারামকে হালাল করার কারণে, গান-বাদ্য ব্যাপকতা লাভ, মদ পান, সুদ খাওয়া, রেশমী পোশাক পরার কারণে। (আহমদ, খালেদ বিন নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড ঃ১, হাদীস নং ২০০)

১০১. গান বাজনা ও মদ পানের কারণে এ উম্মতের মধ্যে ধস ও পাথর বর্ষণ হবে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَمَسَخٌ قِيْلَ وَمَتٰى ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَلْ اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيِّنَاتُ وَاسْتَحَلَّتِ الْخَمْرُ -

সাহাল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ যামানায় ভূমি ধস, আকৃতির পরিবর্তন ও আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তা কখন হবে? তিনি বললেন : যখন গান-বাজনা বাড়বে ও মদ পানকে হালাল মনে করা হবে।

(ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, (৮/২০) কিতাবুল ফিতান, খণ্ড ৮। হাদীস নং১২৫৮৯)

১০২. কিয়ামতের পূর্বে বসরার মানুষ সন্ধ্যার সময় ঠিকভাবে রাত্রিযাপনের জন্য বিছানায় যাবে, কিন্তু সকালে তারা শুকর ও বানরে পরিণত হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ يَا اَنَسُ اِنَّ النَّاسَ يَمْصُرُوْنَا مِصَارًا وَاِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهٗ : اَلْبَصْرَةُ اَوِ الْبُصَيْرَةُ فَاِنْ اَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا اَوْ دَخَلْتَهَا فَاِيَّاكَ وَسَبَاخَهَا وَكَلَاءَهَا وَسُوْقَهَا وَبَابَ اُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيْهَا فَاِنَّهٗ يَكُوْنُ بِهَا خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَرَجَفٌ وَقَوْمٌ يَبِيْتُوْنَ يُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তাকে বলেছেন, হে আনাস! জনগণ বিভিন্ন শহরে বসবাস করবে, আর তার মধ্যে একটি শহরের নাম হবে বাসরা বা বাসিরা, যদি তুমি ঐ শহরে যাও, তাহলে বাসাখ ও কালা নামক স্থানে গমন করবে না, ঐ অঞ্চলের বাজারেও যাবে না, ঐ অঞ্চলের রাজা বাদশাদের বাড়ির সামনেও যাবে না। বরং ঐ অঞ্চলের জঙ্গলে চলে যাবে, কেননা ঐ শহরে ধস, পাথর বৃষ্টি বর্ষণ ও ভূমিকম্প হবে। জনগণ রাতে ঠিকভাবে বিছানায় যাবে আর সকালে বানর ও শুকর হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি যিকরিল বাসরা, ৩/৩৬১৯)

১০৩. ভূমি ধসে পাপীদের সাথে সৎ ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করবে তবে সৎ ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَسَافَدُوْا فِى الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা রাস্তায় গাধার ন্যায় ব্যভিচার না করবে। (বায্যার, ত্বাবারনী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, (৭,৩৪০) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৪৫২)

৫০. অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হওয়া

১০৪. কিয়ামতের পূর্বে অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দ্বীনি ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, ভূমিকম্পের পরিমাণ বাড়বে, সময় সংকীর্ণ হয়ে আসবে, ফিতনা বাড়বে, হারাজ ব্যাপকতা লাভ করবে, আর তাহল হতাহত এমনকি তোমাদের সম্পদ অধিক হবে। (বুখারী, কিতাবুল ইস্তেসকা, বাব মা কিলা যালাযেল)

১০৫. কিয়ামতের পূর্বে বসরা নগরীতে অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ يَا اَنَسُ اِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُوْنَا مِصَارًا وَاِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهٗ : اَلْبَصْرَةُ اَوِ الْبُصَيْرَةُ فَاِنْ اَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا اَوْ دَخَلْتَهَا فَاِيَّاكَ وَسَبَاخَهَا وَكَلاَءَهَا وَسُوْقَهَا وَبَابَ اُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيْهَا فَاِنَّهٗ يَكُوْنُ بِهَا خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَرَجَفٌ وَقَوْمٌ يَبِيْتُوْنَ يُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তাকে বলেছেন, হে আনাস! জনগণ বিভিন্ন শহরে বসবাস করবে, আর তার মধ্যে একটি শহরের নাম হবে বাসরা বা বাসিরা, যদি তুমি ঐ শহরে যাও, তাহলে বাসাখ ও কালা নামক স্থানে গমন করবে না, ঐ অঞ্চলের বাজারেও যাবে না, ঐ অঞ্চলের রাজা বাদশাদের বাড়ির সামনেও যাবে না। বরং ঐ অঞ্চলের জঙ্গলে চলে যাবে, কেননা ঐ শহরে ধস, পাথর বৃষ্টি বর্ষণ ও ভূমিকম্প হবে। জনগণ রাতে ঠিকভাবে বিছানায় যাবে আর সকালে বানর ও শুকর হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি যিকরিল বাসরা, ৩/৩৬১৯)

৫১. ফোরাতের তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠা

১০৬. ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে যা হাসিল করতে গিয়ে ৯৯% মানুষ নিহত হবে।

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضى) قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَحْسُرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَاِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوْا اِلَيْهِ فَيَقُوْلُ مِنْ عِنْدِهِ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَاْخُذُوْنَ مِنْهُ لَيَذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهٖ فَيَقْتَتِلُوْنَ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَّ تِسْعُوْنَ -

উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : অচিরেই ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে, জনগণ যখন এ সংবাদ শুনতে পাবে, তখন তা অর্জনের জন্য সে দিকে ছুটবে, ঐ সময় যারা ফোরাতের তীরে অবস্থান করবে, তারা বলবে আমরা যদি জনগণকে সুযোগ দেই, তাহলে তারা সমগ্র পাহাড় নিয়ে চলে যাবে। তখন সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে এবং ৯৯ ভালো লোক নিহত হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব আশরাতুস্ সায়া)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتَ اَنْ يَحْسُرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বলেছেন, অচিরেই ফোরাতের তীরে স্বর্ণের ভাণ্ডার ভেসে উঠবে, অতএব যারা তখন সেখানে অবস্থান করবে, তারা যেন তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব খুরুজিন্নার)

৫২. মু'মিনগণের অপরিচিত হওয়া

১০৭. কিয়ামতের পূর্বে মুমিনগণ সমাজে একাকী হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَءَ الْاِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَءَ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলাম অপরিচিতভাবে আরম্ভ হয়েছিল, আবার তা অপরিচিতির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আন্নাল ইসলামা বাদায়া গারিবান)

নোট : অপরিচিত অর্থাৎ অল্প বা সাধারণ ব্যক্তিবর্গের মাঝে ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছিল।

৫৩. ঈমান হারামাইন শরীফাইনে প্রত্যাবর্তন করা

১০৮. কিয়ামতের পূর্বে ঈমান শুধু মক্কা ও মদীনায়ই অবস্থান করবে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الْاِسْلاَمَ بَدَءَ غَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَءَ وَهُوَ يَاْرُزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَاْرُزُ الْحَيَّةُ فِىْ حُجْرِهَا ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইসলাম অপরিচিতভাবে আরম্ভ হয়েছিল, আবার তা অপরিচিতির দিকে প্রত্যাবর্তন, আর তা অবস্থান নিবে দুই মসজিদের মাঝে, (হারামাইন শরীফাইন) যেমন সাপ তার গর্তে আশ্রয় নেয়। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আন্নাল ইসলামা বাদায়া গারিবান ওয়া সাঈয়াউদু গারিবা)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয়ই ঈমান মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে, যেমন সাপ তার গুহায় প্রত্যাবর্তন করে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আন্নাল ইসলামা বাদায়া গারিবান ওয়া সাঈয়াউদু গারিবা)

৫৪. যুদ্ধ-লড়াই

১০৯. রাসূল ﷺ ভবিষ্যত বাণী দিয়েছেন যে, মুসলমানরা আরব উপদ্বীপ ইরান পারস্য ও রুম বিজয় করবে এর পর তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে আর সেখানেও তারা বিজয় লাভ করবে।

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ فَارِسُ فَيَفْتَحُهَا فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ ـ

নাফে ইবনে উতবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা আরব উপদ্বীপে লড়াই করবে, সেখানে আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, অতঃপর পারস্যে লড়াই করবে সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, এরপর তোমরা রুমের সাথে লড়াই করবে সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। এরপর তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে সেখানেও আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ مَاتَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهٗ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهٗ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিসরা (ইরানের বাদশা) মারা গেছে, এরপর আর কোন কিসরা আসবে না, আর যখন কায়সার (রূমের বাদশা) মৃত্যুবরণ করবে, এরপরও আর কায়সার আসবে না। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা এ উভয় দেশের ধন-ভাণ্ডারগুলো আল্লাহর পথে খরচ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সায়া)

১১০. কিয়ামতের পূর্বে বাইতুল মাকদাস ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হবে এরপর তুরস্ক বিজয় হবে এর পর পরই দাজ্জালের আগমন ঘটবে (এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمُلْحَمَةِ وَخُرُوْجُ الْمُلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ وَفَتْحُ قُسْطَنْطِيْنِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهٖ عَلٰى فَخِذِهِ الَّذِىْ حَدَّثَهٗ اَوْ مَنْكِبَهٗ ثُمَّ قَالَ هٰذَا لَحَقٌّ كَمَا اِنَّكَ هَاهُنَا اَوْ كَمَا اِنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِىْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ -

মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বাইতুল মাকদাস আবাদ হওয়া মদীনা অনাবাদীর কারণ, আর মদীনা অনাবাদী হওয়ায় যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হবে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কুসতুনতুনিয়া (ইস্তামবুল) বিজয় হবে, ইস্তামবুল বিজয়ের পর দাজ্জালের আগমন ঘটবে। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাত মু'আয (রা)-এর রানে বা কাঁধে মারলেন আর বললেন, একথা এত সত্য যেমন এখন এখানে তোমার উপস্থিতি সত্য বা যেমন এখানে তোমার বসা সত্য।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি ইমারতিল মালাহেম)

১১১. কোন এক যুদ্ধে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা মিলে তাদের সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এতে তারা বিজয়ী হবে বিজয়ের পর খ্রিস্টানরা তাদের ক্রুসেডের আকীদায় অন্ধত্বের ফলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে এবং পরে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হবে এতে সমস্ত মুসলমান শাহাদাত বরণ করবে।

عَنْ ذِيْ مَخْبَرٍ (رضى) رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا اٰمِنًا فَتَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَ تُسْلِمُوْنَ ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِيْ تَلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ ـ

যি মাখবার (রা) নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিল, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেন, তোমরা রূমের (খ্রিস্টানদের) সাথে সন্ধি চুক্তি করবে এবং তোমরা উভয় মিলে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর সেখানে তোমাদের বিজয় হবে, গণীমতের মাল অর্জন করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। এরপর তোমরা এ পাহাড়ী এলাকায় তাঁবু ফেলবে, সেখানে এক খ্রিস্টান ক্রুস উত্তোলন করে বলবে : ক্রুসেডের বিজয় হয়েছে, একথা শুনে মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাগান্বিত হবে এবং ঐ খ্রিস্টানকে প্রহার করবে। এতে রোমবাসীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অন্যান্য খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করবে, আর মুসলমানরা একাকী হয়ে যাবে এবং সেখানে তারা শাহাদাতবরণ করবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব মা ইউজকারু মিন মালাহেমির রূম)

عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ (رضى) بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيَثُوْرُ الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى اَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ فَيَقْتَتِلُوْنَ فَيُكْرِمُ اللّٰهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ ـ

হাস্‌সান ইবনে আতিয়্যা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপই তবে সেখানে আরো অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, (খ্রিস্টানরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পর যখন দ্রুত করার জন্য স্বীয় মতাবলম্বীদেরকে একত্রিত করবে, সে সময় মুসলমানরা দ্রুত তাদের হাতিয়ার প্রস্তুত করবে এবং খ্রিস্টানদের সাথে লড়াই করবে এতে আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাত দিবেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব মা ইয়াকুনু মিল মালাহেমির রূম, ৩/৩৬০৮)

১১২. খ্রিস্টানরা এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য একত্রিত করবে।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِىَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُوْنَ بِكُمْ فَيَسِيْرُوْنَ اِلَيْكُمْ فِىْ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا .

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : এরপর তোমাদের মাঝেও হলুদ বর্ণবাদীদের সাথে (রূমবাসীদের) সন্ধি হবে, রূমবাসীরা তোমাদের সাথে গাদ্দারী করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে ৮০টি পতাকা (রাষ্ট্র) সৈন্য নিয়ে আসবে, প্রত্যেক পতাকাতলে ১২ হাজার লোক থাকবে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব আশরাতুস্‌সায়া, ২/৩২৬৭)

১১৩. সিরিয়ার আ'মাক বা দাবেক নামক স্থানে রূমীয় খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের লড়াই হবে এবং এতে মুসলমানরা বিজয়ী হবে এ যুদ্ধের পর ইস্তামবুল (তুর্কী) বিজয় হবে এরপরই দাজ্জাল গমন কর।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْاَعْمَاقِ اَوْ بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ اَهْلِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَاِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوْا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا وَاللّٰهِ لَا نُخَلِّىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا

فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَايَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ وَيَفْتَحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُوْنَ اَبَدًا فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ فَبَيْنَاهُمْ يَقْسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنَ اِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ اِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فَيَخْرُجُوْنَ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ فَاِذَا جَاءَ وَالشَّامُ خَرَجَ الدَّجَّالُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না রুমী সৈন্যরা আ'মাক বা দাবেকে তাঁবু না ফেলবে। এরপর মদীনা থেকে একটি সৈন্যদল রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবে, তারা হবে জগতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখী হবে তখন রুমীরা মুসলমানদেরকে বলবে : তোমরা সিরিয়ার সৈন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাও, তারা আমাদের নারী পুরুষদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে ছিল। অতএব আমরা শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করব, মদীনার মুসলমানরা বলবে : আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সাথে একা ছেড়ে দিব না, তখন উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হবে এবং তাতে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে, আল্লাহ্ কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না, এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য মৃত্যুবরণ করবে, তারা আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, আর এক তৃতীয়াংশ বিজয় লাভ করবে এবং এ এক-তৃতীয়াংশ যোদ্ধা কখনো ফিতনায় পতিত হবে না। এ বিজয়ের পর মুসলমান সৈন্যরা ইস্তাম্বুল বিজয় করবে, তারা বিজয় লাভের পর স্বীয় তরবারী যাইতুন গাছে ঝুলিয়ে গনিমতের মাল বন্টন করতে থাকবে, এমতাবস্থায় শুনতে পারে যে শয়তান চিল্লিয়ে বলছে যে, তোমাদের পরিবার পরিজনদের ওপর দাজ্জাল আক্রমণ করছে, তখন মুসলমানরা ইস্তাম্বুল ছেড়ে পলায়ন করবে, পরে তারা বুঝতে পারবে যে এ সংবাদ মিথ্যা সংবাদ ছিল, কিন্তু তারা সিরিয়া পৌঁছতে পৌঁছতে দাজ্জাল বের হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া)

১১৪. ইস্তামবুল শহর বিনা রক্তপাতে তাকবীর ধ্বনীতে বিজয় লাভ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٍ مِنْهَا فِى الْبِرِّ وَجَانِبٍ مِنْهَا فِى الْبَحْرِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَغْزُوْهَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنْ بَنِىْ اِسْحَاقَ فَاِذَا جَاؤُهَا نَزَلُوْا فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْمٍ قَالُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبَيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ الثَّانِيَةَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَفْرُجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَيَغْنِمُوْا فَيَغْنِمُوْا فَبَيْنَاهُمْ يَقْسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ اِذَا جَاءَ هُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ اِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি শহরের কথা শুনেছ, যার এক প্রান্তে স্থল, আর অপর প্রান্তে সমুদ্র? সাহাবায়ে কেরাম বলল : হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা চিনি, (ইস্তামবুল)। তিনি বললেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না বনি ইসহাকের সত্তর হাজার লোক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তারা এসে তাঁবু ফেলবে কিন্তু কোন হাতিয়ার দিয়ে যুদ্ধ করবে না, বরং তারা বলবে : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, তাতে শহরের বাউন্ডারির এক অংশ পড়ে যাবে, অতপর দ্বিতীয় বার যখন বলবে : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, তখন অপর প্রান্তের দেয়াল পড়ে যাবে, এরপর তৃতীয়বার যখন তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলবে, তখন মুসলমানদের জন্য শহরের সমস্ত পথ খুলে যাবে। আর তারা শহরে প্রবেশ করবে এবং গনীমতের মাল অর্জন করবে, যখন তারা গনীমতের মাল বণ্টন করতে থাকবে তখন হঠাৎ এটি আওয়াজ শ্রবণ করবে "দাজ্জাল এসে গেছে" তখন মুসলমানরা সব কিছু রেখে দিয়ে ঐ দিকে ছুটে চলবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া)

১১৫. দাজ্জাল আসার পূর্বে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে চার দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলবে প্রথম তিনদিন মুসলমানদের পরাজয় ও খ্রিস্টানদের বিজয় হবে চতুর্থ দিন আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দিবেন এবং খ্রিস্টানদের পরাজয় হবে। এ যুদ্ধ এত রক্তক্ষয়ী হবে যে এ জাতীয় যুদ্ধ ইতোপূর্বে কেউ কোন দিন দেখেনি এতে ৯৯ ভাগ লোক মৃত্যুবরণ করবে। এ যুদ্ধের পর পরই দাজ্জাল আসবে যার সংবাদ আনার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে দশ জন লোক ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ اِنَّ السَّاعَةَ لَا يُقْسِمُ مِيْرَاثٌ وَّلَا يَفْرَحُ بِغَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَنَحَاهَا نَحْوَ الشَّامِ فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُوْنَ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ اَهْلُ الْاِسْلَامِ قُلْتُ اَلرُّوْمُ تَعْنِىْ قَالَ نَعَمْ؟ قَالَ وَيَكُوْنُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالُ رَدَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُوْا اِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيْئُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرِ غَالِبَةٍ فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَمَسُّوْا فَيَفِئُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كَلٌّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةَ فَاِذَا يَوْمَ الرَّابِعِ نَهَدِ اِلَيْهِمْ بَقِيَّةَ اَهْلِ الْاِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللّٰهُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُوْنَ مَقْتَلَةً اَمَّا قَالَ لَا يَرٰى مِثْلَهَا وَاَمَّا قَالَ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا حَتّٰى اِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجِثْمَانِهِمْ فَمَا يَخْلِفُهُمْ حَتّٰى يُخَرَّمَيْتًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْاَبِ كَانُوْا مِائَةً فَلَا يَجِدُوْنَهُ بَقِىَ مِنْهُمْ اِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِاَيِّ غَنِيْمَةٍ يَفْرَحُ اَوْ اَىُّ مِيْرَاثٌ يَقَاسِمُ فَبَيْنَهُمْ كَذَالِكَ اِذْ سَمِعُوْا بِبَاسٍ هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكُمْ

فَجَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ اِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِيْ ذِرَارِيْهِمْ فَيَرْفُضُوْنَ مَا فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَيَقْبَلُوْنَ فَيَبْعَثُوْنَ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْرِفُ اَسْمَاءَهُمْ وَاَسْمَاءَ اٰبَائِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسٍ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ اَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسٍ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন হবে, না কারো গণীমতের মাল অর্জনের কোন আগ্রহ থাকবে। (যুদ্ধগুলোতে এত লোক মৃত্যুবরণ করবে যে উত্তরাধিকারী সম্পদ বা গণীমতের মাল নেয়ার মতো কেউ থাকবে না) এর পর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নিজ হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, খ্রিস্টানরা এদিকে রূমের দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, শত্রু বলতে কি খ্রিস্টানরা? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলল : হ্যাঁ। তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হবে, মুসলমানদের একটি দল শাহাদাত না হয় বিজয় এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হবে এবং তাদের উভয় পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হবে, এমন কি রাত হয়ে যাবে তখন উভয় পক্ষ হার জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সমস্ত সৈন্য মৃত্যুবরণ করবে, পরের দিন মুসলমানদের আরেকটি দল শাহাদাত না হয় বিজয়, এ প্রতিশ্রুতি বের হবে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে; কিন্তু রাত হয়ে যাবে, তখন উভয় পক্ষ হার-জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয় দলটিরও সমস্ত সৈন্য মৃত্যুবরণ করবে, তৃতীয় দিন মুসলমানদের আরো একটি দলকে যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণ করবে, যারা শহাদাত না হয় বিজয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বের হবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকতে পারে। উভয় পক্ষ হার-জিত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে। মুসলমানদের তৃতীয় দলটিরও সমস্ত সৈন্য নিহত হবে, চতুর্থ দিন মুসলমানদের বাকি সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, ঐ দিন আল্লাহ মুসলমানদেরকে কাফেরদের ওপর বিজয়ী করবেন।

ঐ দিন এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি, আর না এরপরে দেখতে পাবে। মৃতের সংখ্যা এত অধিক হবে যে, কোন পাখি লাশের

ওপর দিয়ে উড়তে শুরু করলে উড়তে উড়তে সে মৃত্যুবরণ করবে; কিন্তু লাশ শেষ হবে না। এ লোকের একশ ছেলে থাকলে তাদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে থাকবে, অর্থাৎ ৯৯ ভাগ লোক মৃত্যুবরণ করবে। এমতাবস্থায় গণীমতের মাল কার মাঝে বন্টন করা হবে, আর কেউ বা উত্তরাধিকারী সম্পদের ভাগ নিবে? এমনি মূহর্তে মুসলমানরা এ বিপদের চেয়েও আরো বড় বিপদের সংবাদ পাবে, যে তাদের পরিবার পরিজনদের মাঝে দাজ্জাল চলে এসেছে। একথা শুনামাত্র তারা তাদের নিকট যা কিছু ছিল সব রেখে সেদিকে চলে যাবে। দশ জন আরোহীকে সংবাদ নেয়ার জন্য প্রেরণ করা হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ঐ দশ জন এবং তাদের ঘোড়া ও তাদের পিতার নাম ও তাদের ঘোড়ার রং ও জানি তারা তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আরোহী হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, ওয়া আশরাতিস্‌সায়া)

১১৬. ছোট চোখ লাল চেহারা মোটা ও চেপ্টা নাক বিশিষ্ট তুরকীদের সাথে মুসলমানরা সংগ্রাম করবে। পশমী জুতা ও পশমী পোশাক পরিহিতদের সাথেও মুসলমানরা লড়াই করবে।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاَنُوْفِ كَاَنَ وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانَ الْمُطَرَّقَةَ وَلَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা ছোট চোখ, লাল চেহারা মোটা ও চেপ্টা না, আর চেহারা চামড়ার ঢালের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট লোকদের সাথে যুদ্ধ করবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা পশমী জুতা পরিহিতদের সাথে যুদ্ধ না করবে।

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব কিতালুত্তুরক)

১১৭. তুর্কী ও হাবসীদের সাথে যুদ্ধ শুরু না করার নির্দেশ।

عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ قَالَ دَعُوْا الْحَبْشَةَ مَا وَ دَعُوْكُمْ وَاتْرُكُوْا التُّرْكَ مَا تَرَكُوْكُمْ ـ

নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : হাবসাবাসীদেরকে ছেড়ে দাও (তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে না) যতক্ষণ তা তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে এবং তুর্কীদেরকেও ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদেরকে ছেড়ে দেয় (তাদের সাথেও যুদ্ধ শুরু করবে না)। (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব ফি নাহি আন তাহিজি তুরক ওয়াল হাবাসা, ৩/৩৬১৬)

১১৮. কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত বড় বড় লড়াইগুলোতে দামেশকের এক ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحَمُ بَعَثَ اللّٰهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِى (مِنْ دَمِشْقَ) هُمْ اَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرْسًا وَاَجْوَدَهُ سِلَاحًا يُؤَيِّدُ اللّٰهُ بِهِمُ الدِّيْنَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হবে, তখন দামেশক থেকে এক অনারব ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যে সর্বাগ্রে ঘোড়ায় আরোহণ করবে, আর তার সাথে থাকবে অত্যাধুনিক হাতিয়ার, আল্লাহ্ তার মাধ্যমে স্বীয় দ্বীনের কাজ করাবেন। (ইবনে মাজাহ, হাকেম, আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদিস সহীহা, খণ্ড ৬, হাদীস নং ২৭৭৭)

৫৫. মাহদীর আগমন

১১৯. কিয়ামতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের এক ব্যক্তি আরবদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَذْهَبِ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ وَاسْمِىْ .

আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আরবদের বাদশা আমার বংশের এক ব্যক্তি হবে, আর তার নাম ও আমার নামের অনুরূপ হবে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা যায়া ফিল মাহদী, ২/১৮১৮)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ـ

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাহদী আমার বংশ এবং ফাতেমা (রা)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান, বাব মাহদী, ৩/৩৬০৩)

১২০. ইমাম মাহদীর নাম হবে মোহাম্মদ পিতার নাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতার নামের অনুরূপ হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمًا قَالَ زَائِدَةٌ لِطَوْلِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الْيَوْمُ حَتّٰى يَبْعَثَ رَجُلاً مِنِّىْ اَوْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهٗ اِسْمِىْ وَاِسْمُ اَبِيْهِ اِسْمُ اَبِىْ ـ

আব্দুল্লাহ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামত হতে যদি এক দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আল্লাহ ঐ দিনটিকে দীর্ঘ করবেন যে, সেখানে আমার বংশ থেকে এ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনায়ক করবেন, তার নাম আমার নামের অনুরূপ হবে, আর তার পিতার নাম আমার পিতার নামের অনুরূপ হবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান, বাব মাহদী, ৩/৩৬০১)

১২১. ক্ষমতাশীল খলিফার মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচন নিয়ে মতভেদ হবে। শেষে ইমাম মাহদী (মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ)-এর হাতে বাইআতের বিষয়ে জনগণ একমত হবে। মসজিদুল হারামে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝে লোকেরা তার হাতে বাই'আত করবে। ইমাম মাহদীর বাইআতকে ষড়যন্ত্র মনে করে তা প্রতিহত করার জন্য আগত সেনাদল বাইদা নামক স্থানে ধসে যাবে। ইমাম মাহদীর এ কারামত দেখে ইরাক ও সিরিয়ার বড় বড় ওলামায়ে কেরাম দলে দলে ইমাম সাহেবের হাতে বাই'আতের জন্য মক্কায় পৌঁছতে আরম্ভ করবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ فَيَأْتِىْ

مَكَّةَ فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَيَجْهَزُ اِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ خَسَفَ بِهِمْ فَاٰتِيْهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَاَبْدَالُ الشَّامِ ـ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ক্ষমতাশীল খলিফার মৃত্যুর পর, খলিফা নির্বাচনে জনগণের মধ্যে মতভেদ শুরু হবে, এমতাবস্থায় হাশেমী বংশ থেকে এক লোক বের হয়ে মক্কায় আসবে, লোকেরা তাকে তার ঘর থেকে বের করে তাকে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝে নিয়ে এসে, তার হাতে বাইআত করবে, সিরিয়া থেকে একদল সৈন্য মক্কা আক্রমণের জন্য আসবে, তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছার পর তাদেরকে ধসিয়ে দেয়া হবে। এরপর ইরাক ও সিরিয়া থেকে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ইমাম মাহদীর হাতে বাই'আত গ্রহণের জন্য আসতে থাকবে।

(ত্বাবারানী, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, কিতাবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফিল মাহদী, ৭/১২৩৯৯)

১২২. প্রথমে তার অনুসারী ও হাতিয়ার কম থাকবে এবং তারা কারো সাথে লড়াই করার মতো শক্তি পাবে না; কিন্তু আল্লাহ শত্রুদেরকে ধসের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করবেন।

عَنْ حَفْصَةَ (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَعُوْذُ بِهٰذَا الْبَيْتِ يَعْنِى الْكَعْبَةَ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنْعَةٌ وَّلَا عَدَدَ وَّلَا عِدَّةَ يَبْعَثُ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خَسَفَ بِهِمْ ـ

হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কাবায় এমন কিছু লোক আশ্রয় গ্রহণ করবে, যাদের হাতে শত্রুর মোকাবেলা করার মতো কোন কিছু থাকবে না, তাদের সংখ্যাও কম হবে, আর তাদের হাতিয়ারও থাকবে কম, একটি সেনাদল তাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য বাইদা নামক স্থানে পৌঁছলে, সেখানে তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া)

১২৩. বাইদা নামক স্থানে ধসে যাওয়া সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন বেঁচে যাবে সে ফিরে এসে সরকারকে এ খবর দিবে।

عَنْ حَفْصَةَ (رضى) اَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيُؤْمَنَّ هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يَخْسَفُ بِاَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِىْ اَوَّلُهُمْ اٰخِرَهُمْ ثُمَّ يَخْسَفُ بِهِمْ فَلاَ يَبْقٰى اِلاَّ الشَّرِيْدَ الَّذِىْ يُخْبِرُ عَنْهُمْ ـ

হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : একটি সৈন্যদল বাইতুল্লায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যখন বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তাদের সামনের লোকেরা মাটিতে ধসে যাবে, তখন অগ্রবর্তী জনগণ পিছনের ব্যক্তিগণকে আহ্বান করবে, যেন তারা তাদেরকে সাহায্য করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই জমিনে ধসে যাবে। তবে তাদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে থাকবে, সে ফিরে এসে অন্যদেরকে খবর দিবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া)

১২৪. ইমাম মাহদীর খেলাফত এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ড এক রাতের মধ্যে চালু হয়ে যাবে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَهْدِىُّ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ ـ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাহদী আমার বংশ থেকে আসবে, আল্লাহ এক রাতে তার খেলাফতের ব্যবস্থা করে দিবেন।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতান বাব খুরুজুল মাহদী, ২/৩৩০০)

১২৫. ইমাম মাহদী সাত বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। ইমাম মাহদী প্রশস্ত কপাল ও উঁচু নাক বিশিষ্ট হবে। ইমাম মাহদী তার শাসনামলে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَهْدِىُّ مِنِّىْ اَجْلَى الْجَبْهَةِ اَقْنَى الْاَنْفِ يَمْلَاُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাহদী আমার বংশের, তার কপাল প্রশস্ত হবে, নাক উঁচু হবে, সে দুনিয়ায় ন্যায়পরায়ণতা এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, যেমন তা যুলুম ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ ছিল। সে সাত বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান, বাব মাহদী, ৩/৩৬০৪)

১২৬. ইমাম মাহদীর সময় ধন-সম্পদ এত অধিক পরিমাণে হবে যে সে সাধারণ মানুষের মাঝে বেহিসাব ধন-সম্পদ বণ্টিত করবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ যামানায় এমন এক খলিফা হবে যে, বে-হিসাব সম্পদ বণ্টন করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া)

১২৭. ইমাম মাহদী ফজরের সালাতে ইমামতি আরম্ভ করবে এমতাবস্থায় ঈসা (আ) আকাশ থেকে এসে ইমাম মাহদীর ইমামতিতে সালাত আদায় করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ(رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ لَا اَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْاُمَّةَ .

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যখন ঈসা (আ) আকাশ থেকে নেমে আসবেন, তখন মুসলমানদের আমীর ঈসা (আ)-কে বলবে : আপনি আমাদের ইমামতি করুন, তিনি বলবেন : না তোমরাই তোমাদের ইমামতি কর। আর এটাই হল এ উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সম্মান।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব বায়ান নুযুল ঈসা ইবনে মারইয়াম)

নোট : ঈসা (আ) নবী করীম ﷺ-এর উম্মত হয়ে আসা উম্মত মুহাম্মাদীর জন্য এটা বড় সম্মান।

১২৮. ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে দুটি দুর্বল হাদীস।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ خُرَسَانِ رَايَاتٌ سُوْد فَلاَ يَرُدُّهَا شَئٌ حَتّٰى تَنْصُبَ بِاِيْلِيَاءِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খোরাসান থেকে কাল পতাকাবাহী লোক বের হবে, আর এ পতাকা বাইতুল মাকদাসে উড়ানো থেকে কেউ তাদেরকে বিরত রাখতে পারবে না।

(তিরমিযী, বাব তাফাবুতিল আ'মাল)

নোট : নাসিরুদ্দীন আলবানী এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

(নাসিরুদ্দীন আলবানী লিখিত তিরমিযী হাদীস নং ৩৫৯।

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءِ الزُّبَيْدِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ النَّاسُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوْطِئُوْنَ لِلْمَهْدِىِّ ـ

হারেস ইবনে যুযআয যুবাইদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ব দিক থেকে কিছু সংখ্যক লোক বের হবে এবং মাহদীর শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করবে। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতান বাব খুরুজুল মাহদী)

নোট : নাসীরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, যয়ীফ সুনান ইবনে মাযাহ, হাদীস নং ৮৮৯। ড: বাশ্‌শার আওয়াদ ও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, তোহফাতুল আশরাফ হাদীস নং ৪/৩০৭)

৫৬. মাসীহ দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ

১২৯. কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدِ الْغِفَارِىْ (رضى) قَالَ اطَّلَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَاتَذْكُرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَالَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشَرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسٰى بْنِ

مَرْيَمَ وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسَفَ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفَ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفَ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخَرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ ـ

হুযাইফা ইবনে উসাইদ আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আলাপরত ছিলাম এমন সময় নবী করীম ﷺ এসে বললেন, তোমরা কি বলছিলে? সাহাবাগণ বলল : আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করতে ছিলাম। তিনি বললেন : কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, তোমরা নিম্নোক্ত দশটি নিদর্শন দেখতে পাবে। তার উল্লেখ করে তিনি বললেন : ১. ধোঁয়া। ২. দাজ্জাল। ৩. দাব্বাতুল আরদ (পৃথিবীর প্রাণী)। ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়। ৫. ঈসা (আ)-এর আগমন। ৬. ইয়া'জুজ মা'জুজের আগমন ৭. পূর্ব দিকে একটি ভূমি ধস। ৮. পশ্চিম দিকে একটি ভূমি ধস। ৯. আরব ভূমিতে ভূমি ধস। ১০. সর্বশেষ ইয়ামেন থেকে আগুন জ্বলে তা জনগণকে শহরের মাঠের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব ফিল আয়াত আল্লাতী তাকুনু কাবলাস্সায়া)

১৩০. দাজ্জাল সর্বপ্রথম ইরানের খোরাসান থেকে বের হবে।

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضى) قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَسَانَ يَتْبَعُهُ اَقْوَامٌ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ ـ

আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : দাজ্জাল পূর্বদিকের একটি স্থান থেকে প্রকাশ হবে, ঐ স্থানটিকে বলা হবে খোরাসান, চামড়ার ঢালের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট লোকেরা তার অনুসরণ করবে। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুদাজ্জাল ওয়া খুরুজু ঈসা ইবনে মারইয়াম, ২/৩২৯১)

১৩১. দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এমন সময়ে হবে যখন জনগণ তার বিষয়ে একেবারেই গাফেল হয়ে যাবে।

عَنْ صَعْبِ بْنِ جُثَامَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتّٰى يَجْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَحَتّٰى تَتْرُكَ الْاَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ۔

সা'দ ইবনে জুসামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : দাজ্জাল ঐ সময় আসবে যখন জনগণ তার বিষয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে, এমন কি ইমামরাও মসজিদগুলোতে তার ব্যাপারে আলোচনা করার কথা ভুলে যাবে। (আহমদ, ইবনে সা'দ (রা) খালেদ ইবনে নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড : ১, হাদীস নং ২২৯)

১৩২. দাজ্জাল কোন বিষয়ে রাগান্বিত হওয়ার কারণে তার আগমন ঘটবে।

عَنْ حَفْصَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ۔

হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাজ্জালের মানুষের সামনে আসার কারণ হবে : কোন বিষয়ে সে রাগ করা।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ)

৫৭. দাজ্জাল যেখানে

১৩৩. ভারত মহাসাগরের কোন অপরিচিত দ্বীপে সে শিকলাবদ্ধ আছে।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اِنَّهُ حَبَسَنِىْ حَدِيْثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيْهِ تَمِيْمُ الدَّارِىْ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِىْ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَاِذَا اَنَا بِامْرَاَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا اَنْتِ؟ قَالَتْ اَنَا

الْجَسَاسَةُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْقَصْرَ فَاَتَيْتُهُ فَاِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلَ فِى الْاَغْلَالِ يَنْزُوْ فِيْمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ اَنَا الدَّجَّالُ خَرَجَ النَّبِىُّ الْاُمِيْنُ بَعْدُ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَطَاعُوْهُ اَمْ عَصَوْهُ؟ قُلْتُ بَلْ اَطَاعُوْهُ قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ .

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার সালাতে বিলম্ব করে আসলেন এবং বললেন, আমাকে তামীম দারীর একথাগুলো আটকিয়ে দিয়েছিল, সে বলতে ছিল যে, সে নাকি কোন সমুদ্রের কোন দ্বীপে পৌছে গিয়েছিল, সেখানে তার সাথে এক নারীর সাক্ষাত হল, নারী তার চুল টানতে ছিল, নারীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? সে জবাবে বলল : দাজ্জালের গুপ্তচর, তুমি এদিকে আস, আমি ঐ ঘরে চলে গেলাম ওখানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তার চুল টানতে ছিল এবং সে শিকলে আবদ্ধ ছিল, আকাশ ও জমিনের মাঝে উঠানামা করছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? সে বলল : আমি দাজ্জাল, এরপর দাজ্জাল জিজ্ঞেস করল উম্মী নবীর আগমন ঘটেছে? আমি তার জবাবে বললাম : হ্যাঁ, সে জিজ্ঞেস করল জনগণ কি তার অনুসরণ করেছে না নাফরমানী করেছে? আমি বললাম : না অনুসরণ করেছে। দাজ্জাল বলল : এটা তাদের জন্য উত্তম। (আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান, বাব ফি খাবরি জাসানা, ২/৩৬৩৬)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا اَنَّهُ فِى بَحْرِ الشَّامِ اَوْ بَحْرِ الشَّامِ اَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَاهُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَ اَوْمَاَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَشْرِقِ .

ফাতেমা বিনতে কাইস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সতর্ক হও, দাজ্জাল সিরিয়া বা ইয়ামেনের সুমদ্রে অবস্থান করছে, (এর পর বলল) না বরং পূর্বদিকে অবস্থান করছে, সে পূর্বদিকে অবস্থান করছে, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করলেন।

(মুসলিম, কিতাবুল মালাহেম, বাব কিসসাতুল জাসাসা)

৫৮. যে দাজ্জাল

১৩৪. মদীনার ইহুদী বংশধর "সাফ" দাজ্জাল যে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছে। সাফের উপনাম ইবনে সাইয়াদ বা ইবনে সায়েদ।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ لِىْ اِبْنِ صَائِدَ فَاَخَذَتْنِىْ مِنْهُ ذُمَامَةً هٰذَا عَذَرَةِ النَّاسُ مَالِىْ وَلَكُمْ يَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَلَمْ يَقُلْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ يَهُوْدِىٌّ وَقَدْ حَجَجْتُ قَالَ فَمَا زَالَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يَاْخُذَنِىْ قَوْلُهُ قَالَ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ الْاٰنَ حَيْثُ هُوَ اَعْرِفُ اَبَاهُ اُمَّهُ قَالَ وَقِيْلَ لَهُ اَلَيْسَ اِنَّكَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَىَّ مَا كَرِهْتُ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবনে সায়েদ আমাকে কিছু কথা বলল : যে কারণে আমার লজ্জা লেগেছে, সে বলল : যে আমি আমার ব্যাপারে লোকদেরকে বলেছি যে, আমি দাজ্জাল নই; কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাহাবাগণ! তোমরা কি আমার বিষয়ে জান না, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে বলেনি, যে দাজ্জাল ইহুদী হবে কিন্তু আমি তো মুসলমান, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, দাজ্জালের সন্তান থাকবে না, আমার সন্তান আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের জন্য মক্কায় প্রবেশ হারাম আমি তো হজ্জ করেছি। সে এমন কথা বলছিল আমি প্রায় তা বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম, কিন্তু সাথে সাথেই সে বলল : আল্লাহর কসম! আমি ভালো করে জানি যে এ সময় দাজ্জাল কোথায় আছে, তার পিতা-মাতাকেও আমি চিনি। জনগণ ইবনে সায়েদকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি পছন্দ কর যে, তুমি দাজ্জাল, সে বলল : যদি আমাকে বানানো হয় তাহলে আমি তো অপছন্দ করব না।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান আশরাতুস্সায়া, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيْهِمْ اِبْنُ صَيَّادٍ فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ اِبْنُ صَيَّادٍ فَكَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ كَرِهَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَرِبَتْ يَدَاكَ اَتَشْهَدُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا بَلْ تَشْهَدُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ (رضى) ذَرْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنْ يَكُنِ الَّذِيْ تَرٰى فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ قَتْلَهُ .

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি বাচ্চাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, আর তাদের মধ্যে ইবনে সাইয়াদও ছিল। সকল বাচ্চা চলে গেল : কিন্তু ইবনে সাইয়াদ বসেছিল, রাসূল ﷺ বিষয়টি ভালো চোখে দেখলেন না, তিনি বললেন, তোমার হাত ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল : না, এরপর ইবনে সাইয়াদ বলল : তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল : না, এরপর ইবনে সাইয়াদ বলতে লাগল তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? ওমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সে ঐ ব্যক্তি হয় যার বিষয়ে তুমি সন্দেহ করছ, (দাজ্জাল) তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি সে অন্য কেউ হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া, বাব যিকর ইবন সাইয়াদ)

নোট : উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইবনে সাইয়াদ ঐ দাজ্জাল যাকে ফেরেশতাগণ কোন দ্বীপে আটকিয়ে রেখেছেন, কিয়ামতের পূর্বে সে আত্মপ্রকাশ করবে। যদিও সে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেছে এবং মক্কায় হজ্জ করেছে : কিন্তু পরে সে ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছে, যখন সে ফেতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসবে তখন মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যা পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

৫৯. দাজ্জালের আকৃতি

১৩৫. দাজ্জালের এক চোখ অন্ধ হবে আর তার মাথার চুল থাকবে কোঁকড়ানো, সে লাল বর্ণের ও তার দেহ হবে মোটা।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطُفُ اَوْ يُهْرَاقُ رَاْسَهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا اِبْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَانَ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বা ঘর তাওয়াফ করছি, হঠাৎ করে দেখতে পেলাম একজন কালো বর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, চুলগুলো সোজা, তার চুল দিয়ে পানি ঝরছিল মনে হচ্ছিল যেন এখনই গোসল করে এসেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কে? তারা বলল : ঈসা (আ)। এরপর আমি অন্য দিকে তাকিয়ে একজন লাল বর্ণের মোটা লোক দেখতে পেলাম, যার মাথার চুলগুলো ছিল কোঁকড়ানো, চোখ অন্ধ, দেখে মনে হচ্ছিল কোন ফুলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কে? তারা বলল : দাজ্জাল।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল)

১৩৬. দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝে কাফের লেখা থাকবে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا بُعِثَ نَبِىٌّ اِلَّا اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلَا اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ বলেছেন, এমন কোন নবী আসে নাই যে, তার উম্মতদেরকে মিথ্যা অন্ধ থেকে সতর্ক

করেনি, সাবধান সে অন্ধ : কিন্তু তোমাদের পালনকর্তা অন্ধ নয়। আর দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝে লেখা থাকবে কাফের।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব যিকর দাজ্জাল)

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالُ اَعْوَرُ عَيْنُ جَفَالِ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ -

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাজ্জালের বাম চোখ অন্ধ হবে, তার মাথায় অনেক চুল থাকবে, তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে, হুশিয়ার তার জাহান্নাম জান্নাত হবে, আর তার জান্নাত জাহান্নাম হবে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া খুরুজু ঈসা ইবনে মারইয়াম)

৬০. দাজ্জালের ফিতনা

১৩৭. দাজ্জালের নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে মূলত তার জাহান্নাম হবে জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহান্নাম।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرُكُمْ عَنْ حَدِيْثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِلِىْ قَوْمَهُ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّهُ يَجِىْ مَعَهُ مِثْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارُ فَالَّتِىْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে এমন কথা বলব না, যা ইতোপূর্বে কোন নবী তাঁর উম্মতদেরকে বলেনি, আর তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে, আর সে তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে আসবে, তবে তার জান্নাত হবে জাহান্নাম আর জাহান্নাম হবে জান্নাত। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান আশরাতুস্সায়া, বাব যিকর দাজ্জাল)

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِى الدَّجَّالِ اِنَّ مَعَهُ مَاءً اَوْ نَارًا بَارِدٌ وَمَائُهُ نَارٌ فَلاَ تَهْلِكُوْا -

হুযাইফা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে বলেছেন, তার সাথে পানি এবং আগুন থাকবে, মূলতঃ তার আগুন হবে ঠাণ্ডা আর তার পানি হবে আগুন। হুশিয়ার নিজে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করবে না। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান আশরাতুস্‌সায়া, বাব যিকর দাজ্জাল)

১৩৮. দাজ্জালের নিকট পানি থাকবে যা মূলত আগুন হবে আর তার সাথে আগুন থাকবে যা মূলত মিষ্টি পানি হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَاِنَّ مَعَهُ مَاءٌ وَنَارٌ فَاَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءٌ فَنَارٌ تَحْرُقُ وَاَمَّا الَّذِىْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذَبَ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَمَنْ اَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرَاهُ نَارٌ فَاِنَّهُ عَذْبٌ طَيِّبٌ ـ

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাজ্জাল যখন গমন কর তখন তার সাথে পানি এবং আগুন থাকবে, জনগণ যা পানি মনে করবে মূলত তা হবে আগুন, আর জনগণ যা আগুন মনে করবে তা হবে ঠাণ্ডা ও সুমিষ্টি পানি। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা পাবে তার উচিত আগুনে প্রবেশ করা। কেননা তা হবে সুমিষ্টি ও পবিত্র পানি।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান আশরাতুস্‌সায়া, বাব যিকর দাজ্জাল)

১৩৯. দাজ্জালের নির্দেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে মাটি থেকে ঘাস ও ফসল উৎপন্ন চতুষ্পদ প্রাণীরা পূর্বের চেয়ে অধিক দুধ দিবে।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رضى) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا اَسْرَاعَهُ فِى الْاَرْضِ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحِ فَيَاْتِىْ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهٗ فَيَاْمُرُ السَّمَاءَ فَتَمْطُرُ وَالْاَرْضُ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطْوَلُ مَا كَانَتْ ذَرِىْ وَاَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَاْتِى الْقَوْمَ

فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَيْئٌ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ـ

নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ায় তার ভ্রমণ কত দ্রুত হবে? তিনি বললেন, ঐ মেঘের ন্যায় যাকে পিছন থেকে বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। সে এক অঞ্চলে এসে এলাকাবাসীকে তার প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিবে, তারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার কথা শুনবে, তখন সে আকাশকে নির্দেশ দিবে তখন বৃষ্টি হতে থাকবে। মাটিকে আদেশ করবে তখন মাটি থেকে ফল ও ফসল উৎপন্ন হতে শুরু করবে। সন্ধ্যার সময় জনগণ তাদের চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, প্রাণীদের চুটি পূর্বের চেয়ে উঁচু মনে হবে, স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে, রান মোটা হবে, এরপর সে অন্য অঞ্চলে যাবে তাদেরকে ও তার প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিবে : কিন্তু তারা তার দাওয়াত গ্রহণ করবে না, তখন দাজ্জাল সেখানে থেকে অন্যত্র চলে যাবে, আর তাদের ওপর তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তাদের নিকট তাদের সম্পদের কিছুই থাকবে না। দাজ্জাল কোন মরুভূমিতে চলে যাবে এবং জমিনকে নির্দেশ দিবে যে, তুমি তোমার ভাণ্ডারগুলো খুলে দাও। তখন যমিন এমনভাবে তার ভাণ্ডারগুলো খুলে দিবে যে, যেমন মৌচাকে মাছিরা বড় মাছির নিকট জমাট বেঁধে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান আশরাতুসসায়া বাব যিকর দাজ্জাল)

১৪০. দাজ্জালের আগমনের পর কারো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা তার কোন কাজে আসবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ اِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ ـ

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিনটি বিষয় প্রকাশ পাওয়ার পর যে ইতিপূর্বে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন সে ঈমান আনলে, তাদের কোন কাজে আসবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া। দাজ্জালের আগমন, দাব্বাতুল আরদ্ব (মাটি থেকে প্রাণীর আগমন।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান আয্যমান আল্লাযি লা ইয়াকবালু ফিহি ল ঈমান)

৬১. দাজ্জালের কঠিন ফিতনা

১৪১. আদম (আ) থেকে নিয়ে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় আর কোন ফিতনা হবে না।

عَنْ هِشَامِ ابْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ اَكْبَرَ مِنَ الدَّجَّالِ -

হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে, দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় আর কোন ফিতনা হবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া বাব বাকিয়া মিন আহাদিস আদ্দাজ্জাল)

১৪২. দাজ্জালের ফিতনার ভয়ে আশেয়া (রা) কান্নাকাটি করতে ছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرْتِ الدَّجَّالُ تَبَكَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنْ يَخْرُجْ وَاَنَا فِيْكُمْ كَفَيْتُمُوْهُ وَاِنْ يَخْرُجْ بَعْدِىْ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : একদা আমার নিকট আসলেন, আমি তখন কাঁদতে ছিলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছ? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ দাজ্জালের কথা স্মরণ হল, তাই আমি কাঁদছি। তিনি বললেন, যদি আমার বর্তমানে দাজ্জাল আসে, তাহলে তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমিই তার জন্য যথেষ্ট হব; কিন্তু

যদি সে আমার ..রে আগমন করে তাহলে জেনে রাখ তোমাদের প্রতিপালক অন্ধ নয়। (আহমদ, মাজমাউযযায়েদ (৭/৬৫৬) কিতাবুল ফিতান, বাব মা যায়া ফি দ্দাজ্জাল হাদীস নং ১২৫১২)

১৪৩. দাজ্জালের যামানা যারা পাবে তাদেরকে তার সামনা সামনি হওয়া থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْاعَنْهُ فَوَاللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَاْتِيْهِ وَهُوَ يَحْسَبُ اَنَّهُ مِمَّنْ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ اَوْلَمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমন প্রসঙ্গে অবগত হবে, সে যেন তার সামনে আসা থেকে দূরে থাকে, আল্লাহর কসম! যখন কোন ব্যক্তি তার সামনে আসবে সে ধারণা করবে যে, সে ঈমানদার ব্যক্তি, তাকে যে সব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা দেখে জনগণ তার কথা মানতে আরম্ভ করবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম বাব খুরুজুদ্দাজ্জাল, ২/৩৬২৯)

১৪৪. দাজ্জালের ফেতনার ভয়ে মুসলমানরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ (رضى) اَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِى الْجِبَالِ قَالَتْ اُمُّ شَرِيْكٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ هُمْ قَلِيْلٌ.

উম্মু সুরাইক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জনগণ দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মু সুরাইক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ ঐ দিন আরব মুসলমানরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : তারা সেদিন সংখ্যায় কম হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব কিসসাতুল জাসাসা)

১৪৫. দাজ্জালের ফিতনা এত প্রসার লাভ করবে যে মক্কা ও মদীনা ছাড়া দুনিয়ার আর কোন শহর তার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে না।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَأُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ اَنْقَابِهَا اِلَّا عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةَ ثَلَاثَ رَجْفَاتٍ يَخْرُجُ اِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল প্রকাশ হবে না, ফেরেশতাগণ মক্কা ও মদীনার রাস্তাগুলোতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং উভয় শহর হেফাজত করবে। দাজ্জাল মদীনার নিকটে পৌঁছলে মদীনায় তিন বার ভূমিকম্প না হবে, এতে মদীনার মুনাফিক ও কাফেররা সেখানে থেকে বের হবে দাজ্জালের নিকট চলে আসবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব কিস্সাতুল জাসাসা)

৬২. দাজ্জালের ফিতনার সময়সীমা

১৪৬. আমাদের দিন রাতের হিসেবে দাজ্জালের ফিতনার সময়সীমা হবে একশ বছর দুই মাস দুই সপ্তাহ।

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ر(رضى) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَقَالَ يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْاَرْضِ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ اَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلٰوةُ يَوْمٍ قَالَ لَا؟ اُقْدُرُوْا لَهٗ قَدْرَهٗ.

নাওয়াস ইবনে সামআ'ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহর বান্দা স্থির থাকা আমি বললাম : দাজ্জাল কত দিন দুনিয়ায় অবস্থান করবে? তিনি বললেন : চল্লিশ দিন, যার মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের ন্যায় হবে, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান হবে, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। এর পর ৩৭ দিন তোমাদের স্বাভাবিক দিন ও রাতের ন্যায় হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ প্রথম দিন যা এক বছরের সমান হবে, সে সময় কি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন : না, নিজেদের দিন রাত অনুমান করে সালাত আদায় করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব জিকর দাজ্জাল)

৬৩. দাজ্জালের অনুসারী

১৪৭. ইরানের ইস্পাহান শহরের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ اِصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইরানের ইস্পাহান শহরের সত্তর হাজার ইহুদী কাল চাদর পরিহিত অবস্থায় দাজ্জালের সাথী হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া বাব যিকর দাজ্জাল)

১৪৮. মোটা ও প্রশস্ত চেহারা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ দাজ্জালের প্রতি ঈমান আনবে।

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضى) قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَسَانُ يَتْبَعُهُ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ .

আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দাজ্জাল পূর্ব দিকের এক স্থান থেকে গমন করবে, স্থানটির নাম খোরাসান, এক দল লোক তার অনুসরণ করবে, যাদের চেহারা হবে চামড়ার ঢালের ন্যায় মোটা ও প্রশস্ত।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মা যায়া মিন আইনা ইয়াখরুজু দাজ্জাল, ২/১৮২৪)

১৪৯. কাফের ও মুনাফিকরাও দাজ্জালের অনুসরণ করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَاهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نُقْبٌ مِنْ اَنْقَابِهَا اِلَّا عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةَ ثَلَاثَ رَجْفَاتٍ يَخْرُجُ اِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল প্রকাশ হবে না, ফেরেশতাগণ মক্কা ও মদীনার রাস্তাগুলোতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং উভয় শহর হেফাজত করবে। দাজ্জাল মদীনার নিকটে পৌঁছলে মদীনায় তিন বার ভূমিকম্প না হবে, এতে মদীনার মুনাফিক ও কাফেররা সেখানে থেকে বের হবে দাজ্জালের নিকট চলে আসবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব কিস্‌সাতুল জাসাসা)

৬৪. দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৫০. আকাশ থেকে আসার পর ঈসা (আ) মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে দাজ্জাল ও তার বাহিনীর সাথে মৃত্যুবরণ করবে তাতে মুসলমানদের বিজয় হবে আর দাজ্জাল ঈসা (আ)-এর হাতে লুদ' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করবে।

عَنْ سَمْعَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِى دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاطَا رَاْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ اِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন আল্লাহ মাসিহ ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন, তখন তিনি দামেশকের পূর্ব দিকে মসজিদের সাদা মিনারার নিকট নিজের দু'হাত দু'ফেরেশতার কাঁধে রেখে আসবেন, যখন ঈসা (আ) তাঁর মাথা নাড়বেন, তখন তার মাথা থেকে পানি পড়বে, যখন তিনি তাঁর মাথা উঠাবেন তখন চাঁদির মুক্তির ন্যায় সাদা সাদা বিন্দু তাঁর মাথায় চমকাবে, তাঁর নিঃশ্বাস যে কাফেরের দেহে পড়বে তারা মৃত্যুবরণ করবে। ঈসা (আ)-এর নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া ততদূর পর্যন্ত থাকবে যতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পড়বে। আকাশ থেকে আগমনের পর ঈসা (আ) দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে তিনি হত্যা করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল)

১৫১. দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানরা গাওতা' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করবে।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) قَالَ اِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ اِلَى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ.

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাজ্জালের সাথে লড়াই করার জন্য মুসলমানরা দামেশকের নিকটবর্তী গাওতা নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করবে, তার দামেশক সিরিয়ার নগরীগুলোর মধ্যে উত্তম নগরী। (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব ফিল মা'কাল মিনাল মালাহেম, ৩/৩৬১১)

১৫২. ঈসা (আ) নিজে দাজ্জালকে নিজ তীর দিয়ে হত্যা করবেন।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَاَمَّهُمْ فَاِذَا رَاٰهُ عَدُوُّ اللّٰهِ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَ نْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهٖ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِىْ حَرْبَتِهٖ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ঈসা (আ) আসার পর মুসলমানদের সালাতে ইমামতি করবেন এরপর যখন আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল ঈসা (আ)-কে দেখবে, তখন সে এমনভাবে মিশে যেতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে মিশে যায়, ঈসা (আ) যদি তাকে ছেড়েও দেন তবুও সে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাকে ঈসা (আ)-এর হাতে হত্যা করাবেন। আর ঈসা (আ) স্বীয় তীরে দাজ্জালের রক্ত জনগণকে দেখাবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া)

১৫৩. জর্ডান সাগরের নিকটও দাজ্জালের সাথে মু'মিনদের লড়াই হবে।

عَنْ نُهَيْكِ بْنِ صُرَيْمٍ السَّكُوْنِي (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ عَلٰى نَهْرِ الْاَرْدُنِّ اَنْتُمْ شَرْقِيَّةٌ وَهُمْ غَرْبِيَّةٌ .

নুহাইক ইবনে সুরাইম আসসাকুনী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা মুশরিকদের সাথে লড়াই করতে থাকবে এমন কি তোমাদের পরবর্তী জনগণ দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। জর্ডান সাগরের পূর্ব তীরে তোমরা অবস্থান করবে, আর দাজ্জালের সৈন্যরা অবস্থান করবে পশ্চিম তীরে। (ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭/৬৬৮; কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৫৪২)

১৫৪. দাজ্জাল বিরোধী সংগ্রামে একজন ইহুদীও জীবিত থাকবে না এমনকি কোন পাথর বা বৃক্ষের আড়ালে যদি কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকে তাহলে ঐ পাথর বা বৃক্ষ বলতে থাকবে যে, হে মুসলিম! পিছনে ইহুদী লুকিয়ে রয়েছে তাকে হত্যা কর।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى يَخْتَبِيَ الْيَهُوْدَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ اَوِ الشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِىْ فَتَعَالْ فَاقْتُلْهُ اِلَّا الْغَرْقَدَ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ .

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, মুসলমান ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে এবং সেখানে মুসলমানরা ইহুদীদেরকে হত্যা করবে, এমনকি কোন ইহুদী যদি কোন পাথর বা গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয়, তাহলে সে পাথর বা গাছ বলতে থাকবে যে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! আমার পেছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে আস তাকে হত্যা কর। তিনি বললেন, তবে গারকাদ নামক গাছ তা বলবে না। কেননা এটা ইহুদীদের পক্ষাবলম্বকারী গাছ।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্ সায়া)

১৫৫. ঈসা (আ)-এর সাথী হয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِىْ أَحْرَزَهُمَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। তাদের একটি দল হল ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর অপরটি ঈসা (আ)-এর সাথী হয়ে (দাজ্জালের) বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

(নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ বাব গাযওয়াতিল হিন্দ, ২/২৯৭৫)

১৫৬. উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বশেষ যুদ্ধ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে এরপর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالَ -

ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের একটি দল, সর্বদা সত্যের ওপর লড়াই চালিয়ে যাবে

এবং তারা তাদের বিরুদ্ধীদের ওপর বিজয়ী হবে, এমনকি আমার উম্মতের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি দাওয়ামিল জিহাদ, ২/২১৭০)

৬৫. দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

১৫৭. মদীনায় প্রবেশের সাতটি রাস্তার প্রতিটিতে আল্লাহ দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োগ করে রাখবেন তারা দাজ্জালকে মদীনায় প্রবেশ করতে দিবে না।

عَنْ اَبِى بَكْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ـ

আবু বাকর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : মাসিহদাজ্জালের ভয় মদীনায় আসবে না, সেদিন তার ৭টি প্রবেশ পথ থাকবে প্রত্যেক পথে দু'জন করে ফেরেশতা (পাহাড়া) দিবে।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব জিকর দাজ্জাল)

১৫৮. মক্কায়ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না তার হেফাজতেও আল্লাহ ফেরেশতা নিয়োগ করবেন।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَاهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نُقْبٌ مِنْ اَنْقَابِهَا اِلَّا عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنِ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلَاثَ رَجْفَاتٍ يَخْرُجُ اِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জাল প্রকাশ হবে না, ফেরেশতাগণ মক্কা ও মদীনার রাস্তাগুলোতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকবে এবং উভয় শহর হেফাজত করবে। দাজ্জাল মদীনার নিকটে পৌছলে মদীনায় তিন বার ভূমিকম্প না হবে, এতে মদীনার মুনাফিক ও কাফেররা সেখানে থেকে বের হবে দাজ্জালের নিকট চলে আসবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান বাব কিস্‌সাতুল জাসাসা)

১৫৯. খোরাসান থেকে বের হওয়ার পর দাজ্জাল মদীনা অভিমুখে যাত্রা করবে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌছার পর ফেরেশতা তার মুখ সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবে তখন সে ঐ দিকে চলতে থাকবে এবং ওখানেই নিহত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَاْتِى الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ حَتّٰى يَنْزِلَ دُبُرَ اُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَاكَ يَهْلِكُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে আগমন করবে এবং তার লক্ষ্য থাকবে মদীনা, কিন্তু উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌছার পর ফেরেশতা তার চেহারা সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবে এবং সে ওখানেই মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, বাব সিয়ানাতুল মাদীনা মিন দুখুলি ত্বাউন ওয়াদ্দাজ্জাল ইলাইহা)

৬৬. আল্লাহ মু'মিনগণকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করবেন

১৬০. মু'মিনগণকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করবেন।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ قَالَ سَاَلَ اَحَدُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَاَلْتُ قَالَ :وَمَا يَنْصِبُكَ مِنْهُ اِنَّهُ لاَ يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْاَنْهَارَ قَالَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ـ

মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাজ্জাল প্রসঙ্গে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যতটা জিজ্ঞেস করেছি ততটা আর কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করেনি, তিনি বলেন, তুমি ঐ বিষয়ে এতটা চিন্তা কেন করছ, সে তোমার কোন

ক্ষতি করতে পারবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ জনগণ বলে তার নিকট খাবার ও নদী থাকবে? তিনি বললেন, তার নিকট যাই থাকুক না কেন তা আল্লাহর নিকট খুবই তুচ্ছ।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল)

১৬১. আল্লাহর রহমতে অশিক্ষিত মু'মিনও দাজ্জালের কপালে "কাফের" শব্দ দেখে তাকে চিনতে পারবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيْظَةٌ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ اَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ.

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দাজ্জালের একটি চোখ অন্ধ হবে এবং তার ওপর ফোলা চামড়া থাকবে, আর উভয় চোখের মাঝে লিখা থাকবে "কাফের" যা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ঈমানদার পড়তে পারবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া বাব জিকর দাজ্জাল)

১৬২. যারা দাজ্জালকে চিনে নিজ ঈমানের ওপর অটল থাকবে তাদের ওপর চক্রান্ত কাজ করবে না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضُ السِّبَاخِ الَّتِىْ تَلِى الْمَدِيْنَةَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ اَتَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لَا قَالَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ

فِيكَ قَطُّ اَشَدُّ بَصِيرَةٍ مِنِّى الْاٰنَ قَالَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ اَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যেহেতু দাজ্জালের জন্য মদীনায় প্রবেশ করা হারাম, তাই সে মদীনার নিকটবর্তী কোন স্থানে নেমে আসবে, তখন মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি দাজ্জালের নিকট গমন করে বলবে : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই দাজ্জাল, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলে গেছেন, তখন দাজ্জাল বলবে, যদি আমি ও ব্যক্তিকে হত্যা করে আবার জীবন দেই, তাহলে আমি দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে কি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে? জনগণ বলবে : না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করে আবার জীবন ফিরিয়ে দিবে, ঐ ব্যক্তি বলবে : আল্লাহর কসম! এখন আমার আরো দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তুমিই দাজ্জাল, দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করতে চাইবে কিন্তু পারবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া বাব জিকর দাজ্জাল)

১৬৩. দাজ্জাল এক ঈমানদার ব্যক্তিকে করাত দিয়ে চিড়ে দু'টুকরা করে দিবে এরপর তাকে জীবিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবে। সে জীবিত হওয়ার পর দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করতে চাইবে তখন আল্লাহ ঐ ঈমানদারের দেহ পিতল করে দিবেন তখন দাজ্জাল তাকে আর হত্যা করতে পারবে না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحَ الدَّجَّالِ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَيْنَ تَعْمَدُ فَيَقُوْلُ اَعْمَدُ اِلٰى هٰذَا الَّذِى خَرَجَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُوْلُ مَا بِرَبِّنَا خِفَاءٌ فَيَقُوْلُوْنَ اُقْتُلُوْهُ فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ اَنْ تَقْتُلُوْا اَحَدًا دُوْنَهُ قَالَ فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ اِلَى الدَّجَّالِ فَاِذَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِىْ

ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهٖ فَيُشَبَّحُ فَيَقُوْلُ خُذُوْهُ
وَشَجُّوْهُ فَيُوَسَّعُ ظَهْرُهٗ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُوْلُ اَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ
قَالَ فَيَأْمُرُ بِهٖ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهٖ حَتّٰى يُفَرِّقَ بَيْنَ
رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهٗ
قُمْ فَيَسْتَوِيْ قَائِمًا قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهٗ اَتُؤْمِنُ بِيْ؟ فَيَقُوْلُ مَازِدْتُ
فِيْكَ اِلَّا بَصِيْرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ لَايَفْعَلُ
بَعْدِيْ بِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهٗ فَيَجْعَلُ
مَا بَيْنَ رَقَبَتِهٖ اِلٰى تَرْقُوَتِهٖ نُحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيْعُ اِلَيْهِ
سَبِيْلًا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهٖ فَيَحْسِبُهُ النَّاسُ
اَنَّمَا قَذَفَهٗ اِلَى النَّارِ وَاِنَّمَا اُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ هٰذَا اَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দাজ্জাল আসার পর ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এক ব্যক্তি তার দিকে আসতে থাকবে রাস্তায় দাজ্জালের সশস্ত্র ব্যক্তিবর্গের সাথে তার সাক্ষাত হবে, তাকে তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? জবাবে মু'মিন ব্যক্তি বলবে : যে দাজ্জালের আগমন ঘটেছে তার নিকট যাচ্ছি। দাজ্জালের লোকেরা বলবে তুমি কি আমাদের প্রভু (দাজ্জালের) প্রতি ঈমান আননি? জবাবে মু'মিন ব্যক্তি বলবে : আমাদের প্রভু অপরিচিত নন।

দাজ্জালের বাহিনী বলবে : একে হত্যা কর। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকবে তোমাদের রব (দাজ্জাল) বলেনি যে, তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, তখন তারা মু'মিন ব্যক্তিকে দাজ্জালের নিকট নিয়ে যাবে, যখন মু'মিন ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখবে তখন বলবে : হে লোকেরা! এ ঐ দাজ্জাল যার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলে গেছেন। দাজ্জাল তার বাহিনীকে নির্দেশ দিবে, তারা যেন এর মাথায় আঘাত করে, তারা তখন এ ব্যক্তির মাথায় আঘাত করবে।

তারা তার পেট ও পিঠেও আঘাত করবে। এরপর দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান গ্রহণ করনি?

জবাবে মু'মিন বলবে : তুমি মিথ্যুক, দাজ্জাল। দাজ্জাল নির্দেশ দিবে তখন মু'মিন ব্যক্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে দু'খণ্ড করে দেয়া হবে। দাজ্জাল জিজ্ঞেস করবে তুমি কি আমার প্রতি ঈমান রাখ? মু'মিন ব্যক্তি বলবে : তোমার এ আচরণ আমার ঈমানাকে আরো বাড়িয়েছে (যে তুমিই দাজ্জাল)। মুমিন ব্যক্তি ঘোষণা দিবে যে, হে লোকেরা! আমার পর দাজ্জাল আর কারো সাথে এ আচরণ করতে পারবে না। দাজ্জাল তাকে আবারও হত্যা করার জন্য ধরবে, কিন্তু আল্লাহ মুমিন ব্যক্তির গলা পিতল করে দিবেন তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে পারবে না। দাজ্জাল তার হাত পা ধরে তাকে দূরে নিক্ষেপ করবে, মানুষ ধারণা করবে দাজ্জাল তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করল, মূলত সে জান্নাতে পতিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় শহীদ।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়াআশরাতিস্‌সায়া বাব জিকর দাজ্জাল)

১৬৪. দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ ইহকালেই জান্নাতে তাদের উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكَلاَبِى (رضى) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَقَالَ ثُمَّ يَاْتِىْ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى قَوْم قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ فَيَمْسَحُ وُجُوْهَهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِى الْجَنَّةِ ـ

নাওয়াস বিন সাম'আন আল কালাবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা দাজ্জালের কথা আলোচনা করতে ছিলেন, তিনি বললেন, এরপর আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ঐ সব ব্যক্তিবর্গের নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাজত করেছেন। তিনি তাদেরকে সান্তনা দিবেন এবং তাদেরকে তাদের ঐ সম্মান প্রসঙ্গে জানাবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(ইবনে মাযাহ, আবওয়াবুল ফিতান বাব ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া খুরুজ ঈসা ইবনে মারইয়াম, ২,৩২৯৩)

৬৭. দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

১৬৫. দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা আবশ্যক।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতে (দরূদ পাঠের পর) এ দোয়া পাঠ করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা, পাপ ও ঋণ থেকে রক্ষা কর। (মুত্তাফাকুন আলাই, আললুলু ওয়াল মারযান খণ্ড ১ম, হাদীস ৩৪৫)

১৬৬. সূরা ক্বাহাফের ১ম দশ আয়াত মুখস্থকারী ব্যক্তিও দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشَرَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عَصَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ـ

আবু দারদা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ক্বাহাফের ১ম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, বাব খুরুজুদ্দাজ্জাল, ২/৩৬২৬)

৬৮. ঈসা (আ)-এর আগমন

১৬৭. ঈসা (আ)-এর আগমন কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন।

وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ـ

সুতরাং তাহল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতের সন্দেহ কর না এবং আমার কথা মান, এটা এক সরল পথ। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৬১)

১৬৮. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ঈসা (আ)-এর শাসনামলে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে, সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণ হবে এবং মানুষ পরস্পর আন্তরিক হবে হিংসা-বিদ্বেষ মোটেও থাকবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يَسْعٰى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ اِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর শপথ! ঈসা ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হিসেবে আসবে, অবশ্যই তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, শুকর হত্যা করবেন, কর নিবেন না, মধ্যম বয়সী উট ছেড়ে দিবেন এগুলোকে কেউ খাটাবেন না, মানুষের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না, তিনি জনগণকে সম্পদ দিতে চাইবেন : কিন্তু নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান নুযুলে ঈসা ইবনে মারইয়াম)

১৬৯. ঈসা (আ) দামেশকের পূর্ব দিকে মসজিদে সাদা মিনারার পাশে উভয় হাত ফেরেশতার কাঁধে রেখে নেমে আসবেন। অবতরণের সময় ঈসা (আ)-এর মাথার চুল থেকে পানির ফোটা মুক্তির ন্যায় দেখা যাবে। তিনি মাথা নাড়াবেন তখন মনে হবে যেন পানির ফোঁটা পড়ছে।

عَنْ سَمْعَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِىْ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهٗ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهٗ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ

لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ اِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ـ

সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন আল্লাহ মাসিহ ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন, তখন তিনি দামেশকের পূর্ব দিকে মসজিদের সাদা মিনারার নিকট নিজের দু'হাত দু'ফেরেশতার কাঁধে রেখে আসবেন, যখন ঈসা (আ) তাঁর মাথা নাড়বেন, তখন তার মাথা থেকে পানি পড়বে, যখন তিনি তাঁর মাথা উঠাবেন তখন চাঁদর মূতির ন্যায় সাদা সাদা বিন্দু তাঁর মাথায় চমকাবে, তাঁর নিঃশ্বাস যে কাফেরের দেহে পড়বে তারা মৃত্যুবরণ করবে। ঈসা (আ)-এর নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া ততদূর পর্যন্ত থাকবে যতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পড়বে। আকাশ থেকে আগমনের পর ঈসা (আ) দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে তিনি হত্যা করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্সায়া। বাব জিকর দাজ্জাল)

১৭০. ঈসা (আ) আসার পর পরই ইসলামের বিজয়ের জন্য জিহাদ করা আরম্ভ করবেন। ঈসা (আ)-এর শাসনামলে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম শেষ হয়ে যাবে গোটা বিশ্বে কেবল ইসলামের জয়গান চলতে থাকবে। ঈসা (আ)-এর শাসনামল হবে চল্লিশ বছর।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ رَاْسَهُ يَقْطُرُ وَاِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِىْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفّٰى فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার ও তাঁর (ঈসা (আ)-এর মাঝে আর কোন নবী নেই। ঈসা (আ) আগমন

করবেন অতএব যখন তোমরা তাকে দেখবে (তখন নিম্নোক্ত নিদর্শনের মাধ্যমে) তাকে চিনবে, তাঁর কাঁধ মধ্যম ধরনের হবে, রং লাল ও সাদার মাঝা মাঝি, তিনি হলুদ রংয়ের পোশাক পরে থাকবেন। মাথার চুল দেখে মনে হবে যেন পানি পড়ছে অথচ তা হবে শুকনো, জনগণের সাথে জিহাদ করবেন, যাতে করে তারা মুসলমান হয়, ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, শুকর হত্যা করবেন, কর প্রথা উঠিয়ে দিবেন। তাঁর শাসনামলে আল্লাহ ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম শেষ করে দিবেন ঈসা (আ) দাজ্জালকেও হত্যা করবেন, তাঁর শাসনামল চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন মুসলমানরা তাঁর জানাযার সালাত আদায় করবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস্‌সায়া, বাব খুরুজ দাজ্জাল, ৩/৩৬৩৫)

১৭১. ঈসা (আ) আকাশ থেকে আগমনের পর কাফেরদের সাথে লড়াই করতে থাকবেন এমনকি তখন জগতে একজন কাফেরও থাকবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ يَهُوْدِىٌّ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَاىِٔ فَاقْتُلْهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে এমনকি পাথরও বলতে থাকবে যে, তার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে, আরো বলবে– হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে তাকে হত্যা কর। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব কাতলিল ইয়াহুদ)

১৭২. ঈসা (আ) আকাশ থেকে অবতরণের পর মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। ঈসা (আ) আকাশ থেকে অবতরণের পর প্রথম সালাত ইমাম মাহদীর পিছনে আদায় করবেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ لاَ اَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْاُمَّةَ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যখন ঈসা (আ) আকাশ থেকে নেমে আসবেন, তখন মুসলমানদের আমীর ঈসা (আ)-কে বলবেন : আপনি আমাদের ইমামতি করুন, তিনি বলবেন : না তোমরাই তোমাদের ইমামতি কর। আর এটাই হল এ উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সম্মান।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব বায়ান নুযুল ঈসা ইবনে মারইয়াম)

নোট : ঈসা (আ) নবী করীম ﷺ-এর উম্মত হয়ে আসা উম্মত মুহাম্মাদীর জন্য এটা বড় সম্মান।

১৭৩. ঈসা (আ) আগমনের পর উমরা বা হজ্জ আদায় করবেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيَهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ ঈসা ইবনে মারইয়াম রাওহা নামক স্থান থেকে হাজ্জ বা ওমরা বা হজ্জে কেরানের জন্য ইহরাম বাঁধবে।

(মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, বাব ইহলালুন্নাবী ওয়া হাদিয়্যুহু)

১৭৪. ঈসা (আ) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর তিনি বিয়ে করবেন তাঁর সন্তান হবে এবং মৃত্যুর পর তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওজায় দাফন করা হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِلَى الْاَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهٗ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَّاَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ وَيُدْفَنُ مَعِىْ فِىْ قَبْرِىْ فَاَقُوْمُ اَنَا وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ.

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ঈসা ইবনু মারইয়াম দুনিয়ায় আসবেন, বিয়ে করবেন, তাঁর সন্তান

হবে ৪৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন, এরপর মৃত্যুবরণ করবেন, আর আমার কবরের সাথেই তাঁকে দাফন করা হবে, শেষ বিচার দিবসে আমি ও ঈসা (আ) এক সাথে আবু বকর ও ওমরের মাঝ থেকে উঠব।

(ইবনে জাওযী, আলবানী লিখিত মিশকাতুল মাসাবিহ, খণ্ড ৩, হাদীস নং ৫৫০৮)

৬৯. ইয়া'জুজ মা'জুজের আগমন

১৭৫, প্রথমে ইয়া'জুজ মা'জুজরা তাদের অঞ্চলে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে ওখানকার ব্যক্তিবর্গের দাবিতে যুলকারনাইন সেখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করে তাদেরকে আটকিয়ে দেন।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا - حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ
دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا - قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ
يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا
عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا - قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ
خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا - اٰتُوْنِىْ
زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰٓى
اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا - فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ
يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا.

আবার তিনি একটি পথ ধরলেন অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থল পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বোঝাতে পারছিল না। তারা বলল : যে যুলকারনাইন ইয়া'জুজ ও মা'জুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব, এ শর্তে যে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবে, তিনি বললেন : আমার প্রতিপালক আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও,

অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক, পরিশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন : তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস আমি তা এর ওপর ঢেলে দেই। এরপর ইয়া'জুজ মা'জুজ এর ওপর আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে সক্ষম হল না। (সূরা কাহাফ : আয়াত-৯২-৯৬)

১৭৬. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন ইয়া'জুজ মা'জুজকে বের করা হবে তখন তারা গোটা বিশ্বে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে থাকবে।

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ - وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ -

যে পর্যন্ত না ইয়া'জুজ মা'জুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেকে উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম। বরং আমরা পাপীই ছিলাম। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৯৬-৯৭)

১৭৭. ইয়া'জুজ মা'জুজ একটি দেয়ালের পিছনে বন্দী আছে যেখান থেকে বের হওয়ার জন্য তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা খুদতে থাকে, কিন্তু যখন পরের দিন আসে তখন দেয়াল আবার পূর্বের অবস্থানে চলে আসে। যেদিন সন্ধ্যার সময় তারা ইনশাআল্লাহ বলে ঘরে ফিরে যাবে তাঁর পরের দিন এসে দেয়াল খুদার কাজে তারা সফল হবে। ইয়া'জুজ মা'জুজরা ঘাড়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। ইয়া'জুজ মা'জুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে তাদের মৃত্যুর পর চতুষ্পদ প্রাণী তাদের লাশ খেয়ে মোটা তাজা হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ يَحْفِرُوْنَ كُلَّ يَوْمٍ حَتّٰى اِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِىْ عَلَيْهِمُ ارْجِعُوْا فَسَنَحْفِرُوْهُ غَدًا فَيُعِيْدُهُ اللّٰهُ اَشَدَّ مَا كَانَ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلٰى

النَّاسِ حَفَرُوْا حَتَّى إِذَا كَادُوْا يَرَوْنَ شِعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِمُ ارْجِعُوْا فَسَتَحْفِرُوْنَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاسْتَثْنَوْا فَيَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ تَرَكُوْهُ فَيَحْفِرُوْنَهُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشِفُوْنَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِيْ حُصُوْنِهِمْ فَيَرْمُوْنَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِيْ اَجْفَظَ فَيَقُوْلُوْنَ قَهَرْنَا اَهْلَ الْاَرْضِ وَعَلَوْنَا اَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ نَغَفًا فِيْ اَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّ دَوَابَّ الْاَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ مِنْ لُحُوْمِهِمْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়া'জুজ মা'জুজ প্রতিদিন দেয়াল খুদতে থাকে, যখন তারা এতটুকু পরিমাণ খুদে যে ভিতর থেকে সূর্যের আলো দেখা যায়, তখন তাদের বাদশাহ বলে এখন চল, অবশিষ্ট অংশ আগামী দিন খুদবে, তখন তারা প্রত্যাবর্তন করে, আর আল্লাহ ঐ দেয়ালকে আবার পূর্বের অবস্থান ফিরিয়ে দেন, যখন তাদের বন্দীর সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাদেরকে মানুষের মাঝে বের করতে চাইবেন, তখন তারা দেয়াল খুদতে থাকবে, এমনকি যখন ভিতর থেকে সূর্যের আলো দেখতে পাবে, তখন তাদের বাদশা বলবে : আচ্ছা এখন চল, অবশিষ্ট অংশ ইনশাআল্লাহ আগামী দিন খুদবে।

যখন ইনশাআল্লাহ বলবে, তখন পরের দিন প্রত্যাবর্তন করে তারা দেয়ালকে ঐ অবস্থায় পাবে, যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, এরপর তারা আবার খোদাই আরম্ভ করবে এবং বাহিরে বের হয়ে আসবে, সমস্ত পানি পান করে শেষ করে দিবে, জনগণ সব নিজ নিজ বাসস্থানে আশ্রয় নিবে, (ঘরের বাহিরে তাদের অত্যাচারে কেউ বাঁচতে পারবে না)। এরপর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে, যা রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়বে, আর এ দেখে তারা বলবে : আমরা বিশ্ববাসীর ওপর বিজয়ী হয়েছি এবং আকাশবাসীর ওপরও। তখন আল্লাহ তাদের

ঘাড়ে এক প্রকার পোকা সৃষ্টি করবেন, যার ফলে তারা মৃত্যুবরণ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! বিশ্বের চতুষ্পদ জন্তু তাদের লাশের মাংস ও চর্বি খেয়ে মোটা তাজা হয়ে যাবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুদ্দাজ্জাল ওয়া খুরুজ ঈসা ইবনু মারইয়াম ওয়া খুরুজ ইয়া'জুজ ওয়া মা'জুজ, ২/৩৩০৮)

১৭৮. দাজ্জালের হত্যার পর ঈসা (আ)-এর শাসনামলেই ইয়া'জুজ মা'জুজ বের হবে। ইয়া'জুজ মা'জুজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে এদের অর্ধেক ত্বাবারিয়া উপসাগরের পানি পান করে শেষ করে দিবে। ঈসা (আ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতোমধ্যে ইয়া'জুজ মা'জুজ অন্য জনগণকে হত্যা করে ফেলবে। বিশ্ববাসীকে হত্যা করার পর তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে। তীর রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়লে তারা বলবে : যে আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করেছি।

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رضى) اِذْ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى عِيْسٰى اِنِّىْ قَدْ اَخْرَجْتُ عِبَادًا لِىْ لَايَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِىْ اِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ اَوَائِلُهُمْ عَلٰى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا وَيَمُرُّ اٰخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى يَنْتَهُوْا اِلٰى جَبَلِ الْخَمْرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِى الْاَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِى السَّمَاءِ فَيَرْمُوْنَ بِنُشَّابِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوْبَةً دَمًا وَيُحْصَرُ نَبِىُّ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ رَاْسُ الثَّوْرِ لِاَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِاَحَدِكُمْ اِلَّا يَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ

النَّغَفَ فِى رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ اِلَى الْاَرْضِ فَلَا يَجِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ اِلَّا مَلَاَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِىُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ اِلَى اللّٰهِ فَيُرْسِلُ طَيْرًا كَاَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا لَايَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ حَتّٰى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ.

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : (দাজ্জালকে হত্যা করার পর) আল্লাহ ঈসা (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ কররেন, যে আমি আমার এমন বান্দাদেরকে প্রেরণ করি যাদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা করো নেই। অতএব তুমি আমার মুসলমান বান্দাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাও। এরপর আল্লাহ ইয়া'জুজ মা'জুজদেরকে বের করবেন, তারা প্রত্যেক উঁচুভূমি থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে আসবে, তাদের প্রথম দল যখন ত্বাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করবে, তখন তারা সাগরের পানি পান করে শেষ করে দিবে। যখন তাদের সর্বশেষ দলটি ঐ উপসাগর অতিক্রম করবে তখন তারা বলবে, কখনো কি এ সাগরে পানি ছিল, এরপর তারা সামনে চলতে থাকবে এবং এমন এক পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবে যেখানে অনেক গাছ আছে। (বাইতুল মাকদাসে) আর বলবে আমরা বিশ্ববাসীকে তো হত্যা করেছি, এখন আকাশবাসীদেরকে হত্যা করব। তখন তারা তাদের তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে আল্লাহ তাদের তীরসমূহকে রক্তাক্ত করে মাটিতে ফেলবেন, এতে তারা মনে করবে যে আমরা আকাশবাসীকেও হত্যা করেছি।

এ সময় ঈসা (আ) এবং তার সাথীরা তূর পাহাড়ে অবস্থান করবে। (ইতোমধ্যে তাদের খাবার-দাবার একশ দীনারের চেয়ে উত্তম মনে হবে। (তখন ঈসা (আ) আল্লাহর নিকট এ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রতি আযাব পাঠাবেন, ফলে তাদের গরদানে এক প্রকারের পোকা সৃষ্টি হবে, যাতে করে তারা সবাই এমনভাবে শেষ হয়ে যাবে, যেমন কোন মানুষ

মৃত্যুবরণ করে। এরপর ঈসা (আ) এবং তাঁর সাথীরা তূর পাহাড় থেকে নেমে আসবে, কিন্তু দুনিয়ায় এক বিঘা পরিমাণ স্থান খালি না যেখানে ইয়া'জুজ মা'জুজের লোকদের লাশ পড়ে নেই। যা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে, তখন ঈসা (আ) এবং তার সাথীরা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে, ফলে আল্লাহ্ এমন এক ঝাঁক পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের কাঁধ উটের সমান হবে, পাখিরা তাদের লাশ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে, যেখানে আল্লাহ তা নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন সেখানে তারা তা নিক্ষেপ করবে, এরপর আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যা বিশ্বের প্রতিটি অংশে এবং প্রতিটি ঘরে পৌছবে এবং পৃথিবীকে ধৌত দিবে। এমনকি তা পৃথিবীকে একটি বাগানের ন্যায় পরিষ্কার করে দিবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস্সায়া, বাব যিকরুদ্দাজ্জাল)

১৭৯. ইয়া'জুজ মা'জুজের ফিতনা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ফেতনা হবে।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضي) أَنَّهَا قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اِقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَعَقَدَ بِيَدَيْهِ عَشَرَةً قَالَتْ زَيْنَبُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنُهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ ـ

যায়নাব বিনতে জাহাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর চেহারা লাল দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন : লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ অতিশীঘ্রই এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবদের ধ্বংসের কারণ হবে। আঙ্গুল মিলিত করে দেখালেন। যায়নাব (রা) জিজ্ঞিস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎ মানুষ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন যখন অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবে।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল ফিতান, বাব মাইয়াকুনু মিনাল ফিতান, ২/৩১৯৩)

১৮০. ইয়া'জুজ মা'জুজ আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ مِنْ وَلَدِ اٰدَمَ وَلَوْ اَرْسَلُوْا لَاَفْسَدُوْا عَلَى النَّاسِ مَعَايِشِهِمْ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়া'জুজ মা'জুজ আদম সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে পাঠালে তারা মানুষের জীবন যাপনকে বরবাদ করে দিবে।

(ত্বাবারানী, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, ৮/১৩), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং (১২৫৭১)

১৮১. ইয়া'জুজ মা'জুজের মুখমণ্ডল মোটা ও প্রশস্ত হবে তাদের চোখ হবে ছোট চুল লাল কালো মিশ্রিত রং বিশিষ্ট হবে।

عَنْ اِبْنِ حَرْمَلَةَ (رضى) قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ لَا عَدُوَّ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا تُقَاتِلُوْنَ عَدُوًّا حَتّٰى يَاْتِىَ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ عِرَاضُ الْوُجُوْهِ صِغَارُ الْعُيُوْنِ صُهْبُ الشِّعَافِ وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ـ

হারমালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা বলছ যে, এখন তোমাদের আর কোন শত্রু নেই, তোমরা কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তারা হবে প্রশস্ত চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট এবং লাল কালো মিশ্রিত চুল বিশিষ্ট। তারা প্রত্যেক উঁচুভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে তাদের মুখমণ্ডল চামড়ার ঢালের ন্যায় মোটা হবে। (আহমদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/১৩), কিতাবুল ফিতান হাদীস নং (১২৫৭০)

৭০. পবিত্র বাতাস প্রবাহিত হওয়া

১৮২. কিয়ামতের পূর্বে এমন এক বাতাস প্রবাহিত হবে যা সকল মু'মিনের রূহ কবজ করে নিবে।

عَنْ عَيَّاشِ اِبْنِ رَبِيْعَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ تَجِىْءُ رِيْحٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَقْبِضُ فِيْهَا اَرْوَاحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ ـ

আইয়াস ইবনে রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে এক ধরনের বাতাস প্রবাহিত হবে, যা সকল মু'মিনের রূহ কবজ করে নিবে। (আহমদ, বিন সা'দ (রা) খালেদ বি নাসের আল গামেদী সংকলিত আশরাতুসসায়া ফি মুসনাদ ইমাম আহমদ, খণ্ড : ১, হাদীস নং ১৬৩)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى دِيْنِ اٰبَائِهِمْ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এরপর আল্লাহ পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন এতে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে, আর তারাই বেঁচে থাকবে যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান নেই। অবশিষ্ট মানুষ নিজ পৈত্রিক দ্বীন শিরক ও কুফরীর দিকে ঝুকে যাবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া)

১৮৩. ইয়া'জুজ মা'জুজের মৃত্যুর পর ঈসা (আ)-এর খেলাফতকালে দুনিয়ায় কল্যাণ ও বরকত ছড়াবে এমতাবস্থায় আল্লাহ এক পবিত্র বাতাস প্রবাহিত করবেন যা প্রত্যেক মুসলমানের রূহ কবজ করে নিবে। মু'মিনের মৃত্যুর পর খারাপ ব্যক্তিবর্গ বেঁচে থাকবে আর তাদের ওপরই কিয়ামত কায়েম হবে।

عَنْ سَمْعَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ اَنْبِتِىْ ثَمْرَتَكِ وَرُدِّىْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاْكُلُ الْعِصَابَةَ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقَحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِى الرِّسْلِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَالِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَاْخُذُهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّارِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ.

সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (ইয়াজুজ মাজুজের মৃত্যুর পর) দুনিয়াকে বলা হবে, তোমার মধ্যে থেকে চারা উৎপন্ন কর এবং বরকতময় কর। তখন দুনিয়া এমন ফল উৎপাদন করবে, যে মানুষের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী একটি ফল খেয়ে পেট ভরে নিবে এবং তার ছাল দিয়ে ঘর তৈরি করে তার নিচে ছায়া নিবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উটের দুধ বিরাট একটি জনগোষ্ঠীর জন্য যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ এবং বংশের ব্যক্তিবর্গের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি বকরীর দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট

হবে। জনগণ এভাবে চলতে থাকবে, তখনই হঠাৎ এক পবিত্র বাতাস প্রবাহিত হয়ে, মানুষের বগলের নীচ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া করে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির রূহ কবজ করে দিবে। শুধু খারাপ মানুষ বাকি থাকবে, আর তাদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব যিকরুদ্দাজ্জাল)

৭১. তিনবার ভূমি ধস

১৮৪. কিয়ামতের পূর্বে তিনটি স্থানে ভূমি ধস হবে একটি হবে পশ্চিম দিকে অপরটি পূর্ব দিকে আর তৃতীয়টি আরব ভূমিতে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ الْغِفَارِيْ (رضى) قَالَ اطَّلَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَاتَذْكُرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشَرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَاجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسَفَ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفَ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفَ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخَرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاس اِلٰى مَحْشَرِهِمْ -

হুযাইফা ইবনে উসাইদ আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আলাপরত ছিলাম এমন সময় নবী করীম ﷺ এসে বললেন, তোমরা কি বলছিলে? সাহাবাগণ বলল : আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করতে ছিলাম। তিনি বললেন : কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, তোমরা নিম্নোক্ত দশটি নিদর্শন দেখতে পাবে। তার উল্লেখ করে তিনি বললেন : ১. ধোঁয়া। ২. দাজ্জাল। ৩. দাব্বাতুল আরদ (পৃথিবীর প্রাণী)। ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়। ৫. ঈসা (আ)-এর আগমন। ৬. ইয়া'জুজ মা'জুজের আগমন ৭. পূর্ব দিকে একটি ভূমি ধস। ৮. পশ্চিম দিকে একটি ভূমি ধস। ৯. আরব ভূমিতে ভূমি ধস। ১০. সর্বশেষ ইয়ামেন থেকে আগুন জ্বলে তা জনগণকে শহরের মাঠের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব ফিল আয়াত আল্লাতী তাকুনু কাবলাস্সায়া)

১৮৫. আরব ভূমির ভূমি ধস মদীনার নিকটবর্তী বাইদা নামক স্থানে হবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ فَيَأْتِىْ مَكَّةَ فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَيَجْهَزُ اِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ خَسَفَ بِهِمْ فَاْتِيْهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَاَبْدَالُ الشَّامِ -

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ক্ষমতাশীল খলিফার মৃত্যুর পর, খলিফা নির্বাচনে জনগণের মধ্যে মতভেদ শুরু হবে, এমতাবস্থায় হাশেমী বংশ থেকে এক লোক বের হয়ে মক্কায় আসবে, লেকেরা তাকে তার ঘর থেকে বের করে তাকে হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝে নিয়ে এসে, তার হাতে বাইআত করবে, সিরিয়া থেকে একদল সৈন্য মক্কা আক্রমণের জন্য আসবে, তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছার পর তাদেরকে ধসিয়ে দেয়া হবে। এরপর ইরাক ও সিরিয়া থেকে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ইমাম মাহদীর হাতে বাই'আত গ্রহণের জন্য আসতে থাকবে।

(ত্বাবারানী, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, কিতাবুল ফিতান, বাব মাযায়া ফিল মাহদী, ৭/১২৩৯৯)

৭২. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

১৮৬. কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا اٰمَنَ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ فَيَوْمَئِذٍ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় না পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর সূর্য

পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়ার পর সবাই ঈমান আনবে, কিন্তু ঐ সময়ের ঈমান কারো কোন কাজে আসবে না। যদি কেউ এর পূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে এবং ঈমানের সাথে সৎ আমল না করে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান যামান আল্লাজি লাইয়াকবালু ফিহি ঈমান)

১৮৭. সূর্য প্রতিদিন আল্লাহর নিকট অনুমতি নিয়ে পশ্চিমে অস্তমিত হয়। একদিন আল্লাহ তাকে পশ্চিমে অস্তমিত হতে অনুমতি দিবেন না; বরং নির্দেশ দিবেন যে পশ্চিম থেকে পূর্বে ফিরে যাও।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَاْذِنُ فِىْ السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا ارْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ قَالَ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি কি জান এ সূর্য অস্তমিত হওয়ারপর কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, সে পশ্চিমে গিয়ে সিজদার অনুমতি কামনা করে এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়, তখন সে অস্তমিত হয়, একদিন তাকে বলা হবে যেখান থেকে আগমন করেছ, সেখানে চলে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান যামান আল্লাজি লাইয়াকবালু ফিহি ঈমান)

১৮৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পর তাওবা কবুল হবে না।

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىُ النَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ

আবু মূসা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাতে নিজ হাত প্রসার করেন যাতে দিনে পাপীরা তাওবা করে, আবার দিনের বেলায় স্বীয় হাত বিস্তার করেন যাতে রাতে পাপীরা তাওবা করে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ এরূপ করতে থাকবেন। (এরপর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে)।

(মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, বাব কাবুল তাওবা মিন যুনুব)

عَنْ مُعَاوِيَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না, আর তাওবা দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ বাব ফিল হিযরা হাল ইনকাতা'আত, ২/২১৬৬)

৭৩. ধোঁয়া বের হওয়া

১৮৯. কিয়ামতের পূর্বে পূর্ব দিক থেকে ধোঁয়া বের হবে যা সকল মানুষকে ঢেকে দিবে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ، يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অতএব আপনি সে দিনের অপেক্ষা করুন যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। (সূরা দুখান : আয়াত-১০-১১)

১৯০. ধোঁয়া ছেয়ে যাওয়ার পর কারো ঈমান বা নেক আমল বা তাওবা তার কোন কাজে আসবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًّا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اَوِ الدُّخَانِ اَوِ الدَّجَّالِ اَوْ دَابَّةِ خَاصَّةِ اَحَدِكُمْ اَوْ اَمْرَ الْعَامَّةِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছয়টি নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে নেক আমল অধিক পরিমাণে কর, ১. সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া। ২. ধোঁয়া বের হওয়া, ৩. দাজ্জালের আগমন, ৪. মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া, ৫. ব্যক্তির ওপর কোন আযাব আসা, ৬. ব্যাপকভাবে কোন আযাব আসা। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব বাকিয়াতু মিন আহাদিসিল দাজ্জাল)

৭৪. মাটি থেকে প্রাণী বের হওয়া

১৯১. কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে মাটি থেকে একটি প্রাণী বের হবে এবং তা মানুষের সাথে আলাপ করবে।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ـ

যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সমগত হবে, তখন আমি সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব, সে মানুষের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করত না। (সূরা নামল : আয়াত-৮২)

১৯২. কিয়ামতের পূর্বে ভূগর্ভ থেকে একটি অদ্ভুত প্রাণী বের হবে যাকে দাব্বাতুল আরদ বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَّلُ الْاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجِ دَابَّةٍ عَلَى النَّاسِ ضُحًى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَأَيَّتُهُمَا مَا خَرَجَتْ قَبْلَ الْأُخْرٰى فَالْأُخْرٰى مِنْهَا قَرِيْبٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَلَا أَظُنُّهَا إِلَّا طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হল সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, এরপর চাশতের সময় ভূগর্ভ থেকে প্রাণী বের হওয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা)

বলেন উভয়ের মাঝে যেটিই প্রথম বের হোক না কেন এবং একটি অপরটির নিকটবর্তী। তবে আমার ধারণা প্রথমে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান বাব তুলূউশ্‌শামস মিন মাগরিবিহা)

১৯৩. ভূ-গর্ভ থেকে প্রাণী বের হওয়ার পর কারো কোন তাওবা কবুল হবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিনটি বিষয় প্রকাশ পাওয়ার পর যে ইতোপূর্বে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন সে ঈমান আনলে, তাদের কোন কাজে আসবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া। দাজ্জালের আগমন, দাব্বাতুল আরদ্ব (তথা মাটি থেকে প্রাণীর আগমন।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান আয্‌যমান আল্লাযি লা ইয়াকবালু ফিহিল ঈমান)

৭৫. মক্কায় ইবাদত না হওয়া

১৯৪. কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করার মতো কোন মানুষ থাকবে না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يَحُجَّ الْبَيْتَ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাবা ঘরে হজ্জ করার মতো কেউ না থাকবে। (হাকেম, আবু ইয়ালা, সহীহ আলজামে আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহ লি আলবানী খণ্ড ৬, হাদীস নং ৭২৯৬)

১৯৫. কিয়ামতের পূর্বে একজন ছোট টাখনু বিশিষ্ট হাবশার অধিবাসী কা'বা ঘর ধ্বংস করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَخْرِبُ الْكَعْبَةَ ذو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাবশার অধিবাসী এক ছোট টাখনু বিশিষ্ট লোক (কিয়ামতের পূর্বে) কা'বাঘর ধ্বংস করবে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব তাগিরু যামান হাত্তা তু'বাদুল আসনাম)

১৯৬. বাইতুল্লায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ لَنَا ذَاتُ يَوْمٍ مَا اَنْتُمْ اِذَا مَرَجُ الدِّيْنَ وَسَفَكُ الدَّمِ وَظَهَرَتِ الزِّيْنَةُ وَشَرَفُ الْبُنْيَانِ وَاخْتَلَفَ الْاَخَوَانِ وَحَرَقُ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ـ

মাইমুনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ঐ সময় তোমাদের অবস্থা হবে, যখন দ্বীনে পরিবর্তন আনা হবে, রক্তপাত করা হবে, চাকচিক্যতা বৃদ্ধি পাবে, উঁচু উঁচু দালান তৈরি হবে, দুই ভাইয়ে মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি হবে, কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।

(ত্বাবারানী, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, ৭/৬০৩) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৩৭১)

৭৬. মদীনায় ইবাদত না হওয়া

১৯৭. জনগণ মদীনা ছেড়ে নিজেদের পছন্দমতো স্থানে বসবাস করতে থাকবে ফলে মদীনায় ইবাদত হবে না।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ (رضى) اِنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَاْتِىْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ

الْعِرَاقُ اَلشَّامِ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

সুফিয়ান বিন আবু যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইয়ামেন বিজয় হবে তখন কতিপয় লোক যানবাহন এনে তাতে তাদের পরিবার এবং আত্মা যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকে যানবাহনে করে ইয়ামেনে গমন করবে। অথচ তারা যদি বুঝত, তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল। সিরিয়া বিজয় হবে, তখন সেখান থেকে মানুষ যানবাহন নিয়ে এসে তাতে নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে আরোহন করাবে এবং যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকেও সিরিয়া নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল। যখন ইরাক বিজয় হবে তখন সেখান থেকে কিছু সংখ্যক লোক যানবাহন নিয়ে এসে, তাতে নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে আরোহন করাবে এবং যারা তাদের কথা মানবে তাদেরকেও সিরিয়া নিয়ে চলে যাবে। অথচ তারা যদি বুঝত তাহলে মদীনা তাদের জন্য উত্তম ছিল।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়েল আল মাদীনা, বাব রাগিবা আনিল মাদীনা।)

১৯৮. কিয়ামতের পূর্বে মদীনা হিংস্র প্রাণী এবং জীবজন্তুর বাসস্থানে পরিণত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا اِلَّا الْعَوَافُ يُرِيْدُ عَوَافِى السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَاٰخِرُ مَنْ يَحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مَزِيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهَا فَيَجِدَانِهَا وَحُوْشًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوِدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মদীনাকে তোমরা ভালো অবস্থায় রেখে যাবে : কিন্তু

পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে সেখানে হিংস্র প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তু বসবাস করতে থাকবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মুযাইনা বংশের দু'জন রাখাল তাদের বকরী নেয়ার জন্য তারা এসে সেখানে শুধু হিংস্র প্রাণী দেখতে পাবে। তখন সে ফিরে যাবে যখন সানিয়াতুল ওদা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ায় সে মুখথুবরে পড়ে যাবে।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলিল মাদীনা, বাব মান রাগিবা আন সুন্না)

৭৭. কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শন আগুন

১৯৯. ইয়ামেনের রাজধানী হাযরামাওতের দিক থেকে আগুন বের হবে যা সকল মানুষকে সিরিয়া হাকিয়ে নিয়ে যাবে।

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْت اَوْ مِنْ نَحْرِ حَضَرَ مَوْت قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاس قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ.

সালেম বিন আব্দুল্লাহ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে হাজরা মাওত বা হাজরামাওত সাগর থেকে আগুন বের হবে, যা জনগণকে একত্রিত করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করল, সে সময় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন, তিনি বললেন : তোমরা সিরিয়ায় অবস্থান করবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব লাতাকুমুসসায়া হাত্তা তাখরুজা নার মিন কিবাল হিজাজ, ২/১৮০৮)

২০০. ইয়ামেনের দিক থেকে আগুন বের হওয়া কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শন। আগুন জনগণকে ঘিরে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে যা শাম দেশে (সিরিয়ায়) হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدِ الْغِفَارِىْ (رضى) قَالَ اِطَّلَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَاتَذْكُرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ

اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشَرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَاجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ ـ

হুযাইফা ইবনে উসাইদ আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আলাপরত ছিলাম এমন সময় নবী করীম ﷺ এসে বললেন, তোমরা কি বলছিলে? সাহাবাগণ বলল : আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করতে ছিলাম। তিনি বললেন : কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, তোমরা নিম্নোক্ত দশটি নিদর্শন দেখতে পাবে। তার উল্লেখ করে তিনি বললেন : ১. ধোঁয়া। ২. দাজ্জাল। ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব (পৃথিবীর প্রাণী)। ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়। ৫. ঈসা (আ)-এর আগমন। ৬. ইয়া'জুজ মা'জুজের আগমন ৭. পূর্ব দিকে একটি ভূমি ধস। ৮. পশ্চিম দিকে একটি ভূমি ধস। ৯. আরব ভূমিতে ভূমি ধস। ১০. সর্বশেষ ইয়ামেন থেকে আগুন জ্বলে তা জনগণকে শহরের মাঠের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব ফিল আয়াত আল্লাতী তাকুনু কাবলাস্‌সায়া)

৭৮. নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর কিয়ামত সংঘটিত হবে

২০১. কিয়ামতের পূর্বে ভালো ব্যক্তিবর্গকে এক এক করে তুলে নেয়া (মৃত্যু) হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَنْتَقُوْنَ كَمَا يَنْتَقِى التَّمَرَ مِنْ اَغْفَالِهٖ فَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ فَمُوْتُوْا اِنِ اسْتَطَعْتُمْ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদেরকে এমনভাবে বাছাই করা হবে, যেমন ভালো খেজুর খারাপ খেজুর

থেকে বাছাই করা হয়। তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষগণ মারা যাবে, খারাপ মানুষ বেঁচে থাকবে। তখন যদি মৃত্যু সম্ভব হয় তাহলে তোমরা মৃত্যুবরণ কর।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাব সিদ্দাতুযযামান, ২/৩২৬৩)

২০২. কিয়ামতের পূর্বে গোটা বিশ্ব খারাপ লোক দিয়ে পরিপূর্ণ হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلٰى شِرَارِ النَّاسِ.

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একমাত্র খারাপ ব্যক্তিবর্গের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব কুরবিস্‌সা'আ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءٌ وَمَنْ يَّتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, খারাপ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত তারা যারা, কিয়ামতের সময় জীবিত এবং কবর পূজায় রত থাকবে।

(ইবনে খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, ইবনু আবি শাইবা, আহমদ, ত্বাবারানী, আবু ইয়ালা, আহকামুল জানায়েয লি আলবানী, পৃ : ২১৭)

২০৩. কিয়ামতের পূর্বে এমন লোক বেঁচে থাকবে আল্লাহর নিকট যাদের মোটেও কোন মূল্য থাকবে না।

عَنْ مِرْدَاسٍ الْاَسْلَمِى (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ وَتَبْقٰى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً.

মিরদাস আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ভালো ব্যক্তিগণ এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে, শেষে এমন মানুষ অবশিষ্ট থাকবে, যাদের মূল আল্লাহর নিকট খেজুরের ছালের মতো। যাদেরকে আল্লাহ মোটেও পরওয়া করবেন না। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক বাব, জিহাব সালেহীন)

২০৪. কিয়ামত সংঘটিত তখনই হবে যখন জনগণ ভালোকে ভালো মনে করবে না এবং খারাপকে খারাপ মনে করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَأْخُذَ اللّٰهُ شَرِيْطَتَهُ مِنَ الْاَرْضِ فِيْهَا عَجَاجَةٌ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَّلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا۔

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ দুনিয়া থেকে উত্তম ব্যক্তিবর্গকে উঠিয়ে না নিবেন। এরপর শুধু খারাপ মানুষ বাকি থাকবে। যারা ভালোকে ভালো আর খারাপকে খারাপ মনে করবে না।

(আহমদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৮/২৫, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৬০৬)

২০৫. কিয়ামতের পূর্বে অন্যান্যদের তুলনায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি হবে।

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِىِّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ اَكْثَرُ النَّاسِ۔

মুস্তাওরিদ আল কোরাশী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের সময় রোমবাসীর সংখ্যা অধিক হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া)

২০৬. কিয়ামতের পূর্বে শয়তান লোকদেরকে মূর্তিপূজা না করলে শরম দিবে আর মানুষ তখন বিনা বাক্য ব্যয়ে মূর্তিপূজা আরম্ভ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ اُمَّتِىْ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ لَا اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهُ عُرْوَةُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ

قَبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ اِيْمَانٍ اِلَّا قَبَضَتَهُ حَتّٰى لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ دَخَلَ فِىْ كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَقْبِضَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِىْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَاَحْلاَمِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ اَلَا تَسْتَحْيُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَا تَأْمُرُوْنَ فَيَأْمُرُوْهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ دَارٍ رِزْقِهِمْ حَسَنٌ عَيْشِهِمْ ثُمَّ يَنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَلاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلَّا اَصْغٰى وَرَفَعَ لَيْتًا ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল এসে আমার উম্মতের মাঝে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করবে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশ দিনের কথা বলেছেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছরের কথা। এরপর আল্লাহ্ ঈসা বিন মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি উরওয়া বিন মাসউদের আকৃতির ন্যায়। ঈসা (আ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর মানুষেরা সাত বছর পর্যন্ত এমনভাবে জীবন যাপন করবে, যে কোথাও দু'ব্যক্তির মাঝে কোন কথা কাটাকাটি হবে না। সাত বছর পর আল্লাহ্ সিরিয়ার দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস পাঠাবেন, এর ফলে দুনিয়ায় বিন্দু পরিমাণ ঈমানদার ব্যক্তি বেঁচে থাকবে না। এমন কি কোন ঈমানদার লোক যদি কোন পাহাড়ের গুহায়ও আশ্রয় নেয়, সেখান থেকেও তার জান কবজ করা হবে। এরপর খারাপ মানুষেরা বেঁচে থাকবে যাদের মধ্যে পশু পাখির জ্ঞানও থাকবে না। তারা ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ মনে করবে না। এরপর তাদের নিকট শয়তান এসে বলবে তোমাদেরকে কি লজ্জা হয় না, জনগণ জিজ্ঞেস করবে, তুমি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছ? সে তাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে, ফলে তারা মূর্তি পূজা করতে শুরু করবে। তাদের রিযিক বাড়বে, জীবন আরামদায়ক হবে, এমতাবস্থায় শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, যেই এ শব্দ শুনবে সেই তার গর্দান এক দিকে ঝুঁকিয়ে দিবে এবং অন্য দিকে ফিরাবে। (বেহুশ হয়ে যাবে)।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া বাব যিকরু দাজ্জাল)

২০৭. মূর্খতা এত বিস্তার লাভ করবে যে সালাত, রোযা, কোরবানী এবং দান-খয়রাত প্রসঙ্গে কেউ কিছু জানবে না। অনেকে লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলবে কিন্তু তার মর্মার্থ প্রসঙ্গে কিছুই জানবে না।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُدْرَسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يُدْرَسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتّٰى لَا يَدْرِيْ مَا صِيَامٌ وَّلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرٰى عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِيْ لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقٰى فِى الْاَرْضِ مِنْهُ اٰيَةٌ وَتَبْقٰى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ اَدْرَكْنَا اٰبَائَنَا عَلٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا ـ

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইসলাম এমনভাবে পুরাতন হয়ে যাবে যেমন পোশাকের নকশা পুরাতন হয়ে যায়, এমন কি রোযা, সালাত, কোরবানী, দান-খয়রত প্রসঙ্গে জানে এমন লোক বেঁচে থাকবে না। কুরআন এক রাত এমনভাবে গায়েব হয়ে যাবে, যে তার একটি আয়াতও বাকি থাকবে না। কিছু সংখ্যক লোক থাকবে যাদের মধ্যে বয়স্ক নারী পুরুষরা বলবে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে শুনেছি, তাই আমরাও তা বলছি।

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতান, জিহাবুল কুরআন ওয়াল ইলম, ২/৩২৭৩)

২০৮. মানুষ রাস্তায় ব্যভিচার করবে তখন সবচেয়ে ভালো লোক তারাই হবে যারা ব্যভিচারকারীকে উপদেশ দিয়ে বলবে, দেয়ালের আড়ালে যাও।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَفْنٰى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فَيَفْتَرِشُهَا فِى الطَّرِيْقِ فَيَكُوْنُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُوْلُ لَوْ وَرَيْتُهَا وَرَاءَ هٰذَا الْحَائِطِ ـ

আবূ হুরাইরা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ উম্মত শেষ হওয়ার পূর্বে অবস্থা এমন হবে যে, কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে রাস্তায় ব্যভিচার করতে থাকবে, তখন

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক সেই হবে যে বলবে, যদি এ দেয়ালের পিছনে চলে যেত তাহলে ভালো হতো।

(আবু ইয়ালা, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, (৭,৬৪০) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৪৭৬)

২০৯. মানুষ জানোয়ারের ন্যায় রাস্তায় ব্যভিচার করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَسَافَدُوْا فِى الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيْرِ۔

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা রাস্তায় গাধার ন্যায় ব্যভিচার না করবে। (বায্যার, ত্বাবারনী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, (৭,৬৪০) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২৪৫২)

৭৯. বিভিন্ন মাসায়েল

২১০. যখন আল্লাহর অবাধ্যতা বিস্তার লাভ করে তখন তাঁর শাস্তি ভালো-মন্দ সকলের ওপরই পড়ে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِىْ فِىْ أُمَّتِىْ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَا فِيْهِمْ صَالِحُوْنَ ؟ قَالَ بَلٰى فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِاُولٰئِكَ قَالَ يُصِيْبُهُمْ مَا اَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيْرُوْنَ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ۔

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে যখন নাফরমানী বিস্তার লাভ করবে, তখন আল্লাহ্ সবার ওপর নিজ শাস্তি নাযিল করবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তখন ভালো লোক থাকবে না? তিনি বললেন, কেন নয়? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আল্লাহ্ এ ভালো মানুষদেরকে কেন শাস্তি দিবেন? তিনি বললেন : দুনিয়ায় ভালো লোকদের প্রতিও ঐভাবে আযাব আসবে যেরূপ খারাপ, মানুষের ওপর আসে। কিন্তু কিয়ামতের দিন ভালো মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করবে।

(আহমদ, মাজমাউযযাওয়ায়েদ, (৭/৫২৯) কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ১২১৪৫)

২১১. পূর্বদিক থেকে ফিতনা আসা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِلَّا اَنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا يُشِيْرُ اِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, সাবধান! ফিতনা এদিক থেকে আগমন করবে, এ বলে তিনি পূর্বদিকে ইঙ্গিত করলেন, যেদিক থেকে শয়তানের শিং বের হয়। (বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, বাব নিসবাতুল ইয়ামেন ইলা ইসমাইল)

নোট : শয়তান সূর্য উদিত হওয়ার সময় নিজ শিং সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে রেখে দেয়, যাতে করে সূর্য পূজারীদের সেজদা শয়তান পায়। তাই নবী করীম ﷺ পূর্ব দিকে ইঙ্গিতের পাশাপাশি একথাও বলেছেন, যেখান থেকে শয়তানের শিং বের হয়।)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَجْرِ وَالْخُيَلَاءِ فِى اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ الْفَدَّادِيْنَ اَهْلُ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةِ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, কুফরীর চূড়া পূর্বদিকে, গৌরব ও অহংকার ঘোড়া ও উটের মালিকদের মাঝে। যারা মরুভূমি ও তাঁবুতে অবস্থান করে, কোমলতা ও নমনীয়তা বকরীর মালিকদের মাঝে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব তাফাযুল আহলুল ঈমান ফিহ)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ(رضى) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَلَظُ الْقُلُوْبِ وَالْجُفَاءُ فِى الْمَشْرِقِ وَالْاِيْمَانُ فِىْ اَهْلِ الْحِجَازِ ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কঠোর মন ও রূঢ় ভাষা পূর্বদিকের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, আর ঈমান হিজাজের অধিবাসীদের মধ্যে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব তাফাযুল আহলুল ঈমান ফিহ)

২১২. কিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মাঝে লড়াই হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ

السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ وَتَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ـ

আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে লড়াই হবে, তাদের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে, অথচ এ উভয় দলের দাবি একেই হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া)

নোট : ওলামায়ে কেরামের মতে এ দুটি দল বলতে জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ এবং সিফিফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ)

২১৩. কিয়ামতের পূর্বে হিজাজ থেকে এক খণ্ড আগুন বের হয়ে তা বসরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تَضِيْءُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبَصْرٰى ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না হিজাজ থেকে এক খণ্ড আগুন বের হয়ে, বসরার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করবে।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব খুরুজিন ন্নার)

২১৪. কিয়ামতের পূর্বে কাহত্বান বংশের এক ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর নেতৃত্ব দিবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাহত্বান বংশের এক ব্যক্তি তার লাঠি দিয়ে মুসলমানদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান-বাব)

২১৫. উম্মতে মুহাম্মাদীকে ধ্বংস করবে কোরাইশ বংশের কতিপয় যুবক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هَلَكَةُ اُمَّتِىْ عَلٰى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের ধ্বংস কোরাইশদের কিছু সংখ্যক যুবকদের হাতে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব কাওলিন্নাবী হালাকাতু উম্মাতি আলা ইয়াদাই গুলাইম সুফাহা)

২১৬. কিয়ামতের পূর্বে জনগণ অত্যন্ত গৌরবের সাথে উঁচু ও চাকচিক্য মসজিদ নির্মাণ করবে, কিন্তু সালাত আদায় করবে না।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মসজিদ নিয়ে গৌরব করবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল বাব ফি বিনাইল মাসাজিদ, ১/৪৩২)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّىْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَاَنْ لاَ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ اِلاَّ عَلٰى مَنْ يَعْرِفُ.

আবু দাউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের নিদর্শনের একটি এই যে, মানুষ মসজিদ অতিক্রম করবে। কিন্তু সালাত আদায় করবে না, আর শুধু ঐ ব্যক্তিকে সালাম দিবে যাকে সে চিনে।

(ত্বাবানারী, সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, খণ্ড ৫, হাদীস নং ৫৭৭২)

عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ (رضى) اِنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِىْ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ.

উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে কাজে নিয়েছেন অথচ আমাকে কাজে নিলেন না? তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার পরে স্বজন প্রীতি দেখতে পাবে। তখন তোমরা তাতে সবর করবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমার সাথে একত্রিত হও।

(বুখারী, কিতাবুল ফিতান, কাউলিন্নাবী ﷺ সাতারাওনা বা'দী ওমুরা তুনকিরুনাহা)

কিয়ামতের বর্ণনা
দ্বিতীয় খণ্ড

১. হঠাৎ কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে

১. হঠাৎ করে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে ফলে কেউ কোন ওসিয়ত করার বা বাসস্থানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাবে না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ - فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ -

তারা বলে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে, তারা তো অপেক্ষায় আছে এক বিকট শব্দের, যা তাদেরকে আঘাত করবে বাক-বিতণ্ডাকালে, তখন তারা অসিয়ত করতে সক্ষম হবে না এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদের মাঝে ফিরে আসতেও পারবে না।

(সূরা–৩৬ ইয়াসীন : আয়াত-৪৫-৫০)

২. ফেরেশ্তা শিঙ্গা মুখে নিয়ে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় কান তাক করে রেখেছে, নির্দেশ হওয়া মাত্রই শিঙ্গায় ফুঁ দিতে আরম্ভ করবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْعُمُ وَقَدِالْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَتّٰى جَبْهَتَهٗ وَاَصْغٰى سَمْعَهٗ يَنْتَظِرُ اَنْ يُّؤْمَرَ اَنْ يَّنْفُخَ فَيَنْفُخُ قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ فَكَيْفَ نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللّٰهِ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি কিভাবে আরাম উপভোগ করব, ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে নিয়ে স্বীয় কপাল নিচু করে আল্লাহ্‌র প্রতি কান তাক করে অপেক্ষা করছে যে, তাকে নির্দেশ দেয়া মাত্র সে শিঙ্গায় ফুঁ দিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ ঐ সময় আমাদের কি করা উচিত হবে? তিনি বললেন : তখন তোমরা বলবে : আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্বশীল, আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি।

(তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন, সূরা যুমার ৩/২৫৮৫)

৩. মানুষ তাদের অভ্যাস অনুযায়ী কাজকর্মে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلِبُ اللِّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الْاِنَاءُ اِلٰى فِيْهِ حَتّٰى تَقُوْمَ وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايِعَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَتَبَايَاعَانِيْهِ حَتّٰى تَقُوْمَ وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِىْ حَوْضِهٖ فَمَا يَصْدُرُ حَتّٰى تَقُوْمَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিয়ামত এত হঠাৎ প্রতিষ্ঠিত হবে যে, কোন ব্যক্তি হয়ত তার উটের দুধ দোহন করে তা পান করার জন্য মুখে উঠাবে, আর তা পান করার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে, দু ব্যক্তি কাপড় ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকবে, তাদের লেন-দেন শেষ না হতেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি তার হাউজ ঠিক করতে থাকবে, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া, বাব কুরবিসসায়া)

২. কিয়ামত অস্বীকারকারীদের অবাকতা

৪. পুনরুত্থান হওয়া কত অবাক বিষয়।

فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ - ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ -

কাফেররা বলে এটা তো এক আশ্চর্য বিষয়ে, আমরা মৃত্যুবরণ করলে বা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব? সে ফিরে আসা তো সুদূর পরাহত। (সূরা কা'ফ ঃ আয়াত-২-৩)

৫. আর কিয়ামত যদি এসেই যায় তাহলে ওখানেও আমাদের আরাম হবে।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا - وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا.

এভাবে নিজেদের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল, সে বলল : আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে, আমি মনে করি না যে কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার পালনকর্তার নিকট ফিরে আসি তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।

(সূরা আল ক্বাহাফ : আয়াত-৩৫- ৩৬)

৬ . আমরা পানাহারকারী মানুষ, আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ - وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ -

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি তখনই এর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে : তোমরা যে সব জিনিসসহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলত : আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, কাজেই আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না। (সূরা সাবা : আয়াত-৩৪-৩৫)

৩. কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তি

৭. কিয়ামতকে অস্বীকারকারীরা পার্থিব জীবনকে খুব বেশি হলে ১০ দিন বা এক দিন বা এক ঘন্টা মনে করবে।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا - يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا - نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا -

যে দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় একত্রিত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলা বলি করবে তোমরা মাত্র দশ দিন (দুনিয়ায়) অবস্থান করছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভালো করে জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল, সে বলবে : তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান করছিলে। (সূরা ত্বাহা : আয়াত-১০২-১০৪)

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ط كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ -

যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে : যে তারা সাময়িক সময়ের অধিক অবস্থান করেনি, এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হতো।

(সূরা–৩০ রূম : আয়াত-৫৫)

৪. কিয়ামত হওয়া নিয়ে ঠাট্টা করা

৮. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হওয়া যুক্তিসঙ্গত বিষয় নয়।

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ - اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ - اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ن افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ -

সেকি তোমাদেরকে এ ওয়াদা দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। এক মাত্র দুনিয়াবী জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মৃত্যুবরণ করি ও বেঁচে থাকি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না? সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ প্রসঙ্গে মিথ্যা উদ্ভাবন করছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই।

(সূরা মু'মিনুন : আয়াত-৩৫-৩৮)

وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ -

আর যদি তুমি বল নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যারা কাফের তারা বলে এটাতো নিছক স্পষ্ট যাদু। (সূরা হুদ : আয়াত-৭)

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ - ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ - اَوَاٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ -

তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে এবং বলে এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা যখন মৃত্যুবরণ করার পর মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও? (সূরা সাফ্‌ফাত : আয়াত-১৫-১৭)

৯. পুনরুত্থান হওয়া তো হবে আমাদের জন্য সর্বনাশ ফিরে আসা।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ـ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً - قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ -

তারা বলে আমরা কি পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবই, গলি অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও, তারা বলে : তা যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশ ফিরে আসা।

(সূরা নাযিআ'ত : আয়াত-১০-১২)

اِنْ هِىَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ - فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

কাফেররা বলেই থাকে, আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হব না। কাজেই তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে উপস্থিত কর। (সূরা দুখান : আয়াত-৩৫-৩৫)

১০. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পাগলের প্রলাপ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ

কাফেররা বলে আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে তোমাদের শরীর সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে। সে কি আল্লাহ্ প্রসঙ্গে মিথ্যা উদ্ভাবন করে বা সে কি পাগল? বস্তুত যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা আযাবে ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা সাবা : আয়াত-৭-৮)

১১. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হওয়া কেবল কাল্পনিক জান্নাতে প্রবেশকারীদের কথা।

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ - وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ - وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ -

যখন বলা হয় আল্লাহ্র ওয়াদা তো সত্য এবং কিয়ামতের কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানিনা কিয়ামত কি? আমরা মনে করি এটা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে যাবে, আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। বলা হবে আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিবসের সাক্ষাতকারকে ভুলে গিয়েছিলে, তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

(সূরা জাসিয়া : আয়াত-৩২-৩৪)

৫. কিয়ামতের প্রমাণাদি

১২. যেভাবে আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত যমিনকে পুনরুজ্জিবিত করেন তেমনি তিনি মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ -

আল্লাহই বায়ু পাঠিয়ে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন, অতপর আমি তা নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর আমি ওটা দ্বারা যমিনকে ওর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করি, পুনরুত্থান এরূপেই হবে। (সূরা ফাতির : আয়াত-৯)

১৩. মানুষকে প্রথম মাটি থেকে সৃষ্টিকারী, এরপর বীর্য থেকে রক্তপিণ্ড, রক্তপিণ্ড থেকে গোশতের টুকরো, গোশতের টুকরো থেকে মানুষ সৃষ্টিকারী, বাচ্চাকে যুবকে পরিণতকারী, এরপর যুবককে বার্ধক্যে পরিণতকারী আল্লাহই মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করবেন।

يَـٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِلِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ . ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

হে মানুষ! পুনরুত্থান বিষয়ে তোমরা যদি সন্দিহান হও তবে অনুধাবন কর, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, অতঃপর শুক্র থেকে এরপর রক্ত পিণ্ড থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনিত হও, তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় অকর্মণ্য বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে বিষয়ে তারা সজ্ঞান থাকে না, তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সকল ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-৫-৬)

১৪. আকাশ ও যমিন সৃষ্টিকারী সত্তা (আল্লাহ্) মানুষকে পুনরুত্থানে সক্ষম।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম, কেন নয় বস্তুত তিনি সর্বশক্তিমান। (সূরা আহক্বাফ : আয়াত-৩৩)

১৫. মানুষকে পুনরুত্থান প্রসঙ্গে কুরআনের কিছু দৃষ্টান্ত।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ط قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا. وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

এবং যখন ইবরাহিম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন? তা আমাকে দেখান, তিনি বললেন : তবে তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? সে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, তিনি বললেন : তাহলে চারটা পাখি গ্রহণ কর। এর পর তাদেরকে একত্রিত কর, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের ওপর ওদের এক এক টুকরা রাখ, এরপর ওদেরকে ডাক, ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬০)

اَوْكَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَمَوْتِهَا ة فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে কোন জনপদ অতিক্রম করছিল এবং তা ছিল শূন্য এবং নিজ ভিত্তির ওপর পতিত, সে বলল : এ শহরের মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আবার তাকে কিভাবে জীবন দান করবেন। অনন্তর আল্লাহ্ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন, এরপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন, তিনি বললেন : এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করেছ সে বলল : একদিন বা এক দিনের কিয়দাংশ অতিবাহিত করেছি, তিনি বললেন : বরং তুমি শত বর্ষ অতিবাহিত করেছ, অতএব তোমার খাবার পানীয়ের দিকে তাকাও, ওটা বিকৃত হয়নি, তোমার পর্দাভের দিকে তাকাও, আর আমি যেহেতু তোমাকে মানবের জন্য নিদর্শন করতে চাই- আরো লক্ষ্য কর অস্থিপুঞ্জের দিকে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি, এরপর তাকে মাংসাবৃত্ত করি, অনন্তর যখন ওটা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল : আমি জানি যে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে শক্তিমান।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৯)

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ - فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ط كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ -

এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর তদ্বিষয়ে বিরোধ করছিলে আর তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করলেন, তৎপর আমি বলছিলাম ওর (গাভীর) এক টুকরা (মাংস) দিয়ে তাকে (মৃতকে) আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখালেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা বাকারা : আয়াত-৭২-৭৩)

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ - ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

এবং যখন তোমরা বলছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করব না, তখন বিদুৎ তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল, আর তোমরা তা দেখছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-৫৫-৫৬)

৬. কিয়ামত বিষয়ে ভ্রান্তির অপনোদন

১৬. সংশয় : যখন আমরা মৃত্যুর পর মাটি ও হাড় হয়ে যাব তখন যে আমাদেরকে পুনর্জীবিত করবে।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا - قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْحَدِيْدًا - اَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ج فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ط قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا -

তারা বলে আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব? বল : তোমরা হয়ে যাও পাথর বা লৌহ। অথবা এমন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন, তারা বলবে : কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে, বল : তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে ওটা করবে? বল : সম্ভবত অচিরেই হবে। (সূরা ইসরা : আয়াত-৪৯-৫১)

১৭. সংশয় : মৃত্যুর পর আমাদেরকে যেভাবে পুনরুত্থান করা হবে।

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ اَئِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ، اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا -

মানুষ বলে আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না।

(সূরা মারইয়াম : আয়াত-৬৬-৬৭)

১৮. সংশয় : মৃতদেরকে আল্লাহ্ কখনো জীবিত করবেন না।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র কসম করে বলে : যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না, কেন নয়, তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এটা জানে না। (সূরা নাহাল : আয়াত-৩৮)

৭. কিয়ামতের বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি ধমক

১৯. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বলবে : হায় আজ কোথায় পলায়ন করব?

يَسْاَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ - يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ، كَلَّا لَا وَزَرَ، اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ -

সে প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত দিবস আসবে? যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে এবং চন্দ্র হয়ে যাবে জ্যোতিবিহীন, যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে, সেদিন মানুষ বলবে : আজ পালাবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয় স্থল নেই, সেদিন আশ্রয় হবে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-৬১২)

২০. কিয়ামত ঐ দিন যেদিন (তা অস্বীকারকারীদেরকে) মেহমানদারী করা হবে অত্যুষ্ণ পানি দিয়ে।

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ، اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ، قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ، لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ، ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ، لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ، فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا

الْبُطُوْنَ، فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ، فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ، هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

তারা বলত মৃত্যুবরণ করার পর হাড় ও মাটিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণও? বল : অবশ্যই পূর্ববর্তীগণও পরবর্তীগণ। সকলকে সমবেত করা হবে, এক নির্ধারিত দিনের এক নির্ধারিত সময়ে, অতপর হে বিভ্রান্ত ও মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম গাছ থেকে এবং ওটা দ্বারা তোমরা পেট পূর্ণ করবে, এরপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি। পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়, শেষ বিচার দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত-৪৭-৫৬)

২১. কিয়ামত সেদিন যেদিন তার অস্বীকারকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

يَسْأَلُوْنَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ، يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ، ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْنَ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? (বল) সেদিন যেদিন তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। (আর বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ কর। তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (সূরা যারিয়াত : আয়াত-১২-১৪)

২২. কিয়ামত তখন সংঘটিত হবে যখন কর্মফল দেখে তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ، قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ، فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْـئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ -

তারা বলে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল : এ অঙ্গীকার কখন বাস্তবায়িত হবে? বল এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের চেহারা মলিন হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে বলা হবে এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে। (সূরা মুলক : আয়াত-২৫-২৭)

২৩. কিয়ামত তখন হবে যখন (কিয়ামত অস্বীকারকারীদের) নরম ও কোমল চেহারা আগুনে ভুনা হবে, পিঠে বেত্রাঘাত পড়বে, আর তাদের সেবা করার মতো কোন সেবিকা থাকবে না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ -

আর তারা বলে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল : এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? হায় যদি কাফেররা এ সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সামনের ও পেছনের দিক থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৩৮-৩৯)

২৪. কিয়ামত তখন হবে যখন (কিয়ামত অস্বীকারকারীদের) লাঞ্ছিত করা হবে আর তারা তাদের অতীতকে স্মরণ করতে থাকবে।

اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ، اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ، فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ، وَقَالُوْا يَا وَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ -

আমরা যখন মৃত্যুবরণ করব এবং হাড়ও মাটিতে পরিণত হবে, তখনো কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও? বল : হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত ওটা একটি মাত্র বিকট আওয়াজ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে এবং তারা বলবে : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো কর্মফল দিবস। (সূরা সাফ্ফাত : আয়াত-১৬-২০)

২৫. কিয়ামত তখন সংঘটিত হবে যখন কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ، يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا، هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ، اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ

لَاتُبْصِرُوْنَ، اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَاتَصْبِرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে মাশগুল থাকে, সেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, এটাই সে অগ্নি যেটাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে, এটা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখছ না? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর বা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান, তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।

(সূরা তূর : আয়াত-১২-১৬)

২৬. কিয়ামত সেদিন হবে যেদিন প্রথম ধমকেই কিয়ামত অস্বীকারকারীর মাথা নত হয়ে সেখানে হাজির হয়ে যাবে।

يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ، اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً، قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ، فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -

তারা বলে আমরা কি পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবই, গলিত হাড়ে পরিণত হওয়ার পরও, তারা বলে : তা যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশে ফিরে যাওয়া। এটাতো কেবল বিকট আওয়াজ মাত্র, ফলে তখনই মাঠে তাদের আবির্ভাব হবে।

(সূরা নাযি'আত : আয়াত-১০-১৪)

৮. কিয়ামতের ভয়াবহতা

২৭. কিয়ামতের ভয়াবহতার ফলে যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا، السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا -

তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন, যেদিন যুবককে পরিণত করব বৃদ্ধে, যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ, তাঁর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

(সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-১৭-১৮)

২৮. মানুষের অন্তর বদল হয়ে যাবে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ -

সেসব মানুষ যাদেরকে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করা থেকে ও যাকাত আদায় থেকে বিরত রাখতে পারে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।
(সূরা নূর : আয়াত-৩৭)

২৯. চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ -

অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে হঠাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে : হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম এ ব্যাপারে উদাসীন, আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (সূরা আম্বীয়া : আয়াত-৯৭)

৩০. কলিজা বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ، وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন (কিয়ামত) প্রসঙ্গে, দুঃখে-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে নেই, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে সে বিষয়ে তিনি জানেন। আল্লাহ্ বিচার করেন সঠিক ভাবে, আল্লাহ্ ছাড়া তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারা বিচার করতে অক্ষম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মু'মিন : আয়াত-১৮- ২০)

৩১. অন্তর কাঁপতে থাকবে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ، اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ـ

সেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে, তাকে অনুকরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গার আওয়াজ। কত অন্তর সেদিন ভয়েভীত হবে, তাদের দৃষ্টিসমূহ (ভীত হয়ে) অবনমিত হবে। (সূরা নাযিয়াত : আয়াত-৬-৯)

৩২. চোখ ভয়ে ভীত হয়ে অবনমিত হবে।

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ، خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ، مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ـ

অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, যেদিন আহ্বানকারী (ইস্রাফীল) ডাকবে। এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে, অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন তারা কবরগুলো থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়। তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে কাফেররা বলবে : কঠিন এ দিন।

(সূরা আল কামার : আয়াত-৬-৮)

৩৩. মানুষ ভয়ে নতজানু হয়ে থাকবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি ডাকা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (সূরা জাসিয়া : আয়াত-২৮)

৩৪. তা হবে দুর্ভোগের দিন।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ، وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ـ

এটা এমন একদিন যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না তাওবা করার, সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপ-কারীদের জন্য।

(সূরা মুরসালাত : আয়াত-৩৫-৩৭)

৩৫. সেদিন হবে সংকটময় দিন।

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ، فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ، عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ -

যে দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন, যা কাফেরদের জন্য সহজ নয়। (সূরা মুদ্দাসসির : আয়াত-৮-১০)

৩৬. সেদিন কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَامَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ -

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ডাকে সাড়া দাও সেই দিবস আসার পূর্বে যা আল্লাহ্‌র বিধানে অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করারও কেউ থাকবে না। (সূরা শূরা : আয়াত-৪৭)

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ، كَلَّا لَاوَزَرَ -

সেদিন মানুষ বলবে আজ পালাবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নেই।

(সূরা কিয়ামা : আয়াত-১০-১১)

৩৭. সেদিন কোন চাতুরতা, সর্তকতা, বাক পটুতা ও চক্রান্ত কোন কাজে আসবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ -

সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। (সূরা তূর : আয়াত-৪৬)

৩৮. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং উচ্চপদ কোন কাজে আসবে না।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ

كِتَابِيَهْ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، مَا أَغْنَى عَنِّيْ مَالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ ـ

কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হতো, আমার আমলনামা। আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো, আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।

(সূরা হাক্কা : আয়াত-২৫-২৯)

৩৯. সেদিন স্ত্রী সন্তান, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ

এবং তোমরা সে দিবসের ভয় কর যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে কিছুমাত্র উপকৃত হবে না এবং কোন ব্যক্তি থেকে কোন সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না, কোন ব্যক্তি থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-৪৮)

فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ، وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ـ

যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি আসবে সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের নিকট থেকে এবং তার মা ও পিতা থেকে, তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে, সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।

(সূরা আবাসা : আয়াত-৩৩-৩৭)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ، اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে যে, আল্লাহ্‌র নিকট আসবে নিরাপদ কলব নিয়ে।

(সূরা শু'আরা : আয়াত-৮৮-৮৯)

৪০. অন্তরঙ্গ বন্ধু পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে।

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ـ

বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে পরস্পর শত্রু, তবে তাকওয়াবান ছাড়া।

(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৬৭)

৪১. সেদিন মানুষ তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে নিজে বাঁচতে চাইবে।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، وَلَا يَسْاَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا، يُبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ، وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ، وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ، كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى، نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ـ

সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো এবং পর্বতগুলো হবে রঙিন পশমের মতো, আর বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না, তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টি গোচর। অপরাধী সেদিনে শাস্তির পরিবর্তে দিতে চাইবে সন্তান সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং দুনিয়ার সকলকে, যাতে এ মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না কখনো না এটাতো লেলিহান অগ্নি, যা গোত্র থেকে চামড়া খসিয়ে দিবে। (সূরা মা'আরিজ : আয়াত-৮-১৬)

৪২. কিয়ামত অত্যন্ত ভয়ানক ও তিক্ততর।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ، اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ، يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ـ

অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময় এবং কিয়ামত হবে কঠিনতম ও তিক্ততার। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও আযাবে নিপতিত, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (সেদিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (সূরা কামার : আয়াত-৪৬-৪৬)

৪৩. কিয়ামত প্রসঙ্গে বর্ণিত সূরাগুলো নবী করীম ﷺ-কে বৃদ্ধ করে দিয়েছিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ (رضى) قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি বললেন : আমাকে সূরা হূদ, ওয়াকেয়া, মুরসালাত, আম্মাইয়া তাসাআলুন, ইয়াস সামছু কুব্বিরাত বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

(তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন বাব সূরাতুল ওয়াকিয়া)

৪৪. কিয়ামতের ভয়াবহতা শিশুকে বৃদ্ধ করে দিবে, গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে ও মানুষদেরকে দেখে মাতাল বলে মনে হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ قَالَ فَذَالِكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَاهُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَا ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّا مِنْ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ اَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে বলবেন : হে আদম! আদম (আ) বলবেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার খেদমতে ও অনুসরণে উপস্থিত, আর সর্বময় মঙ্গল আপনারই হাতে, তখন আল্লাহ্ বলবেন : মানুষের

মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা কর, আদম (আ) জিজ্ঞেস করবে জাহান্নামী কত জন? আল্লাহ্ বলবেন : প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন : এটা ঐ সময় যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী সন্তান গর্ভপাত করে ফেলবে, আর লোকদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়, বরং আল্লাহ্র আযাবই এত বেদনাদায়ক হবে।

আবূ সাঈদ (রা) বলেন : একথা শ্রবণ করে সাহাবাগণ অস্থির হয়ে গেল এবং বলল : হে আল্লাহর রাসূল!ﷺতাহলে আমাদের মাঝে ঐ সৌভাগ্যবান কে হবে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বললেন : নিশ্চিন্ত থাক ইয়াজুজ মাজুজের মধ্য থেকে হবে ৯৯৯ জন, আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন নিয়ে এক হাজার পূর্ণ হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব বায়ান কাওনি হাজিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না)

৯. কিয়ামত ও আকাশের অবস্থা

আকাশ

৪৫. আকাশ ফেটে লাল চামড়ার মতো হয়ে যাবে।

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ـ

যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা রক্ত রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ নিবে।

(সূরা রহমান : আয়াত-৩৭)

৪৬. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ـ

এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। (সূরা হাক্কা : আয়াত-৩৭)

৪৭. আকাশ গলিত স্বর্ণের ন্যায় হয়ে যাবে।

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ـ

সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর ন্যায়। (সূরা মা'আরিজ : আয়াত-৭০)

৪৮. সেদিন আকাশ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ـ

সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে। (সূরা তূর : আয়াত-৯)

৪৯. সেদিন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ـ

যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। (সূরা তাকভীর : আয়াত-১)

চাঁদ

৫০. চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে।

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ـ

চাঁদ জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। (সূরা কিয়ামা : আয়াত-৮)

৫১. চাঁদ ও সূর্যকে আলোহীন করে একত্রিত করে দেয়া হবে।

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ـ

এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। (সূরা কিয়ামা : আয়াত-৯)

তারকারাজী

৫২. তারকারাজী আলোহীন হয়ে যাবে।

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ـ

অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে। (সূরা মুরসালাত : আয়াত-৮)

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ـ

যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। (সূরা তাকভীর : আয়াত-২)

৫৩. নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে।

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ـ

যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে। (সূরা ইনফিতার : আয়াত-২)

১০. কিয়ামত ও বিশ্বজগত

বিশ্বজগত

৫৪. বিশ্বজগত প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا -

বিশ্বজগত যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। (সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত-৪)

৫৫. আল্লাহ্র ভয়ে বিশ্বজগত কাঁপতে থাকবে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ـ

যেদিন বিশ্বজগত ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-১৪)

৫৬. বিশ্বজগত তার ভাণ্ডারগুলো খুলে দিবে।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ، وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ـ

যখন বিশ্বজগত তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দিবে। (সূরা যিলযাল : আয়াত-১-২)

৫৭. মাত্র একটি ফুৎকারে বিশ্বজগত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ـ وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ـ

যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তলিত হবে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। (সূরা হাক্কা : আয়াত-১৩-১৪)

৫৮. দুনিয়াকে এমন মসৃণভাবে সম্প্রসারিত করা হবে যে তাতে কোন মোড় ও টিলা থাকবে না।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ـ

এবং যখন দুনিয়াকে সম্প্রসারিত করা হবে। (সূরা ইনশিকাক : আয়াত-৩)

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ، لَاتَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ـ

অতঃপর দুনিয়াকে মসৃণ সমতল ভূমি করে ছাড়বেন তুমি তাতে মোড় ওটিলা দেখবে না। (সূরা তূর : আয়াত-১০৬-১০৭)

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ـ

এবং অবশ্যই আমি তা উদ্ভিদ শূন্য মাটিতে পরিণত করে দিব।

(সূরা কাহাফ : আয়াত-৮)

পাহাড়

৫৯. পাহাড় মেঘমালার ন্যায় সচল হবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ـ

তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে, এটা আল্লাহ্র, যিনি সব কিছুকে করছেন সুসংহত।

(সূরা নামল : আয়াত-৮৮)

৬০. পাহাড়গুলো মরীচিকায় পরিণত হবে।

وسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ـ

এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (সূরা নাবা : আয়াত-২০)

৬১. পাহাড়গুলো ধূলিকণায় পরিণত হবে।

وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ـ

তারা আপনাকে পাহাড় প্রসঙ্গে প্রশ্ন-করে অতএব আপনি বলুন : আমার প্রভু পাহাড়গুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।

(সূরা ত্বাহা : আয়াত-১০৫)

৬২. পাহাড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে।

وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا-

এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা। (সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত-৫-৬)

৬৩. পাহাড়গুলো ধুনিত রঙিন পশমের ন্যায় হবে।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ـ

এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মতো। (সূরা কারিয়াহ : আয়াত-৫)

সমুদ্র

৬৪. সমুদ্রের পানিকে উত্তাল করা হবে।

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ـ

যখন সমুদ্রসমূহকে উদ্বেলিত করা হবে। (সূরা তাকভীর : আয়াত-৬)

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ـ

যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। (সূরা ইনফিতার : আয়াত-৩)

১১. শিঙ্গা

৬৫. শিঙ্গার ফুঁৎকারের মধ্য দিয়ে কিয়ামত আরম্ভ হবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ـ

এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, এটা হবে ভয় দেখানোর দিন।

(সূরা ক্বাফ : আয়াত-২০)

৬৬. শিঙ্গার আকৃতি কোন প্রাণীর শিংয়ের ন্যায় হবে যাতে ফুঁ দেয়া হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ و (رضى) قَالَ قَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الصُّوْرُ؟ قَالَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এ বেদুইন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ শিঙ্গা কি? তিনি বললেন, (কোন প্রাণীর) শিং তাতে ফুঁ দেয়া হবে। (তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন সূরা যুমার : ৩/২৫৮৬)

৬৭. শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সময় ফুঁ দাতার ডান পাশে জিবরাঈল (আ) এবং বাম পাশে মিকাঈল (আ) অবস্থান করবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبَ الصُّوْرِ قَالَ عَنْ يَمِيْنِهٖ جِبْرِيْلُ وَعَنْ يَسَارِهٖ مِيْكَائِيْلُ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন : তার ডান দিকে থাকবে জিবরীল এবং বাম দিকে থাকবে মীকাঈল। (রাযিন, আলবানী লিখিত-মেশকাতুল মাসাবীহ কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামা, বাব আন্নাফখু ফিসসুর (আল ফাসলুস সালেস)

৬৮. শিঙ্গার আওয়াজ এত বিকট হবে যে মানুষ তা শোনা মাত্রই মৃত্যুবরণ করতে আরম্ভ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَلاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلاَّ اَصْغٰى وَرَفَعَ لَيْتًا قَالَ اَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ اِبِلِهٖ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে আর তা শোন মাত্রই মানুষ স্বীয় গর্দান এক দিকে হেলিয়ে দিবে এবং অপর দিকে উঠাবে (মৃত্যুবরণ) করবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শিঙ্গার শব্দ শুনবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যে তার উটের হাউজ নির্মাণ করতে ছিল, সে আওয়াজ শোনা মাত্রই পড়ে যাবে এবং অন্য মানুষও তা শোনে পড়ে যেতে থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া, বাব যিকরু দাজ্জাল)

৬৯. শিঙ্গার শব্দ শ্রবণকারীদেরকে নবী করীম ﷺ "হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নে'মাল ওকীল" বলার জন্য নির্দেশ দিবেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْعُمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنّٰى جَبْهَتَهٗ وَاَصْغٰى

سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ اَنْ يُّؤْمَرَ اَنْ يَّنْفُخَ فَيَنْفُخُ قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ فَكَيْفَ نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللّٰهِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি কিভাবে আরাম উপভোগ করব, ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে নিয়ে স্বীয় কপাল নিচু করে আল্লাহ্‌র প্রতি কান তাক করে অপেক্ষা করছে যে, তাকে নির্দেশ দেয়া মাত্র সে শিঙ্গায় ফুঁ দিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ﷺ ঐ সময় আমাদের কি করা উচিত হবে? তিনি বললেন : তখন তোমরা বলবে : আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম দায়িত্বশীল, আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি।

(তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন, সূরা যুমার ৩/২৫৮৫)

৭০. ইস্রাফীল (আ) তাঁর জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত শিঙ্গা তাঁর মুখে নিয়ে আছে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ফুঁ দিবে।

عَنِ الْبَرَاءِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبُ الصُّوْرِ وَاضِعُ الصُّوْرِ عَلٰى فِيْهِ مُنْذُ خَلَقَ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهِ فَيَنْفُخُ ـ

বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শিঙ্গায় ফুঁ দাতা তার জন্ম থেকে শিঙ্গা মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছে, নির্দেশ পাওয়া মাত্র তাতে ফুঁ দিবে। (আহমদ, হাকেম, আরবানী লিখিত সহীহ আল জামে'আসসাগীর খণ্ড-৩, হাদীস নং-৩৬৪৬)

৭১. শুক্রবারে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে।

عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ، خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ

فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَاَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ اِلاَّ وَهُنَّ يَشْفَقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ـ

আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : শুক্রবার দিনগুলোর সর্দার ও আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদা পূর্ণ, তা আল্লাহ্‌র নিকট ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে উত্তম, তার মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এদিনে আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, আর এদিনেই তাঁকে দুনিয়ায় নামিয়েছেন এবং এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এদিনে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন কোন বান্দা যে দোয়া করবে আল্লাহ তাই কবুল করবেন, যদি তা হারাম কোন কিছু না হয়। এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, আল্লাহ্‌র এমন কোন প্রিয় ফেরেশ্‌তা, আকাশ, যমিন, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র নেই যা শুক্রবারে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত না থাকে।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াব ইকামাতুসসালা, বাব ফি ফাযলিল জুমআ, ১/৮৮৮)

১২. শিঙ্গায় কতবার ফুঁ দেয়া হবে

৭২. শিঙ্গায় দু'বার ফুঁ দেয়া হবে প্রথম ফুঁয়ের পর সমস্ত সৃষ্টিজীব মৃত্যুবরণ করবে এবং দ্বিতীয় ফুঁয়ের পর সমস্ত সৃষ্টিজীব জীবিত হবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ـ

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে ফলে আকাশ ও যমিনে যারা আছে সবাই বেঁহুশ হয়ে যাবে তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করুন, অতপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তা দেখতে থাকবে। (সূরা যুমার : আয়াত-৬৮)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَلاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلاَّ اَصْغٰى لَيْتًا وَرَفَعَ لَيْتًا

قَالَ اَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ اِبِلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ اَوْ قَالَ يَنْزِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَاَنَّهُ الظِّلُّ اَوْ نُعْمَانُ الشَّاكُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ اَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, আর যারাই তা শ্রবণ করবে তারা স্বীয় গর্দান এক দিকে ঝুঁকিয়ে দিবে এবং অন্য দিকে উঠাবে (মারা যাবে) সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এ শব্দ শুনতে পাবে, সে তার উটের হাউজ নির্মাণ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় সে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে অন্য লোকেরাও বেঁহুশ হয়ে যাবে, এর পর আল্লাহ্ কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টি প্রেরণ করবেন বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ফলে মানুষের দেহ সতেজ হবে, অতপর দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন মানুষ সাথে সাথে উঠে দেখতে থাকবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া, বাব যিকরি দাজ্জাল)

৭৩. প্রথম এবং দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার মাঝে কত সময় থাকবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا؟ قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ اَبَيْتُ ثُمَّ يُنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْءٌ اِلَّا يَبْلٰى اِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দু'টি ফুঁৎকারের মাঝে চল্লিশ, (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরাইরা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন : আমি জানিনা, তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করল চল্লিশ

মাস? তিনি বললেন : আমি জানিনা, তারা আবার জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন : আমি জানিনা, অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন, এরপর মানুষের দেহ এমনভাবে সতেজ হবে যেমন মাটি থেকে সবুজ সতেজ চারা উৎপন্ন হয়। আবু হুরাইরা আরো বলেন : মানব দেহের একটি হাড্ডি ছাড়া গোটা দেহ মাটি হয়ে যাবে, আর তাহল মেরুদণ্ডের হাড্ডি, শেষ বিচার দিবসে ঐ হাড্ডি থেকেই লোকদেরকে পুনরুত্থান করা হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া, বাব মা বাইনা নাফখাতাইন)

১৩. প্রথম ফুঁৎকারের পর যা হবে

৭৪. শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকারের শব্দ শোনা মাত্র মানুষ চিন্তিত হয়ে যাবে এরপর এ শব্দ এমন স্পষ্ট এবং বিকট হতে থাকবে মানুষ তখন মরতে আরম্ভ করবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে ফলে আকাশ ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন। (সূরা যুমার : আয়াত-৬৮)

৭৫. প্রথম ফুঁৎকারের পর আল্লাহ্ ছাড়া সকল প্রাণী মরবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

আল্লাহ্র চেহারা (সত্তা) ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল, বিধান তারই এবং তারই নিকট তোমরা ফিরে যাবে। (সূরা কাসাস : আয়াত-৮৮)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার পালনকর্তার চেহারা (সত্তা) যিনি মহিমাময় মহানুভব। (সূরা আর রহমান : আয়াত-২৬-২৭)

৭৬. প্রথম ফুঁৎকারের পর আল্লাহ্ দুনিয়ায় বাদশাহীর দাবিদারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : আজ গৌরব অহংকারকারীরা কোথায়?

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَطْوِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمٰوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ

الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ
ثُمَّ يَطْوِي الْاَرْضَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ
اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ .

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ আকাশসমূহকে গুছিয়ে স্বীয় ডান হাতে রাখবেন, অতপর জিজ্ঞেস করবেন, আমি বাদশাহ পৃথিবীতে গৌরব ও অহংকারকারীরা আজ কোথায়? এরপর তিনি পৃথিবীকে গুছিয়ে স্বীয় বাম হাতে নিয়ে বলবেন ঃ আমি বাদশাহ ও গৌরব এবং অহংকারকারীরা আজ কোথায়?

(মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব সিফাতুল কিয়ামা ওয়াল জান্না ওয়া ন্নার)

৭৭. প্রথম ফুঁৎকারের পর আল্লাহ্ বলবেন : আজকের বাদশাহী কার? শেষে নিজেই জবাবে বলবেন : একমাত্র মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্র।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ عَزَّ
وَجَلَّ اِذَا قَبَضَ اَرْوَاحَ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ فَلَمْ يَبْقَ سِوَاهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ حِيْنَئِذٍ يَقُوْلُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَجِيْبُ
نَفْسَهٗ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টির রূহ কবজ করে নিবেন, তখন একমাত্র অদ্বিতীয় তিনি ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, তখন তিনি বলবেন : আজকের বাদশাহী কার? এভাবে তিনবার বলে, শেষে নিজেই জবাবে বলবেন : একমাত্র একক মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্র। (ত্বাবারানী, তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা গাফের ১৬)

৭৮. প্রথম ফুঁৎকারের কিছুক্ষণ পর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে যার ফলে মানুষের মেরুদণ্ডের হাড় থেকে তাদের দেহ পুনর্গঠিত হবে কিন্তু তখনো তাতে রূহ দেয়া হবে না।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ
النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا؟ قَالَ

اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ اَبَيْتُ ثُمَّ يُنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْئٌ اِلَّا يَبْلٰى اِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يَرْكَبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : দু'টি ফুঁৎকারের মাঝে চল্লিশ, (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন : আমি জানিনা, তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করল চল্লিশ মাস? তিনি বললেন : আমি জানিনা, তারা আবার জিজ্ঞেস করল চল্লিশ বছর? তিনি বললেন : আমি জানিনা, অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন, এরপর মানুষের দেহ এমনভাবে সতেজ হবে যেমন মাটি থেকে সবুজ সতেজ চারা উৎপন্ন হয়। আবু হুরাইরা আরো বলেন : মানব দেহের একটি হাড্ডি ছাড়া গোটা দেহ মাটি হয়ে যাবে, আর তাহল মেরুদণ্ডের হাড্ডি, শেষ বিচার দিবসে ঐ হাড্ডি থেকেই লোকদেরকে পুনরুত্থান করা হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিসসায়া, বাব মা বাইনা নাফখাতাইন)

১৪. শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর যা হবে

৭৯. শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারের পর গোটা দেহ জীবিত মানুষের আকারে উঠে দাঁড়াবে।

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ، فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -

অতএব এটাতো একটি বিকট আওয়াজ মাত্র, তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। (সূরা নাযি'আত : আয়াত-১৩-১৪)

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ -

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে চলবে।

(সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৫১)

৮০. শিঙ্গায় দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়ার পর মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র আদালতে হাজির হতে আরম্ভ করবে।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ـ

যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।

(সূরা নাবা : আয়াত-১৮)

৮১. শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর সর্বপ্রথম নবী করীম ﷺ কবর থেকে উঠবেন এরপর অন্যান্য মানুষ উঠবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ فَاَكُوْنَ اَوَّلُ مَنْ رَفَعَ رَاْسَهٗ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمِهٖ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ اَرْفَعَ رَاْسَهٗ قَبْلِىْ اَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের পর আকাশ ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টি জীব মৃত্যুবরণ করবে, শুধু তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্ রাখতে চাইবে, দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের পর লোকেরা উঠে দেখতে থাকবে। (সূরা যুমার : আয়াত-৬৮)

সর্বপ্রথম কবর থেকে আমি নবী করীম ﷺ মাথা উঠাব, ঐ সময় মূসা (আ) আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি জানিনা যে তিনি আমার পূর্বে কবর থেকে উঠবেন, না তিনি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ চিন্তা মুক্ত রাখবেন।

(তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন, সূরা যুমার, ৩/২৫৮৭)

১৫. পুনরুত্থান

৮২. লোকেরা নিজ নিজ কবর থেকে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় উঠবে।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ ـ

যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, অতপর আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সবাই তার নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। (সূরা নামল : আয়াত-৮৭)

৮৩. যাকে কোন প্রাণী খেয়ে ফেলেছিল সে ঐ প্রাণীর পেট থেকে বের হবে, যে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করছে সে সেখান থেকে উত্থিত হবে, যাকে জ্বালিয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সে সেখান থেকে উত্থিত হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حَمْزَةَ يَوْمَ اُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَاٰهُ قَدْ مُثِلَ بِهٖ فَقَالَ لَوْلَا اَنْ تَجِدَ فِىْ نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتّٰى تَاْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتّٰى يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُوْنِهَا ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হামযা (রা)-এর লাশের নিকট এসে দেখল, তাঁকে মুছলা (নাক কান কেঁটে ফেলা হয়েছে), তখন তিনি বললেন : যদি সাফিয়া তার মনে ব্যাথা অনুভব না করত, তাহলে আমি হামযাকে এ অবস্থায়ই রেখে দিতাম, যাতে করে তাকে কোন জানোয়ারে খেয়ে ফেলে এবং শেষ বিচার দিবসে তার পেট থেকে সে বের হয়। (তিরমিযী, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাব ফানাউদ্দুনিয়া ওয়া বায়ানুল হাশর ইয়াওমুল কিয়ামা)

৮৪. মানুষ তাদের কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ، خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ـ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ـ

অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যেদিন আহ্বানকারী ডাকবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে, বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে।

(সূরা আল ক্বামার : আয়াত-৬-৮)

৮৫. মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে উলঙ্গ, খালি পা ও খাতনাহীন অবস্থায় উঠবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً وَعُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে লোকদেরকে উলঙ্গ, খালি পা, ও খাতনাহীন অবস্থায় উঠানো হবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সমস্ত নারী ও পুরুষরা একে অপরের দিকে দেখতে থাকবে না? তিনি বললেন : হে আয়েশা! সে দিনটি এত ভয়াবহতা হবে যে, একে অপরের দিকে তাকানোর মত হুঁশ থাকবে না। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাব আদ্দুনইয়া ওয়া বায়ানুল হাশর ইয়াওমুল কিয়ামা)

৮৬. কোন কোন মানুষকে তার কবর থেকে অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى -

এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং শেষ বিচার দিবসে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন : এমনিভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, এর পর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। (সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২৪-১২৬)

৮৭. কিছু সংখ্যক লোককে বধির, মূক ও অন্ধ করে তোলা হবে।

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا -

শেষ বিচার দিবসে আমি তাদেরকে একত্রিত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ. মূক ও বধির করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, যখনই তা অস্তমিত হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি বাড়িয়ে দিব। (সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-৯৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهٖ؟ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِيْ اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ (رضى) بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহ্র নবী! ﷺ কাফের কিভাবে তার মুখের ওপর ভর করে চলে হাশরের মাঠে হাজির হবে? তিনি বললেন : ঐ সত্তা যিনি তাকে দুনিয়ায় দু'পায়ের ওপর চালিয়েছেন তিনি কি তাকে শেষ বিচার দিবসে তা মুখের ওপর ভর করে চালাতে পারবেন না? কাতাদা বলল : হ্যাঁ আমার পালনকর্তার ইজ্জতের কসম।

(বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব কাইফাল হাশর)

৮৮. কবর থেকে বের হওয়া মাত্র দু'জন ফেরেশ্তা তাদের সাথে থেকে তাদেরকে আল্লাহ্র আদালতে নিয়ে আসবে।

وَلَوْ تَرٰى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ -

যদি আপনি দেখতেন যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, এর পর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে। (সূরা সাবা : আয়াত- ৫১)

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ -

প্রত্যেক ব্যক্তি আসবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী।

(সূরা ক্বাফ : আয়াত-২১)

৮৯. কাফেররা কবর থেকে উঠার পর অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে হাশরের মাঠ পর্যন্ত পৌঁছবে।

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُوْفِضُوْنَ، خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ -

সেদিন তারা কবর থেকে তাড়াতাড়ি বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে, তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত তারা হবে হীনতাগ্রস্ত, এটাই সেদিন, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হতো। (সূরা মাআ'রিজ : আয়াত-৪৩-৪৪)

৯০. মৃতব্যক্তির জন্য আহাজারীকারী নারীরা কবর থেকে এমনভাবে উঠবে যেন তাদের দেহে চুলকানীর কারণে তারা তাদের শরীর যখম করছে।

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ النَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ -

আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপকারী নারী, তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তাহলে এমনভাবে সে তার কবর থেকে উঠবে, যেন তার দেহে আলকাতরার চাদর ও খসখসে চামড়ার ওড়না থাকবে।

(মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাব তাসদীদ ফিন্নীয়াহা)

৯১. মু'মিনগণ তাদের কবর থেকে দাড়ি ও গোঁফহীন লাজুক চোখ নিয়ে ৩০ বছরের যুবকের ন্যায় কবর থেকে উঠবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُبْعَثُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَرَادَ مَرَدًا مِكْحَلِيْنَ بَنِىْ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً -

মু'আজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ তাদের কবর থেকে দাড়ি গোঁফহীন, লাজুক চোখ নিয়ে ৩০ বছরের যুবকের ন্যায় উঠবে।

(আহমদ, মাযমাউযযাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, হাদীস নং-১৮৩৪৬)

৯২. কবর থেকে উঠার পর সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে পোশাক পরানো হবে এরপর নবী করীম ﷺ-কে, এরপর অন্যান্য নবীগণকে, এরপর মু'মিনগণকে পালাক্রমে পোশাক পরানো হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى مِنَ الْجَنَّةِ اِبْرَاهِيْمُ يُكْسٰى حُلَّةً مِنَ الْجَنَّةِ وَيُؤْتٰى بِكُرْسِىْ فَيُطْرَحُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ وَيُؤْتٰى بِىْ فَاُكْسٰى حُلَّةً مِنَ الْجَنَّةِ لَا يَقُوْمُ لَهَا الْبَشَرُ ثُمَّ اُوْتٰى بِكُرْسِىٍّ فَيُطْرَحُ لِىْ عَلٰى سَاقِ الْعَرْشِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমরা উলঙ্গ ও খালি পায়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে, সর্বপ্রথম যাকে জান্নাতের পোশাক পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (আ)। তাকে জান্নাতের পোশাক পরানো হবে, এরপর তার জন্য একটি চেয়ার এনে আরশের ডান পার্শ্বে রাখা হবে, এরপর আমার জন্য জান্নাত থেকে পোশাক আনা হবে এবং আমাকে তা পরানো হবে, যা অন্য কাউকে পরানো হবে না, এর পর আমার জন্য একটি চেয়ার আনা হবে এবং আরশের খুঁটির পার্শ্বে রাখা হবে। (বাইহাকী, আত্তাযকিরা লি কুরতুবী, আবওয়াবুল মাউত, মাযায়া ফি হাশরিন্নাস ইলাল্লাহ তাআলা)

নোট : ইবরাহীম (আ)-কে নমরূদ যখন আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তাঁর দেহ থেকে পোশাক খুলে নিয়েছিল, অই শেষ বিচার দিবসে তাঁকে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে। (ফাতহুল বারী : ৬ : ৩৯০)

৯৩. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কবর থেকে সে অবস্থায় উঠবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছিল।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : প্রত্যেক বান্দা যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, ঐ

অবস্থায় তার পুনরুত্থান হবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাবুল আমর বিহুসনিজ্জন্ন বিল্লাহ তা'লা ইন্দাল মাওত)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষ তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।

(আহমদ, সহীহুল জামে আসসাগীর, ওয়া যিয়াদাতুহু, খণ্ড-৬, হাদীস নং-৭৮৭১)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ بِقَوْمٍ عَذَبًا اَصَابَ الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে শাস্তি দিতে চান, তখন গোটা জাতিকেই শাস্তি দেন, এরপর শেষ বিচার দিবসে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী কবর থেকে উঠবে এবং তারা পৃথক পৃথক শাস্তি বা আরাম ভোগ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাবুল আমরি বিহুসনি জ্জন বিল্লাহি তা'লা ইন্দাল মাওত)

১৬. আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদদের পুনরুত্থান

৯৪. শহীদ তাঁর কবর থেকে দেহ থেকে রক্ত ঝরা অবস্থায় উত্থিত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُكْلَمُ اَحَدٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত

হয়েছে, আর আল্লাহ্ ভালো করে জানেন কে আল্লাহ্র রাস্তায় আঘাত পেয়েছে, সে শেষ বিচার দিবসে এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার রক্তে রং তো রক্তের মতোই হবে, কিন্তু তা থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণ আসবে।

(বোখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব মান ইয়াখরুজু ফি সাবীলিল্লাহ)

৯৫. ইহরামরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী হাজী তার কবর থেকে তালবীয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বিদায় হজ্জের সময় এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর সাথে ছিল, তার উট তাকে ফেলে দিয়ে গর্দান ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং এতে সে মৃত্যুবরণ করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তাকে পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে গোসল করাও ইহরামের উভয় কাপড় তাকে কাফন দাও, তার দেহে সুগন্ধি লাগাবে না, তার মাথাও ঢাকবে না, শেষ বিচার দিবসে সে তালবিয়া পড়তে পড়তে উঠবে।

(মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ বাব গোসলুল মোহরেম বিসসিদরি ইযা মাতা)

১৭. হাশর

৯৬. কিছু সংখ্যক লোক তাদের কবর থেকে উঠে পায়ে হেঁটে হাশরের মাঠে হাজির হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللّٰهَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا .

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমরা উলঙ্গ, খালি পায়ে, হেঁটে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে।

(বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব কাইফাল হাশর)

৯৭. কিছু সংখ্যক লোক স্বীয় কবর থেকে উঠে সোয়ারীর ওপর আরোহণ করে হাশরের মাঠে আসবে। কাফেরদেরকে আগুন হাশরের মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ وَرَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَتُحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِىْ مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : লোকদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে হাশরের মাঠে হাজির করা হবে, একটি দল হবে জান্নাতের প্রতি আসক্ত, দ্বিতীয় দলটি জাহান্নামের প্রতি ভীত, (এ উভয় দল হবে মুসলমানদের) তাদের মধ্যে কিছু লোক একটি উটে আরোহণ করে হাশরের মাঠে হাজির হবে, আবার কিছু সংখ্যক একটি উটে তিন জন করে আরোহণ করে সেখানে হাজির হবে, আবার কিছু সংখ্যক একটি উটে চারজন করে আরোহণ করে সেখানে হাজির হবে, আবার কিছু একটি উটে দশজন করে আরোহন করে সেখানে হাজির হবে। আর অবশিষ্ট মানুষ (কাফের) তাদেরকে আগুন তাড়িয়ে নিয়ে আসবে হাশরের মাঠে। যেখানেই ক্লান্তি হয়ে আরামের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে আগুনও সেখানে থেমে যাবে, যেখানে তারা রাত্রি যাপনের জন্য দাঁড়াবে আগুনও সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে, যেখানে তারা ভোর করবে আগুনও সেখানে ভোর করবে, যেখানে তারা সন্ধ্যা করবে আগুনও সেখানে সন্ধ্যা করবে। (বোখারী, কিতাবুর রিকাক : বাব কাইফাল হাশর)

৯৮. কিছু সংখ্যক লোক অন্ধ ও মূক হওয়া সত্ত্বেও মুখে ভর করে চলে হাশরের মাঠে হাজির হবে।

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَّاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا -

শেষ বিচার দিবসে আমি তাদেরকে একত্রিত করব অন্ধের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ. মূক, ও বধির করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, যখনই তা অস্তমিত হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি বাড়িয়ে দিব। (সূরা বানী ইসরাঈল : আয়াত-৯৭)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهٖ؟ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِىْ اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ (رضى) بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহ্‌র নবী ﷺ কাফের কিভাবে তার মুখের ওপর ভর করে চলে হাশরের মাঠে হাজির হবে? তিনি বললেন : ঐ সত্তা যিনি তাকে দুনিয়ায় দু'পায়ের ওপর চালিয়েছেন তিনি কি তাকে শেষ বিচার দিবসে তা মুখের ওপর ভর করে চালাতে পারবেন না? কাতাদা বলল : হ্যাঁ আমার পালনকর্তার ইজ্জতের কসম।

(বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব কাইফাল হাশর)

৯৯. কিছু সংখ্যক লোককে তাদের মুখের ওপর ভর করা অবস্থায় ফেরেশ্‌তাগণ হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন।

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا.

যাদেরকে মুখে ভর করে চলা অবস্থায় জাহান্নামে সমবেত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই সর্বাধিক গোমরাহী। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৩৪)

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ .

বাহ্‌য ইবনে হাকীম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : তোমরা পায়ে হেঁটে আরোহণ

করে এবং তোমাদের মুখের ওপর ভর করে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব মাযায়া ফি সা'নিল হাশর, ২/১৯৭৬)

১০০. সমস্ত সৃষ্টি জীবকে আল্লাহ্ এমনভাবে হাশরের মাঠে সমবেত করবেন যে একজন সৃষ্টিও বাকি থাকবে না।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ـ

স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত, আর তুমি দুনিয়াকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর, সেদিন মানুষকে আমি সমবেত করব এবং তাদের কাউকেও ছাড় দিব না। (সূরা কাহাফ : আয়াত-৪৭)

১৮. হাশরের মাঠ

১০১. সিরিয়া লোকদেরকে জমা করার স্থান (হাশরের মাঠ) হবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ رِجَالًا وَّرُكْبَانًا وَتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ هٰهُنَا وَاَوْمَا بِيَدِهٖ نَحْوَ الشَّامِ ـ

মু'আবিয়া ইবনে হাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমরা পায়ে হেঁটে, আরোহণ করে, মুখের ওপর ভর করে এখানে সমবেত হবে, এ বলে তিনি সিরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

(হাকেম, সহীহ আলজামে আস সাগীর, লি আলবানী খণ্ড-২, হাদীস নং-২২৯৮)

عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّامُ اَرْضُ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ ـ

মাইমুনা বিনতে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সিরিয়া একত্রিত হওয়া এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থান।

(আহমদ, সহীহ আলজামে আস সাগীর, লি আলবানী, খণ্ড-২, হাদীস নং-৩৬২০)

১০২. হাশরের মাঠের আকাশ ও যমিন বর্তমান আকাশ ও যমিন থেকে আলাদা হবে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

যেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আকাশ মণ্ডলী ও মানুষ হাজির হবে আল্লাহ্‌র সামনে, যিনি এক পরাক্রমশালী। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪৮)

عَنْ مَسْرُوْقٍ (رضى) قَالَ تَلَتْ عَائِشَةُ (رضى) هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ۔

মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আয়েশা (রা) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ যমীন অন্য যমীনে এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ তখন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : পুলসিরাতের ওপর।

(তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন, বাব সূরা ইবরাহীম, ৩/২৪৯৬)

১০৩. হাশরের মাঠ আলোক উজ্জ্বল সাদা পরিষ্কার গোলবের ন্যায় পৃথিবীতে একত্রিত করা হবে।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۔

বিশ্ব তা পালনকর্তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা উপস্থাপন করা হবে এবং নবী ও সাক্ষীগণকেও উপস্থিত করা হবে, সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (সূরা যুমার : আয়াত-৬৯)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ۔

শেষ বিচার দিবসে মানুষকে সাদা উজ্জ্বল পরিষ্কার গোলবের ন্যায় পৃথিবীতে একত্রিত করা হবে যেখানে কারো কোন মালিকানার চিহ্ন থাকবে না। (মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন ওয়া আহকামিহিম, বাব ফিল বা'সি ওয়ানুসুর ওয়া সিফাতুল আরয ইয়ামুল কিয়ামা)

১০৪. নুতন বিশ্ব যাবতীয় পাপাচার যুলুম অবিচার মুক্ত হবে সেখানে সমস্ত ফায়সালা ইনসাফ ভিত্তিক হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ قَالَ اَرْضٌ بَيْضَاءُ لَمْ يَسْفَكْ عَلَيْهَا دَمٌ وَلَمْ يُقْضٰى عَلَيْهَا خَطِيْئَةٌ .

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল্লাহ্র বাণী : যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে, তিনি বললেন : সাদা উজ্জ্বল যমিন হবে যেখানে কোন রক্তপাত হয়নি এবং যেখানে কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়নি।

(বায্যার, মাযমাউয্যাওয়ায়েদ, খণ্ড-১০, হাদীস নং-১৮৩৬৫)

১০৫. হাশরের মাঠে প্রত্যেকে খুব কষ্ট করে দু'পা রাখার মতো স্থান পাবে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (رضى) قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَدَّ اللّٰهُ الْاَرْضَ مَدَّ الْاَدِيْمِ حَتّٰى لَايَكُوْنُ لِاَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ اِلَّا مَوْضَعُ قَدَمَيْهِ .

আলী ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ পৃথিবীকে টেনে চামড়ার ন্যায় করে দিবেন, ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে শুধু তার দু'পা রাখার মতো স্থান পাবে।

(বায্যার, আত্তাযকিরাতুল কুরতুবী, আবওয়াবুল মাউত, বাব আইনা ইয়াকুনুন্নাস)

১৯. হাশরের মাঠের ভয়াবহতা

১০৬. হাশ্‌রের মাঠের ভয়াবহতা মৃত্যু ও কবরের কষ্টের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি হবে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا رَفَعَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَلْقَ ابْنُ اٰدَمَ شَيْئًا مُنْذُ خَلَقَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَنَّ الْمَوْتَ اَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ وَاَنَّهُمْ لَيَلْقَوْنَ مِنْ هَوْلِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ شِدَّةً حَتّٰى يُلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ حَتّٰى اَنَّ السُّفُنَ لَوْ اُجْرِيَتْ فِيْهِ اُجْرَتْ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন থেকে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে তার ওপর মৃত্যুর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক সময় আর কখনো আসেনি, আর মৃত্যুর পরের স্তরগুলো মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক। নিশ্চয়ই মানুষ হাশরের দিনের কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, দেহ থেকে ঘাম ঝড়তে থাকবে, ঘাম এত অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হবে যে, যদি কেউ ঘামের মাঝে নৌকা চালাতে চায় তাহলে তাও সম্ভব হবে।

(ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত্তারগিব ওয়াততার হিব, খণ্ড-৪, হাদীস নং-৫২৫৮)

১০৭. হাশরের মাঠের গরম ঘামে দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মানুষ নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে হাশরের মাঠ থেকে মুক্তি দিন, যদিও তা জাহান্নামেই হোক না কেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَرِحْنِىْ وَلَوْ اِلَى النَّارِ .

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে ঘাম কোন কোন লোকের চেহারা পর্যন্ত হবে, তখন সে প্রার্থনা করতে থাকবে, হে আমার পালনকর্তা! মুসিবত থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও, যদিও তা জাহান্নামেই হোক না কেন।

(ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত্তারগিব ওয়াততার হিব, খণ্ড-৪, হাদীস নং-৫২৬০)

১০৮. হাশরের মাঠে সমস্ত নারী-পুরুষ উলঙ্গ দেহ, জুতা ও খাতনাহীন হবে কিন্তু ভয়ে ভীত হওয়ার কারণে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারবে না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً وَعُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে লোকদেরকে উলঙ্গ, খালি পা ও খাতনাহীন অবস্থায় উঠানো হবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! সমস্ত নারী ও পুরুষরা একে অপরের দিকে তাকাবে না? তিনি বললেন : হে আয়েশা! সে দিনটি এত ভয়াবহতা হবে যে, একে অপরের দিকে তাকানোর মতো হুঁশ থাকবে না। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাব আদ্দুনইয়া ওয়া বায়ানুল হাশর ইয়াওমুল কিয়ামা)

১০৯. কাফেরদের ভয়-ভীতিকে বাড়ানোর জন্য জাহান্নামকে হাশরের মাঠের পাশে রাখা হবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ -

এবং বিপথগামীদের সামনে প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম।

(সূরা শুয়ারা : আয়াত-৯১)

১১০. হাশরের মাঠে ভয়াবহতা দেখে কাফেরদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যাবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ, অসৎ কর্মের বিনিময়ে যে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে, কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে

আল্লাহ্র হাত থেকে। তাদের চেহারা যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে, এরা হল জাহান্নামী, এরা এতেই চিরকাল অবস্থান করবে।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-২৭)

وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ـ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ـ

এবং অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল। (সূরা আবাসা : আয়াত-৪০-৪২)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, শেষ বিচার দিবসে আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন, অহংকারীদের বাসস্থান জাহান্নাম নয় কি? (সূরা যুমার : আয়াত-৬০)

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ـ

কোন কোন চেহারা হয়ে পড়বে বিবর্ণ এ আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন। (সূরা কিয়ামা : আয়াত-২৪-২৫)

১১১. তীর যেমন ধনুকে খুব কষ্ট করে রাখা হয় তেমনি মানুষকেও হাশরের মাঠে খুব কষ্ট করে ৫০ হাজার বছর রাখা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) قَالَ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا جَمَعَكُمُ اللّٰهُ كَمَا يَجْمَعُ النَّبْلُ فِى الْكِنَانَةِ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে। (সূরা মুতাফ্ফিফীন : আয়াত-৬)

তিনি বললেন : তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে? যখন আল্লাহ্ ৫০ হাজার বছরের জন্য এমনভাবে একত্রিত করে রাখবেন, যেমন তীর ধনুকের সাথে মিশে থাকে, আর এ সময়ে আল্লাহ্ তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না।
(হাকেম, কিতাবুল আহওয়াল, বাব লা-ইদখুলু আহলুল জান্না হাত্তা ইয়ানকু আন মাযালিমিদ্দুনইয়া)

১১২. কাফের ও মুশরিকদের জন্য হাশরের মাঠের অর্ধেক দিন ৫০ হাজার বছরের ন্যায় মনে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ : مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ فَيَهُوْنُ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَتَدَلِّى الشَّمْسِ لِلْغُرُوْبِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনেই তার ব্যাখ্যায় বলেছেন এর অর্ধেক দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের ন্যায় হবে, আর এ পরিমাণ মুমিনদের জন্য অত্যন্ত সাধারণ হবে, সূর্য ঢলে পড়ার থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়ার সময়ের পরিমাণ হবে।

১১৩. কাফেরদের জন্য হাশরের মাঠের কষ্ট মৃত্যু যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার মতো হবে আর মুমিনের জন্য সর্দির মতো মনে হবে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ حَدَّثَنِىْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَقَائِمٌ اَنْتَظِرُ اُمَّتِىْ تَعْبُرُ الصِّرَاطَ اِذْ جَاءَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَقَالَ هٰذِهِ الْاَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَا مُحَمَّدُ يَسْاَلُوْنَ اَوْ قَالَ يَجْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ جَمْعِ الْاُمَمِ اِلٰى حَيْثُ يَشَاءُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيْهِ فَالْخَلْقُ مُلْجَمُوْنَ الْعَرَقِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكْمَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَاهُ الْمَوْتُ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে বলেছেন : আমি আমার উম্মতের জন্য পুসলিরাতের ওপর অপেক্ষা করতে থাকব, যাতে করে তারা পুল অতিক্রম করতে পারে, হঠাৎ করে ঈসা (আ) এসে বলবেন : হে মুহাম্মদ! এটি নবীদের দল তারা এসেছে, বা বলবেন : নবীগণ আপনার নিকট এসেছে আপনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করে তাদেরকে যেখানে তিনি চান সেখানে যেন প্রেরণ করেন, যাতে করে তারা বর্তমানে যে কষ্ট আছে তা থেকে মুক্তি পায়। সৃষ্টি জীব ঘামের মধ্যে হাবডুবু খাচ্ছে, মু'মিনের জন্য হাশরের মাঠের কষ্ট সর্দির কষ্টের মতো মনে হবে। অথচ কাফেরদের নিকট হাশরের মাঠের কষ্ট মৃত্যু যন্ত্রণায় বেহুঁশ হওয়ার মতো কষ্টকর হবে। (আহমদ, মাযমাউযযাওয়ায়েদ, বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ দরবেশ, কিতাবুল বা'স বাব ফিশিফা, ১০/১৮৫০৬)

২০. হাশরের মাঠে সূর্যের তাপ

১১৪. হাশরের মাঠে সূর্য মানুষ থেকে এক মাইল দূরে থাকবে মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে।

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مَيْلٍ قَالَ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُوْنُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ اِلٰى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا قَالَ وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى فِيْهِ ـ

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, শেষ বিচার দিবসে সূর্য মানুষের নিকট থেকে এক মাইল দূরে অবস্থান করবে, আর মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে, কারো টাখনু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত, একথা বলে তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

(মুসলিম, মাযমাউযযাওয়ায়েদ, বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ দরবেশ, কিতাবুল বাস বাব ফিশিফা, ১০/১৮৫০৬)

১১৫. ঘাম কোন কোন মানুষের পায়ের পাতা পর্যন্ত, টাখনুর নিচ পর্যন্ত, হাঁটু পর্যন্ত, পেট পর্যন্ত, কোমর পর্যন্ত, কাঁধ পর্যন্ত, মুখ পর্যন্ত হবে এবং কোন কোন মানুষ ঘামের মাঝে সাঁতার কাটবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْاَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّبْلُغُ نِصْفَ السَّاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّبْلُغُ اِلَى الْعَجْزِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّبْلُغُ اِلَى الْخَاصِرَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّبْلُغُ مَنْكِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّبْلُغُ عُنُقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّبْلُغُ وَسَطَهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ الْجَمْهَا فَاهُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ هٰكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُّغَطِّيْهِ عَرَقُهُ وَضَرَبَ بِيَدِهِ وَاَشَارَ وَاَمَرَّ يَدَهُ فَوْقَ رَاْسِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّصِيْبَ الرَّاْسَ دَوْرَاحَتَيْهِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً .

ওকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে সূর্য পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়ে যাবে, মানুষের দেহ থেকে ঘাম ঝড়তে থাকবে, ঘাম কারো পায়ের পাতা পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম টাখনুর নিচ পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত হবে, কারো পিঠ পর্যন্ত, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, কারো কাঁধ পর্যন্ত, কারো গর্দান পর্যন্ত, কারো মুখ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ নিজ হাত দিয়ে এভাবে ইঙ্গিত করলেন যেমন কারো মুখে লাগাম লাগানো থাকে, ওকবা ইবনে আমের বলেন : আমি দেখলাম তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, কেউ ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। (আহমদ, ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, হাকেম, মহিউদ্দীন আদীব লিখিত আত্তারগীব ওয়াত্তারহিব, কিতাবুল বাস, ফাসল ঠিল হাশর, ৪/৫২৫৭)

১১৬. কোন কোন মানুষের মুখের ওপরে কানের নিচ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِى الرَّشْحِ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : "যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে।" এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : কোন কোন মানুষ কানের নিচ পর্যন্ত ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে।

(তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন, বাব সূরা ওয়াইলুল লিল মোতাফফিফীন, ৩/২৬৫৬)

১১৭. শেষ বিচার দিবসে মানুষের দেহ থেকে এত ঘাম ঝড়বে যে তা মাটির ওপর ১৪০ মিটার উঁচু হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ بَاعًا وَاِنَّهُ لَيَبْلُغُ اِلٰى اَفْوَاهِ النَّاسِ اَوْ اِلٰى اٰذَانِهِمْ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : শেষ বিচার দিবসে ঘাম মাটি থেকে ১৪০ মিটার উঁচু হবে, আর তা কোন কোন মানুষের মুখ বা কান পর্যন্ত হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতুহু, বাব সিফাত ইয়ামুল কিয়ামা)

২১. হাশরের মাঠে সম্মানিত করবে এমন কিছু আমল

১১৮. সৎ আমল শেষ বিচার দিবসে সকল ধরনের ভয়াবহতা থেকে মানুষকে রক্ষা করবে।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ـ

যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতার পুরস্কার পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (সূরা নামল : আয়াত-৮৯)

১১৯. নিম্নোক্ত সাত ধরনের মানুষ হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র ছায়াতলে স্থান পাবে।

১. ন্যায়পরায়ণ বাদশা, ২. যৌবনকালে ইবাদতকারী, ৩. যার অন্তর মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, ৪. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে, ৫. পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য সুন্দরী মহিলার ডাককে আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রত্যাখ্যান করে, ৬. গোপনভাবে দান খয়রাত করে, ৭. একা একা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে কান্নায়রত এমন ব্যক্তি।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفٰى حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়াতলে ছায়া দিবেন, যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

১. ন্যায়পরায়ণ বাদশা।
২. যুবক যে তার যৌবনকালকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে অতিক্রম করেছে।
৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।
৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে এবং এ উদ্দেশ্যেই একে অপরকে অপছন্দ করে।
৫. ঐ ব্যক্তি যাকে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য কোন সুন্দরী মহিলার ডাকে সাড়া দেয়নি আল্লাহ্‌র ভয়ে।
৬. ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে দান খয়রাত করে যে, তার বা হাত জানেনা যে তার ডান হাত কি দান করেছে।

৭. ঐ ব্যক্তি যে একা একা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে কান্নাকাটি করে।" (বোখারী, কিতাবুল আযান, বাব মান জালাসা ফিল মাসজিদ ইয়ানতাযিরুসসালা ওয়া ফাযলুল মাসাজিদ)

১২০. অভাবী ঋণগ্রহিতাকে ঋণ আদায়ে সময়দাতা বা ঋণের কিছু অংশ ক্ষমাকারীও হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে ছায়া পাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ ﷺ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَهٗ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের সময় দেয় বা ঋণের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয় শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তাকে তাঁর আরশের ছায়া তলে ছায়া দিবেন, যে দিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল হিবাত, বাব ইনযারুল মোসের, ২/১৯৬৩)

عَنْ اَبِىْ الْيُسْرِ (رضى) صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّظِلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ فَلْيَنْظُرْ مُعْسِرًا اَوْ لِيَضَعَ لَهٗ ـ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবুল ইয়ুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ্ তাকে তাঁর আরশের ছায়া তলে স্থান দেন, সে যেন ঋণ গ্রহিতাকে সুযোগ দেয় বা ঋণের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়। (ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল হিবাত, বাব ইনযার আল মোসের, ২/১৯৬৩)

১২১. উত্তম চরিত্রের মানুষ হাশরের ময়দানে নবী করীম ﷺ-এর খুব নিকটে থাকবে।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয়ই আমার নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় এবং শেষ বিচার দিবসে আমার খুব নিকটে থাকবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং শেষ বিচার দিবসে আমার নিকট থেকে দূরে থাকবে তারা, যারা বেশি কথা বলে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে ও অহংকারকারী।" (তিরমিযী, আবওয়াবুল বির ওয়াসসিলা, বাব যামায় ফি মায়ালী আল আখলাক (২/১৬৪২)

১২২. বিনয় নম্রতা বসত সাদা বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে তার ইচ্ছা মতো বস্ত্র পরানো হবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىْ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَىِّ حُلَلِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ـ

মু'আয ইবনে আনাস আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিনয় ও নম্রতা দেখায়, তার তাওফীক থাকা সত্ত্বেও দামী বস্ত্র ব্যবহার করল না, শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মানুষের সামনে আহ্বান করবেন, যাতে করে সে মু'মিনের বস্ত্রের মধ্য থেকে যে ধরনের বস্ত্র খুশী তা ব্যবহার করতে পারে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল কিয়ামা, বাব ১৫ (২/২০১৭)

১২৩. হাশরের ময়দানে মু'মিনের ওজুর অঙ্গসমূহ উজ্জ্বল ও সাদা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আমার উম্মতদেরকে ওযুর কারণে

তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো উজ্জ্বল অবস্থায় আহ্বান করা হবে, অতএব যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম সে যেন তা করে।

(বোখারী, কিতাবুল ওযু, বাব ফযলুল ওযু)

নোট : উল্লেখ্য নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতদেরকে ওযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উজ্জ্বলতা দেখেই চিনতে পারবেন। (ইবনে মাজা)

১২৪. হাশরের মাঠে আযানদাতার গর্দান দীর্ঘ হবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুয়াযযিন (আযানদাতা) শেষ বিচার দিবসে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা গলা বিশিষ্ট হবে। (ইবনে মাজা, কিতাবুল আযান, বাব ফযলুল আযান (৩/২৫১৬)

১২৫. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে একে অপরের মুহাব্বতকারী আলোকোজ্জ্বল আসনে আসীন হবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِّنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ ـ

মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে একে অপরকে মুহাব্বতকারী এমন নূরের মিম্বরের ওপর আসীন হবে, যা নবী ও শহীদগণও কামনা করবে।

(তিরমিযী, কিতাবুযযিকর ওয়াদ্দুয়া, বাব ফযলুল ইযতেমা আলা তিলওয়াতিল কোরআন)

১২৬. সকল ধরনের আচার আচরণে ইনসাফকারীরা আল্লাহ্র ডান পার্শ্ব নূরের মিম্বরে আসীন হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرِ مِّنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ

عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِى حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُّوْا ـ

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই ইনসাফকারীরা আল্লাহ্র নিকট তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরগুলোর ওপর আসীন থাকবে। তাঁর উভয় হাতই ডান হাত, আর তারা হবে ঐ সমস্ত মানুষ যারা তাদের বিচার ফায়সালা ও প্রত্যেক ঐ সমস্ত কাজ যেখানে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা তারা ইনসাফের সাথে পালন করেছে।

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, বাব ফযিলাতুল ইমাম আলে আদল)

১২৭. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরকে মুহাব্বত কারীদের মুখমণ্ডল হাশরের মাঠে আলোকোজ্জ্বল হবে, তারা নূরের মিম্বরের ওপর আরোহী হবে এবং তাদের কোন ভয়ভীতি থাকবে না।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرَوْحِ اللّٰهِ تَعَالٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا اَمْوَالٍ يتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاَنَّهُمْ عَلٰى نُوْرٍ لَايَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَءَ هٰذِهِ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক এমন হবে, যারা না নবী না শহীদ, কিন্তু শেষ বিচার দিবসে নবী ও শহীদগণও তাদের প্রশংসা করবে, তাদের ঐ সম্মানের কারণে যা তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করেছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে বলুন : কারা ঐ সৌভাগ্যবান? তিনি বললেন

: তারা ঐ সব লোক যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও, তারা পরস্পর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের লক্ষ্যে মুহাব্বত করে, তাদের মাঝে অর্থ লেন-দেনেরও কোন সম্পর্ক নেই, (সেদিন) তাদের মুখমণ্ডল নূরানী হবে এবং তারা নূরের মিম্বরের ওপর আসীন হবে, যখন মানুষ ভয়ে ভীত থাকবে তখন তাদের কোন ভয়ই থাকবে না এবং মানুষ যখন চিন্তিত থাকবে, তখন তাদের কোন চিন্তাই থাকবে না। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "আল্লাহ্‌র ওলীদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না।

(সূরা ইউনুস- ৬২, আবু দাউদ, কিতাবুল ইযাযা ফিররেহেন (২/৩০১২)

১২৮. প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেয়নি এমন ব্যক্তিকে হাশরের মাঠে তার পছন্দ মতো হুর দেয়া হবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَتَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنْفِذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُزَوِّجَهٗ مِنْهَا مَاشَاءَ.

মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয়ার সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেয়নি, বরং রাগ দমন করেছে, শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তাকে সমস্ত মানুষের সামনে ডেকে তার পছন্দ মতো হুরঈন চয়ন করার অবকাশ দিবেন, তাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা তাকে সে বিয়ে করবে।

(আহমদ, আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস্‌সাগীর খণ্ড ৫, হাদীস নং-৬৩৯৪)

১২৯. নিম্নোক্ত তিনটি আমল হাশরের মাঠে সম্মানের কারণ হবে : ১. কোন বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করা, ২. ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের জন্য সময়দাতা, ৩. কারো দোষ গোপন রাখা।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَّفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ইহকালের বিপদগুলোর কোন বিপদ দূর করে, আল্লাহ্ তার শেষ বিচার দিবসের বিপদগুলোর একটি বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ গ্রহীতাকে তা আদায়ের জন্য সুযোগ দেয়, আল্লাহ ইহকাল ও পরকাল তার জন্য সহজ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন দোষ গোপন রাখে আল্লাহ্ ইহকাল ও পরকালের তার দোষ গোপন রাখবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ওয়াদ্দুয়া বাব ফযলুল ইজতেমা তিলওয়াতিল কোরআন)

২২. পরকালে লাঞ্ছিত হওয়ার আমলসমূহ

১৩০. সোনা ও রূপার যাকাত না আদায় কারীদেরকে হাশরের মাঠে সোনা ও রূপার গরম পাত দিয়ে দাগ দেয়া হবে। উট, গরু, মহিষ, বকরী ও ছাগল যাকাত আদায় না কারীদেরকে এ সমস্ত প্রাণীরা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত হাশরের মাঠে পদদলিত করতে থাকবে। হাশরের মাঠের অবস্থান পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلَافِضَّةٍ لَا يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهٗ صَفَاحٌ مِنْ نَّارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهٗ وَجَبِيْنُهٗ وَظَهْرُهٗ كُلَّمَا رُدَّتْ اُعِيْدَتْ لَهٗ فِىْ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهٗ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَالْاِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبَ اِبِلٍ لَا يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَايَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطَؤُهٗ بِاَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهٗ بِاَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ

أُخْرَاهَا فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبَ بَقَرٍ وَلَاغَنَمٍ لَايُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَايَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْجَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّهَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি সোনা ও চাঁদির মালিক কিন্তু তার হক (যাকাত) আদায় করে না, শেষ বিচার দিবসে ঐ সোনা ও চাঁদির পাত তৈরি করা হবে, এরপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, এরপর তা দিয়ে তার ললাট, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে, যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন তা আবার গরম করার জন্য জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাকে আবার ঐ শাস্তি দেয়া হবে, (আর তা করা হবে এমন এক দিনে) যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তার এ শাস্তি মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে, এরপর তাদের মধ্যে কেউ পথ ধরবে জান্নাতের দিকে, আর কেউ জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! উটের মালিকের কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন : যে উটের মালিক, তার উটের হক আদায় করবে না, আর উটের হকগুলোর মধ্যে পানি পানের দিন তার দুধ দোহন করে তা অন্যদেরকে দান করাও একটি, যখন শেষ বিচার দিবস আসবে, তখন তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটা তাজা হয়ে আসবে, এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে, এগুলো তাদের পা দিয়ে তাকে পদদলিত করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে,. এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে,

তখন অপরটি অগ্রসর হবে, সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে, এদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে, তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এরপর জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! গরু ছাগলের মালিকদের কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন : যেসব গরু ছাগলের মালিক এর হক আদায় করবে না, শেষ বিচার দিবসে তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে, আর তার সেসব গরু ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে পদদলিত করতে থাকবে, সেদিন তার একটি গরু বা ছাগলের শিং বাঁকা বা ভাঙ্গা হবে না এবং তাকে পদদলিত করার বিষয়েও একটি বাদ থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে তখন দ্বিতীয়টি এর পিছে এসে যাবে। সারাদিন তাকে এভাবে পেষণ করা হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে, তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ চলবে।

(মুসলিম, কিতাবুয্‌যাকাত, বাব ইসমু মানে' যাকাত)

১৩১. হাশরের মাঠে মুনাফিক ও বে-নামাযীদের লাঞ্ছনা ও অপমানের দৃশ্য।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ، خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ -

গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য ডাকা হবে, অতঃপর তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে ডাকা হতো। (সূরা কালাম : আয়াত-৪২-৪৩)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اِتِّقَاءً وَرِيَاءً اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ظَهْرَهٗ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ خَرَّ عَلٰى قَفَاهُ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁর পায়ের গোছা খোলবেন, তখন যারা (দুনিয়াতে) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে সেজদা করত তাদেরকে আল্লাহ্ সেজদা করার শক্তি দিবেন, কিন্তু যারা নিজেদেরকে রক্ষা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সেজদা করত, তাদের পিঠকে আল্লাহ্ কাঠ করে দিবেন, তখন তারা সেজদা করতে চাইলে পিছনে পড়ে যাবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমেনীন ফিল আখেরা রাব্বুহুম)

১৩২. হত্যাকারী ও নিহত হাশরের মাঠে এমনভাবে হাজির হবে যে নিহতের দেহ থেকে রক্ত ঝড়তে থাকবে আর হত্যাকারীর মাথা ও কপাল নিহতের হাতে থাকবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِئُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَاَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُوْلُ يَارَبِّ قَتَلَنِيْ هٰذَا يَدْنِيْهِ مِنَ الْعَرْشِ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে এমনভাবে নিয়ে আসবে যে, হত্যাকারীর কপাল ও মাথা তার হাতে থাকবে, আর তার রগগুলো দিয়ে রক্ত ঝড়তে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হে আমার প্রভু! সে আমাকে হত্যা করেছিল, এ কথা বলতে বলতে সে হত্যাকারীকে আরশের নিকটবর্তীস্থানে নিয়ে আসবে।

(তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন, বাব ওয়ামিন সুরাতিন্নিসা (৩/২৪২৫)

১৩৩. কারো জমিন বা বাড়ি যবর দখলকারী শেষ বিচার দিবসে সাত তবক জমিন কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় হাশরের মাঠে হাজির হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি জোরপূর্বক করে জমিন ছিনিয়ে নিবে, শেষ বিচার দিবসে তার কাঁধে সাত তবক জমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

(বোখারী, কিতাবুল মাযালেম, বাব ইসমু মান যলামা সাইআন মিনাল আরয)

১৩৪. সুদখোর শেষ বিচার দিবসে হাশরের মাঠে এমনভাবে হাজির হবে যেন তাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَبَخَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ـ

যারা সুদ খায় তারা শেষ বিচার দিবসে দাঁড়াবে যেভাবে দাঁড়ায় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৫)

১৩৫. অহংকারকারীরা হাশরের মাঠে পিপীলিকার ন্যায় হাজির হবে।

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْثَالَ الذَّرِّ فِىْ صُوْرِ الرِّجَالِ هُمُ الذِّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسُ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةُ الْخَبَالِ ـ

আমর ইবনে শু'আইব (রা) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে অহংকারকারীদেরকে পিপীলিকার ন্যায় মানব আকৃতিতে একত্রিত করবেন, সকল ধরনের লাঞ্ছনা ও অপমানে তারা পড়বে, তাদেরকে জাহান্নামের বন্দীশালায় আনা হবে যার নাম হবে 'বুলিশ' সেখানে উত্তপ্ত আগুন তাদেরকে ঘিরে রাখবে, আর তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ খাওয়ানো হবে। এ খাবারকে 'তীনাতুল খাবাল' বলা হয়। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব নং ১০ (৩/২০২৫)

১৩৬. নেতাদেরকে হাশরের মাঠে তাদের হাত গর্দানের সাথে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসা হবে।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِىْ اَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ اِلَّا اَتَاهُ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُوْلاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهٗ اِلٰى عُنُقِهٖ فَكَّهُ بِرُّهٗ اَوْ اَوْبَقَهُ اِثْمُهٗ ـ

আবূ উমামা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি দশ বা তার অধিক লোকের দায়িত্বশীল ছিল, সে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে গর্দানে তার হাত বাঁধা অবস্থায়, শেষে হয় তার নেক আমল এ অবস্থা থেকে মুক্ত করবে, অন্যথায় তার পাপ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। (আহমদ, আরবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইমারা ওয়াল কাযা, ব্রুফাসল আস্‌সালেস। (২/৩৭১৪)

১৩৭. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তার পিঠে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পতাকা বহন করে হাশরের মাঠে হাজির হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবু সাঈদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর সাথে একটি করে পতাকা থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাব তাহরীমিল গাদর)

১৩৮. একাধিক স্ত্রীর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে না পারা ব্যক্তি হাশরের মাঠে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় হাজির হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ امْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اَحَدِهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهٗ مَائِلٌ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যার দুজন স্ত্রী ছিল, আর সে তাদের কোন একজনের প্রতি অধিক সম্পর্ক রাখত (উভয়ের মাঝে ইনসাফ করেনি) শেষ বিচার দিবসে সে তার অর্ধেক দেহ বিকল অবস্থায় হাজির হবে।

(আবু দাউদ, সহীস সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ২, হাদীস নং ১৮৬৮)

১৩৯. অপরের প্রতি যুলুমকারী হাশরের মাঠে অন্ধকারে থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যুলুম শেষ বিচার দিবসে অন্ধকারে রূপ নিবে।

(বোখারী, কিতাবুল মাযালেম, বাব যুলমাতু ইয়ামাল কিয়ামা)

১৪০. চোর হাশরের মাঠে চুরির মাল কাঁধে নিয়ে হাজির হবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ يَا أَبَا الْوَلِيْدِ اتَّقِ اللّٰهَ لَاتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ لَهَا خُوَارٌ شَاةٌ ثُغَاءٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ ذَالِكَ كَذَالِكَ اِىْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ قَالَ فَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَئٍ اَبَدًا ـ

উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাকাত আদায়ের জন্য দায়িত্ব দিলেন এবং বললেন : হে আবু ওলীদ! (যাকাতের মাল প্রসঙ্গে) আল্লাহ্কে ভয় করবে, শেষ বিচার দিবসে এমনভাবে আসবে না যে তুমি নিজের কাঁধে উট বহন করে নিয়ে আসবে, আর তা আওয়াজ করতে থাকবে বা গরু বহন করে নিয়ে আসবে, আর তা হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে বা বকরী কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসবে, আর তা ম্যা ম্যা করতে থাকবে, আর আমাকে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করবে। ওবাদা বিন সামেত (রা) বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ যাকাতের মালে হের ফের করার কারণে এ পরিণতি হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ অবস্থা হবে। ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বলল : ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন আমি কখনো যাকাত আদায়ের কাজ করব না। (ত্বাবারানী, আলবানী লিখিত, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহিব, খণ্ড-১, হাদীস নং-৭৭৮)

১৪১. পেশাদার ভিক্ষুক হাশরের ময়দানে এমনভাবে হাজির হবে যে তার মুখমণ্ডলে কোন গোশত থাকবে না।

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ـ

হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকেরা মানুষের নিকট হাত পাততে থাকবে এমনকি শেষ বিচার দিবসে এমনভাবে হাজির হবে যে, তার মুখমণ্ডলে কোন গোশত থাকবে না। (মুসলিম, কিতাবুয্যাকাত, বাব নাহি আনিল মাসআলা)

১৪২. লোক দেখানো আমলকারীকে শেষ বিচার দিবসে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ بِهٖ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

মুস্তাওরাদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে (স্বার্থ অর্জনের জন্য) লৌকিকতার পর্যায়ে তুলে দিল, শেষ বিচার দিবসে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকেও লৌকিকতার স্তরে উঠাবেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফিল গীবা (৩/৪০৪৮)

১৪৩. কাউকে ব্যভিচারের বিষয়ে মিথ্যা অপবাদদাতাকে হাশরের মাঠে মিথ্যা অপবাদদাতাকে শাস্তি দেয়া হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَةً بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ كَمَا قَالَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কর্মচারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিল, শেষ বিচার দিবসে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হবে, তবে যদি সে যা বলেছে তা সত্য হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। (মুসলিম, কিতাবুল আঈমান, বাব সোহবাতুল মামালীক)

নোট : মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হল ৮০টি বেত্রাঘাত।

১৪৪. নিম্নোক্ত পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ কোন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি তাকাবেনও না।

১. টাখনুর নিচে বস্ত্র পরিধানকারী, ২. অনুগ্রহ করে খোঁটাদাতা, ৩. মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয়কারী।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ۔

আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তিন ধরনের মানুষের সাথে আল্লাহ্ শেষ বিচার দিবসে কোন কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তও করবেন না, এমনকি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। ১. টাখনুর নিচে বস্ত্র পরিধানকারী, ২. অনুগ্রহ করে খোঁটাদাতা, ৩. মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয়কারী। (মুসলিম, কিতাবুল আইমান, বাব গিলয তাহরীম ইসবালিল ইযার ওয়াল মান নিল আতিয়া)

১৪৫. নিম্নোক্ত তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, ২. অধিনস্তদের সাথে মিথ্যাবাদী শাসক, ৩. অহংকারী ফকীর।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ۔

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, এমনকি তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তও করবেন না। আবু মু'আবিয়া বলল : তাদের দিকে তাকাবেনও না আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। ১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, ২. মিথ্যুক শাসক, ৩. অহংকারী ফকীর। (মুসলিম, কিতাবুল আইমান, বাব গিলয তাহরীম ইসবালিল ইযার ওয়াল মান্ নিল আতিয়া)

১৪৬. হাশরের মাঠে লাঞ্ছনা ও অপমানকারী দুটি আমল : ১. কোন মুসাফিরকে এমন স্থানে পানি পান না করানো যেখানে অন্য পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ২. অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের সাথে অবস্থান করা।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايِعٌ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لاَخْذِهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايِعٌ اِمَامًا لاَيُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفِىْ وَاِنْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ۔

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, এমনকি তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তও করবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

১. ঐ ব্যক্তি যে জঙ্গলে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে, অথচ মুসাফিরকে সেখান থেকে পানি নিতে বাধা দেয়। (সেখানে ঐ পানি ছাড়া আর কোন পানিও নেই)।

২. ঐ ব্যক্তি যে আসরের পর আল্লাহ্‌র নামে (মিথ্যা) কসম করে মাল বিক্রি করল যে, আমি তা এত দিয়ে ক্রয় করেছি, আর ক্রেতা তা সত্য মনে করে ক্রয় করে নিল, অথচ দোকানী ঐ মাল ঐ দামে ক্রয় করেনি।

৩. ঐ ব্যক্তি যে শুধু দুনিয়াবী স্বার্থেই কোন শাসকের নিকট বাই'আত করে, যদি শাসক তাকে কোন সুবিধা দেয় তাহলে সে তাকে মেনে চলে, আর সুবিধা না দিলে তাকে অমান্য করে।

(মুসলিম, কিতাবুল আইমান, বাব গিলয তাহরীম ইসবাল ওয়া বায়ান আস্ছালাছা আল্লাযিনা লা ইউকাল্লিমুহুমুল্লাহ ইয়ামুল ক্বিয়ামা)

১৪৭. হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র করুণাময় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত আরো তিন বদ নসীব– ১. পিতা-মাতার অবাধ্য, ২. পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী, ৩. দাইয়ুস।

عَنْ اِبْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَايَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْاَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوْثُ۔

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তিন ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না। ১. পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি। ২. পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী, ৩. দাইয়ুস।'

(নাসায়ী, কিতাবুয্যাকাত, বাব আলমান্নান বিমা উ'তিয়া (২/২৪০২)

নোট : দাইউস ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী বে-পর্দা হয়ে গাইর মাহরামদের (যাদের সাথে বিয়ে জায়েয) সামনে আসে অথচ তার আত্মমর্যাদাবোধ জাগে না।

২৩. হাশরের মাঠে মানুষের বিভিন্ন দলে ভাগ হওয়া

১৪৮. হাশ্‌রের মাঠে সকল মানুষকে তাদের আক্বীদা ও আমল অনুযায়ী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ۔

হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত- ৫৯)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ۔

যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে, সেসব সম্প্রদায় থেকে যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলত, অতপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হবে।

(সূরা নামল : আয়াত-৮৩)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِتَتَّبِعَ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا

يَبْقٰى اَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ اِلَّا
يَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقٰى اِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ
مِنْ بِرٍّ اَوْفَاجِرٍ وَغَيْرِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُوْدُ فَيُقَالُ لَهُمْ
مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بْنِ اللّٰهِ فَيُقَالُ
كَذِبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُوْنَ؟ قَالُوْا
عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَسْقِنَا فَيُشَارُ اِلَيْهِمْ اَلَا تُرَدُّوْنَ؟ فَيُحْشَرُ
اِلَى النَّارِ كَاَنَّهَا سَرَابٌ يَحْتِمُ بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ
ثُمَّ تُدْعَى النَّصٰرٰى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ؟ قَالُوْا كُنَّا
نَعْبُدُوا الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ
مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ عَطِشْنَا يَا رَبَّا
فَاسْقِنَا فَيُشَارُ اِلَيْهِمْ اَلَا تُرَدُّوْنَ؟ فَيُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ كَاَنَّهَا
سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ حَتّٰى اِذَا
لَمْ يَبْقَ اِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بِرٍّ وَ فَاجِرٍ اَتَاهُمُ اللّٰهُ فِىْ
اَدْنٰى صُوْرَةٍ مِنَ الَّتِىْ رَاَوْهُ فِيْهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ؟ تَتَّبِعُ كُلُّ
اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسُ فِى الدُّنْيَا
اَفْقَرَ مَا كُنَّا اِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ وَلَا نُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتّٰى
بَعْضُهُمْ لِيَكَادَ اَنْ يَّنْقَلِبَ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ اٰيَةٌ
فَتَعْرِفُوْنَهٗ بِهَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقٰى

مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ظَهْرَهٗ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ خَرَّ عَلٰى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِىْ صُوْرَتِهٖ الَّتِىْ رَوَاهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ : اَنْتَ رَبُّنَا .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক উম্মত যারা যার ইবাদত বা পূজা করত তারা তার অনুসরণ কর। ফলে মুশরিকরা কেউ বাকি থাকবে না, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তি ও মূর্তিপূজার বেদীতে উপাসনা করত তাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, অবশেষে যারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে তারা পাপী বা নেককার যাই হোক না কেন থেকে যাবে, আর তাদের সাথে থাকবে আহলে কিতাবদের কিছু সংখ্যক লোক, এরপর ইহুদীদের ডাকা হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা ইহকালে কার ইবাদত করতে, তারা বলবে আমরা আল্লাহ্র পুত্র ওযাইরের ইবাদত করতাম, তখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা জঘন্যতম মিথ্যা কথা বলছ, কেননা আল্লাহ্র কোন স্ত্রী বা সন্তান কিছুই নেই। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে আমরা পিপাসিত, হে প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে পানি পান করান, এরপর তাদের প্রতি ইশারা করে বলা হবে যাও পানি পান কর, তখন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

জাহান্নাম দেখে তাদের নিকট মরীচিকার ন্যায় মনে হবে, আগুনের লেলিহান শিখা পানির মতো ঢেউ খেলবে এবং দেখে মনে হবে যেন একটি আরেকটিকে গ্রাস করছে। এর পর তারা পানির আশায় জাহান্নামে পড়ে যাবে। এর পর নাসারাদের আহ্বান করা হবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহ্র পুত্র মসীহ (ঈসার) ইবাদত করতাম, তাদেরকে বলা হবে তোমরা মিথ্যা কথা বলছ।

কেননা আল্লাহ্র তো কোন স্ত্রী বা সন্তান নেই, তাদেরকেও জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা এখন কি চাও। তারা বলবে আমরা পিপাসিত, হে প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন, এরপর তাদের প্রতি ইশারা করে বলা হবে যাও সেখানে গিয়ে পানি পান কর, তখন তাদেরকেও জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে

নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নাম দেখে তাদের নিকট মরীচিকার ন্যায় মনে হবে, আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মনে হবে, পানির মতো তা ঢেউ খেলছে আর একটি অপরটিকে যেন গ্রাস করছে। তখন তারা জাহান্নামে পড়ে যাবে।

পরিশেষে বাকি থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনাকারীরা তাদের মাঝে পাপীরাও থাকবে, নেককাররাও থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে পরিচিত মুখমণ্ডল নিয়ে হাজির হয়ে বলবেন : তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? তোমরা প্রত্যেকে যার ইবাদত করতে সে তার সাথে মিলে যাও। তখন তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! দুনিয়াতে আমরা তাদের থেকে পৃথক ছিলাম, আমরা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলাম, কিন্তু তবুও এদের অনুসরণ করিনি।

তিনি বলবেন, আমি তোমাদের পালনকর্তা। তখন তারা বলবে নাউযুবিল্লাহি মিনকা'। আমরা আল্লাহুর সাথে কাউকে অংশীস্থাপন করব না, একথাটি দু'বার বা তিন বার বলা হবে, তাদের কেউ কেউ ফিরে যেতে চাইবে, তখন তাদেরকে ডেকে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে হ্যাঁ। তখন তাঁর পায়ের নিচের অংশ (গোছা খোলা হবে) তখন যারা স্বেচ্ছায় পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে দুনিয়াতে তাঁকে সেজদা করত, তাদেরকে সেজদা করার অনুমতি দেয়া হবে, আর সাথে সাথেই সবাই সেজদায় পড়ে যাবে। কেউ বাকি থাকবে না কিন্তু যারা লোক দেখানোর জন্য সেজদা করত তারাও সেজদা করতে চাইবে কিন্তু তাদের মেরুদণ্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি কাঠের ন্যায় হয়ে যাবে। ফলে তারা সেজদা করতে চাইলে পেছনের দিকে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। অতপর সেজদায় অবনতরা মাথা তুলে প্রথমে আল্লাহ্‌কে যে আকৃতিতে দেখেছিল ঠিক সেই আকৃতিতে দেখতে পাবে, তিনি বলবেন : আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তারাও বলবে : হ্যাঁ আপনিই আমাদের প্রতিপালক।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমিনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম)

১৪৯. চাঁদ সূর্য দেব-দেবী ইত্যাদি বাতেল মা'বুদের উপাসনাকারীরা হাশরের মাঠে নিজ নিজ উপাসকের সাথে থাকবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعِ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعِ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعِ

الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيَاهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَانَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيَاهُمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শেষ বিচার দিবসে মানুষদেরকে একত্রিত করে বলা হবে, যে যার ইবাদত করতে সে তার অনুসরণ করুক। তখন মানুষদের মধ্যে কিছু সূর্যের অনুসরণ করবে, কিছু চন্দ্রের, কিছু অনুসরণ করবে বাতিল উপাসকদের। শুধু এ উম্মত (মোহাম্মদী) অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে, আল্লাহ্ তাদের সামনে নতুন আকৃতিতে আসবেন এবং বলবেন আমি তোমাদের প্রতিপালক। লোকেরা বলবে যতক্ষণ আমাদের প্রতিপালক না আসবে ততক্ষণ আমরা এখানেই থেকে যাব, আমাদের প্রতিপালক যখন আসবে তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। তখন আল্লাহ্ তাদের সামনে পূর্বের আকৃতিতে আসবেন এবং বলবেন আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে : হ্যাঁ। আপনিই আমাদের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে নিবেন। (বুখারী, কিতাবুল আযান বাব ফযলিস্‌সুজুদ)

১৫০. বে-নামাযী হাশরের মাঠে কারুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফ এর সাথে অবস্থান করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ ابْنِ خَلْفٍ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদিন সালাতের কথা বলতে গিয়ে বললেন : যে ব্যক্তি তা হেফাজত করবে তা তার জন্য শেষ বিচার দিবসে আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায়

হবে। আর যে তা হেফাজত করবে না, শেষ বিচার দিবসে তার কোন আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় থাকবে না। সে শেষ বিচার দিবসে কারুন, হামান, ফেরআউন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে।

(ইবনে হাব্বান, কিতাবুল আযান বাব ফযলিস্‌সুজুদ)

১৫১. হাশরের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ নবীর সাথে থাকবে সবচেয়ে বেশি লোক হবে মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَمُرُّ مَعَهُ الْاُمَّةُ وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ وَالنَّبِىُّ يَمُرُّمَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَاذَا سَوَادٌ كَثِيْرٌ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ هٰؤُلَاءِ اُمَّتِىْ لَا؟ اُمَّتِىْ قَالَ لَا؟ وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ فَنَظَرْتُ فَاذَا سَوَادٌ كَثِيْرٌ قَالَ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার সামনে নবীগণের উম্মতদেরকে উপস্থাপন করা হল, কোন কোন নবীর সাথে অনেক লোক যাচ্ছে, আবার কোন কোন নবীর সাথে অল্প কিছু লোক যাচ্ছে, আবার কোন কোন নবীর সাথে শুধু দশ জন লোক ছিল, আবার কারো সাথে মাত্র পাঁচ জন লোক ছিল, আবার কোন কোন নবী একাই ছিল। এরপর আমি বড় একটি দল দেখতে পেলাম, আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কি আমার উম্মত? জিবরীল বলল : না। একটু ঐ দিকে আকাশের কিনারার দিকে তাকান, আমি তাকিয়ে বিরাট এক জনসমুদ্র দেখতে পেলাম। জিবরীল বলল : এরা আপনার উম্মত।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব ইয়াদখুলুনাল জান্না সাবউনা আলফ বিগাইরি হিসাব)

২৪. হাশরের মাঠে মু'মিনগণের অবস্থা

১৫২. নবীগণ হাশরের মাঠে নূরের মিম্বরে সমাসীন থাকবেন আর মুহাম্মদ ﷺ এর মিম্বরে সবচেয়ে উঁচু হবে এবং অধিক আলোকোজ্জ্বল হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْبَرًا مِنْ نُوْرٍ وَاِنِّىْ لَعَلٰى اَطْوَلِهَا وَاَنْوَرِهَا ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে প্রত্যেক নবীর জন্য নূরের মিম্বর থাকবে, আর আমি তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক আলোকিত মিম্বরে থাকব।
(ইবনু হিব্বান, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বাস ফাসলু ফি শশাফায়া, ৪/৫৩২৮)

১৫৩. হাশরের মাঠে নবীদের পতাকা থাকবে আর সবচেয়ে বড় ও উঁচু পতাকা হবে মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য এবং অন্যান্য নবীগণও তাঁর পতাকাতলে থাকবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَّلَا فَخْرَ وَبِيَدِىْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِىْ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخْرَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আমি হব সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান তবে এতে গৌরবের কিছু নেই, আমার হাতে প্রশংসিত পতাকা থাকবে, এতেও গৌরবের কিছু নেই, ঐ দিন আদম (আ) থেকে নিয়ে আমার পূর্ব পর্যন্ত এমন কোন নবী হবে না, যে আমার পতাকা তলে থাকবে না, আর সর্বপ্রথম আমার কবরই খোলা হবে, এটাও গৌরবের কিছু নয়। (তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআন আল কারীম, বাব ওয়া মিন সূরা বানী ইসরাঈল, ৩/২৫১৬)

১৫৪. মু'মিনগণ হাশরের মাঠে সকল ধরনের দুঃশ্চিন্তা/ লাঞ্ছনা ও অপমান মুক্ত থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

মহাত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশ্তারা তাদেরকে স্বাগতম জানাবে, আজ তোমাদের দিন যে দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।
(সূরা আম্বিয়া : আয়াত-১০৩)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ـ

যে কেউ নেক আমল নিয়ে আসবে সেদিন উৎকৃষ্টতর পুরস্কার পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (সূরা নামল : আয়াত-৮৯)

১৫৫. মু'মিনগণকে অধিক আনন্দিত করার জন্য হাশরের মাঠে তাদেরকে জান্নাত দেখানো হবে।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

জান্নাত তাকওয়াবানদের নিকটবর্তী করা হবে। (সূরা শুআরা : আয়াত- ৯০)

১৫৬. হাশরের মাঠে মু'মিনগণের মুখমণ্ডল তরতাজা ও আলোকোজ্জ্বল এবং হাসি খুশি থাকবে।

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ـ

অনেক চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল, সাহায্য ও প্রফুল্ল হবে।

(সূরা আবাসা : আয়াত-৩৮-৩৯)

১৫৭. হাশরের মাঠের পঞ্চাশ হাজার বছরের দীর্ঘ সময় মু'মিনগণের নিকট এক ঘণ্টার ন্যায় মনে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالُوْا فَاَيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ تُوْضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيٌّ مِنْ نُوْرٍ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ اَقْصَرُ عَلَى الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ سَاعَةٍ مِّنْ نَهَارٍ ـ

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ শেষ বিচার দিবসে ঈমানদার ব্যক্তিরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : তাদের জন্য নূরের চেয়ার রাখা হবে, বাদল তাদেরকে ছায়া দিয়ে থাকবে, ঈমানদারদের জন্য হাশরের মাঠে দীর্ঘদিন এক ঘণ্টার মতো মনে হবে। (তাবারানী ও ইবনু হিব্বান)

১৫৮. হাশরের দিনটি মু'মিনগণের জন্য সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সমান হবে।

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُ

كَمِقْدَارِ مَيْلٍ قَالَ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُوْنُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ اِلٰى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا قَالَ وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى فِيْهِ ـ

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, শেষ বিচার দিবসে সূর্য মানুষের নিকট থেকে এক মাইল দূরে অবস্থান করবে, আর মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে, কারো টাখনু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত, একথা বলে তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। (মুসলিম, মাযমাউযযাওয়ায়েদ, বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ দরবেশ, কিতাবুল বাস বাব ফিশিফা, ১০/১৮৫০৬)

১৫৯. হাশরের মাঠের দীর্ঘ দিনটি মু'মিনগণের জন্য জোহর থেকে আসরের মধ্যবর্তী সময়ের সমান হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মু'মিনগণের জন্য শেষ বিচার দিবস, জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মতো মনে হবে। (হাকেম, আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, খণ্ড-৫, হাদীস নং-২৪৫৫)

নোট : মু'মিনগণের প্রতি হাশরের দিনের দৈর্ঘ্য তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী পার্থক্য হবে।

১৬০. হাশরের মাঠের কষ্ট মু'মিনগণের জন্য সর্দি লাগার ন্যায় হবে।

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً فَقَالَتِ امْرَاَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَيْفَ يَرٰى بَعْضُنَا بَعْضًا؟ فَقَالَ اِنَّ الْاَبْصَارَ شَاخِصَةٌ

فَرَفَعَ بَصَرَهٗ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ
يَسْتُرَ عَوْرَتِىْ قَالَ اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتَهَا ـ

হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে মানুষকে খালি পা ও উলঙ্গ দেহে উঠানো হবে। এক নারী বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ﷺ তখন আমাদের একজন অপর জনের প্রতি কীভাবে তাকাবে? তিনি বললেন : সেদিন চোখ ভয়ে ভীত থাকবে। (কারো দিকে তাকানোর মতো সুযোগ থাকবে না) ঐ নারী তার দৃষ্টি আকাশের দিকে ফিরিয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন সেদিন আমাকে পর্দায় রাখেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! তুমি তাকে পর্দায় রাখ। (তাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত তারহিব, খণ্ড-৪, হাদীস নং-৫২৪৫)

১৬১. এক সৌভাগ্যবান মহিলার হাশরের মাঠে পর্দায় আবরিত থাকার কামনা এবং তার জন্য রাসূল ﷺ -এর দোয়া।

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ
النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً فَقَالَتِ امْرَاَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ
فَكَيْفَ يَرٰى بَعْضُنَا بَعْضًا؟ فَقَالَ اِنَّ الْاَبْصَارَ شَاخِصَةٌ فَرَفَعَ
بَصَرَهٗ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ
يَسْتُرَ عَوْرَتِىْ قَالَ اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتَهَا ـ

হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে মানুষকে খালি পা ও উলঙ্গ দেহে উঠানো হবে। এক নারী বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! ﷺ তখন আমাদের একজন অপর জনের প্রতি কীভাবে তাকাবে? তিনি বললেন : সেদিন চোখ ভয়ে ভীত থাকবে। (কারো দিকে তাকানোর মতো সুযোগ থাকবে না) ঐ নারী তার দৃষ্টি আকাশের দিকে ফিরিয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন সেদিন আমাকে পর্দায় রাখেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! তুমি তাকে পর্দায় রাখ। (তাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত তারহিব, খণ্ড-৪, হাদীস নং-৫২৪৫)

২৫. হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র আদালতের দৃশ্য

১৬২. আদালত স্থাপনের পূর্বে আকাশ ফেটে যাবে, চর্তুদিকে খোলা ময়দানে আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাদের সাথে হাশরের ময়দানে নেমে আসবেন।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا، اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا-

সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশ্‌তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্‌র আর কাফেরদের জন্য দিনটি হবে কঠিন। (সূরা ফোরকান : আয়াত-২৫-২৬)

১৬৩. আল্লাহ্‌র আদালতের আসে-পাশে ফেরেশ্‌তারা পাহারা দিতে থাকবে। আটজন ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র আরশ বহন করতে থাকবে।

وَالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ .

আর ফেরেশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং আট জন ফেরেশ্‌তা আপনার প্রতিপালকের আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে।

(সূরা হাক্কা : আয়াত-১৭)

১৬৪. কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا .

এবং আপনার প্রতিপালক ও ফেরেশ্‌তাগণ কাতারবন্দী হয়ে হাজির হবেন।

(সূরা ফাজর : আয়াত-২২)

২৬. আল্লাহ্‌র আদালতের সাক্ষীগণ

১৬৫. উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর সাক্ষী স্বয়ং নবী করীম ﷺ দিবেন। অন্যান্য উম্মতদের নবীগণও তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ইসলাম পৌছানোর সাক্ষ্য দেবে।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ـ

আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে সাক্ষ্যদাতা, আর আপনাকে ডাকব তাদের ওপর সাক্ষ্যদাতা হিসেবে।

(সূরা নিসা : আয়াত-৪১)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থি সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও, মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৩)

১৬৬. যে সমস্ত উম্মত তাদের নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করবে ঐ নবীগণের বিষয়ে উম্মতে মোহাম্মদীর আলেমগণ সাক্ষী হবে যে ঐ নবীগণ সত্যিই আল্লাহ্‌র দ্বীন তাদের উম্মতদের নিকট পৌছিয়েছে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لِاُمَّتِهٖ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهٗ فَيَشْهَدُوْنَ اِنَّهٗ قَدْ بَلَّغَ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا فَذَالِكَ قَوْلُهٗ عَزَّوَجَلَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا۔

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে নূহ (আ) কে আহ্বান করা হবে, তিনি উপস্থিত হয়ে বলবেন, লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক (আপনার নির্দেশ পালনের জন্য আমি উপস্থিত) আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি আমার মিশন লোকদের নিকট পৌঁছাওনি? নূহ (আ) বলবেন : হে আল্লাহ্! আমি তা পৌঁছিয়েছি। এরপর নূহ (আ)-এর উম্মতদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে নূহ (আ) কি তোমাদের নিকট আমার মিশন পৌঁছায়নি? তারা বলবে : আমাদের নিকট তো কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন আল্লাহ নূহ (আ)-কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? তিনি বলবেন : মোহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মত আমার সাক্ষী। তখন উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আ) সত্যিই আল্লাহ্র মিশন তাঁর উম্মতদের নিকট পৌঁছিয়েছে, আর রাসূল তোমাদের এ সাক্ষ্যের সত্যায়ন করবেন এবং এটিই ঐ আয়াতের অর্থ অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থি সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও, মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৩)

১৬৭. ফেরেশ্তা, আম্বিয়া, সৎলোক এবং শহীদগণও আল্লাহ্র আদালতের সাক্ষী হবেন।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গাম্বর ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (সূরা যুমার : আয়াত-৬৯)

১৬৮. কিরামান কাতেবীন (আমলনামা লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত দু'ফেরেশতার) লিখিত আমলনামাও মানুষের আমলের সাক্ষী হবে।

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে, সম্মানিত আমল লিখকবৃন্দ, তারা জানে যা তোমরা কর। (সূরা ইনফিতার : ১০-১২)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .

যখন দুই ফেরেশ্‌তা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে, সে যে কথাই বলে তাই গ্রহণ করার জন্য তার নিকট সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।

(সূরা ক্বাফ : আয়াত-১৭-১৮)

১৬৯. মানুষের হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহ্‌র আদালতে সাক্ষ্য দিবে।

حَتّٰى اِذَا مَا جَاؤُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

তারা যখন জাহান্নামের নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কান, চক্ষু, ও ত্বক তাদের কর্ম প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে ফিরে যাবে।

(সূরা হামীম সাজদা : আয়াত-২০-২১)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

আজ আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৬৫)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

যেদিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা যা কিছু তারা করত। (সূরা নূর : আয়াত-২৪)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّا اَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُوْلُ يَارَبِّ؟ اَلَمْ تُجِرْنِىْ مِنَ

الظُّلْمِ؟ قَالَ يَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّى لَا اُجِيْرُ عَلٰى نَفْسِىْ اِلَّا شَاهِدًا مِنِّىْ قَالَ فَيَقُوْلُ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبَيْنِ شُهُوْدًا! قَالَ فَيَخْتِمُ عَلٰى فِيْهِ فَيُقَالُ لِاَرْكَانِهِ انْطِقِىْ قَالَ فَتَنْطِقُ بِاَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلِّىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنْ وَسُحْقًا كُنْتُ اُنَاضِلُ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলূল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাজির ছিলাম, তিনি হাসতেছিলেন, আর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, তোমার কি জান আমি কেন হাসতেছি? আমরা বললাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন : শেষ বিচার দিবসে বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে আলাপচারিতার কথা স্মরণ করে আমার হাসি পাচ্ছে। মানুষ বলবে, হে আমার রব! তুমি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেওনি ? (তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে তুমি যুলুম করবে না) আল্লাহ্ বললেন : হ্যাঁ কেন নয়, মানুষ বলবে : আমি আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষী জায়েয মনে করি না, আমি শুধু আমার নিজের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করি। আল্লাহ্ বলবেন : আজ তোমার নিজের সাক্ষীই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে এবং কিরামান কাতেবীনের সাক্ষী। তখন মানুষের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে (বন্ধ করে দেয়া হবে) এরপর মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গকে নির্দেশ দেয়া হবে যে বল : তখন তারা মানুষের আমল সম্পর্কে সাক্ষী দিতে থাকবে। এরপর মানুষকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে, তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উদ্দেশ্য করে বলবে : তোমাদের ধ্বংস হোক, আমিতো তোমাদের সুবিধার জন্যই ঝগড়া করতে ছিলাম। (যাতে করে তোমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাও)। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ ওয়ার রাকায়েক, হাদীস নং-৭৩৫৮)

১৭০. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম বাম রান সাক্ষ্য দিবে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ عَظْمٍ مِنَ الْاِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الْاَفْوَاهِ فَخِذُهُ مِنَ الرِّجْلِ الشِّمَالِ ـ

ওকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেছেন : যেদিন যবান বন্ধ করে দেয়া হবে, ঐ দিন মানব অঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম বাম রান সাক্ষ্য দিবে। (আহমদ, তাবারানী, মাযমাউযযাওয়ায়েদ, বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ আদ্দরবেস, কিতাবুল বাস, বাব মাযায়া ফিল হিসাব, ১০/১৮৩৯৯)

১৭১. মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণকারী জ্বিন ইনসান পাথর বৃক্ষ সবকিছু তার প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দিবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَسْمَعُهُ جِنٌّ وَّلَا اِنْسٌ وَّلَا شَجَرٌ وَّلَا حَجَرٌ شَهِدَ لَهُ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : মুয়াজ্জিনদের আযান শ্রবণকারী জ্বীন, মানুষ, পাথর, বৃক্ষ সবই তার প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দিবে।

(ইবনু মাযা, আবওয়াবুল আযান, বাব ফযলিল আযান, ১/৫৯১)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلَا اِنْسٌ وَّلَا شَيْئٌ اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : মুয়াজ্জিনের আযান যে জ্বিন, মানুষ বা যেই শ্রবণ করুক সে শেষ বিচার দিবসে ঐ মুয়াজ্জিনের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে।

(বুখারী, আবওয়াবুল আযান, বাব ফযলিল আযান, ১/৫৯১)

১৭২. হাতের যেসমস্ত আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা হয় ঐ সমস্ত আঙ্গুলসমূহ শেষ বিচার দিবসে সাক্ষী হবে।

عَنْ يُسَيْرَةَ (رضى) كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُمْ مَسْؤُلَاتٌ مُسْتَنْطِقَاتٌ وَّلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ـ

ইউসরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি হিযরতকারী নারীদের একজন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা তাসবীহ পড়বে (সুবহানাল্লাহ বলবে) তাহলীল বলবে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে) এবং তাকদীস করবে (সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস বলবে) তা নিয়মিত করবে এবং তা আঙ্গুলে গণনা করবে, কেননা শেষ বিচার দিবসে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এবং তারা জবাব দিবে। এ তাসবীহ পাঠে অলসতা করবে না, তাহলে রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

(তিরমিযী, আবুদাউদ, আলবানী লিখিত সহীহ সুনানে তিরমিযী, খণ্ড-৩, হাদীস নং-২৮৩৫)

১৭৩. সিজদার স্থান শেষ বিচার দিবসে সাক্ষ্য দিবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) قَالَ مَنْ سَجَدَ فِىْ مَوْضَعٍ عِنْدَ شَجَرٍ اَوْ حَجَرٍ شَهِدَ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবুদুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন পাথর বা গাছের নিকটবর্তী কোন স্থানে সিজদা দিবে, শেষ বিচার দিবসে বা আল্লাহ্র নিকট তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

(ইবনু মোবারক যাওয়ায়েদ আযযুহদ নামক গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।)

১৭৪. জমিনের টুকরাও আল্লাহ্র আদালতে সাক্ষ্য দিবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ عَمَلُ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ আয়াত "সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা কি? তারা বলল : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হল, প্রত্যেক বান্দা ও বান্দী তার বুকে যে আমল করেছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, সে বলবে যে অমুক দিন অমুক কাজ করেছে, এ হল তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা।

(আহমদ ও তিরমিযী, মাযমাউযযাওয়ায়েদ, বিশ্লেষণ আবদুল্লাহ আদ্দরবেস, কিতাবুল বাস, বাব মা যায়া ফিল হিসাব, ১০/১৮৩৯৯)

১৭৫. হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) শেষ বিচার দিবসে তাকে স্পর্শকারীদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجَرِ وَاللّٰهِ لَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُبِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهٖ يَشْهَدُ عَلٰى مَنْ اَسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সম্পর্কে বলেছেন : আল্লাহ্‌র কসম! শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ হাজরে আসওয়াদকে এমনভাবে পেশ করবেন যে, তখন তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে, তার মুখ থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে, আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, যারা তাকে স্পর্শ করেছে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল হাজ্জ, বাবুসসুজুদ আলাল হাজরিল আসওয়াদ, হাদীস নং-৯৬১)

২৭. আল্লাহ্‌র আদালতে হাজিরা

১৭৬. আল্লাহ্‌র আদালতে ছোট বড় সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ، عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অতএব আপনার রবের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা হিযর : আয়াত-৯২-৯৩)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হবে, যে ব্যক্তি মানুষের ওপর শাসক হবে, তাকে সমস্ত মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, পুরুষ তার পরিবারের লোকদের ওপর শাসক, তাই তাকে তার ঘরের লোকদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হবে, নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের দায়িত্বশীল, তাই তাকে তার ঘর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হবে, কাজের লোক তার মনিব ও তার সম্পদের দায়িত্বশীল, তাই তাকেও ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, সতর্ক হও তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব প্রসঙ্গে শেষ বিচার দিবসে জিজ্ঞেসিত হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাব ফযিলাতুল ইমামুল আদেল)

১৭৭. ফেরেশ্‌তাদের জবাবদিহিতা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ - فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ -

যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন : এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? ফেরেশ্‌তারা বলবে : আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা নিজেদের পূজা করত, তাদের বেশিরভাগই শয়তানে বিশ্বাসী, অতএব আজ তোমরা পরস্পর কোন উপকার বা অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি যালেমদেরকে বলব : তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। (সূরা সাবা : আয়াত-৪০-৪২)

১৭৮. নবীগণের জবাবদিহিতা।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ -

যেদিন আল্লাহ্ সব নবীকে একত্রিত করবেন, অতপর বলবেন : তোমরা কি জবাব পেয়েছিলে? তারা বলবে : আমরা জানি না, আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (সূরা মায়েদা : আয়াত-১০৯)

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ـ

যখন রাসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে।

(সূরা মুরসালাত : আয়াত-১১)

১৭৯. ঈসা (আ)-এর নিকট জবাব তলব।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি মানুষদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন : আপনি পবিত্র, আমার জন্য সোভা পায় না যে আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন শক্তি আমার নেই, যদি আমি বলে থাকি তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত, আপনিতো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানিনা যা আপনার মনে আছে, নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমিতো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র গোলামী কর। যিনি আমার ও তোমার পালনকর্তা, আমি তাদের প্রসঙ্গে জানতাম, যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, অতপর যখন আপনি আমাকে ওপরে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের বিষয়ে জানেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (সূরা মায়েদা : আয়াত-১১৬-১১৮)

১৮০. আল্লাহ্‌র ওলীদের নিকট জবাব তলব।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ـ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ

مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ـ

সেদিন আল্লাহ্ জমায়েত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে? না তারা নিজেরাই গোমরাহ হয়েছিল? তারা বলবে আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারতাম না, কিন্তু আপনিইতো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (সূরা ফোরকান : আয়াত-১৭-১৮)

১৮১. জ্বীনদের নিকট জবাব তলব।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ج يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ج وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ط قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ـ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ـ

যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায় তোমরা মানুষের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ, তাদের মানব বন্ধুরা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি, আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে ছিলেন, আমরা তাতে উপনিত হয়েছি, আল্লাহ বলবেন আগুন হল তোমাদের বাসস্থান, তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী, এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দিব তাদের কাজ কর্মের কারণে। (সূরা আনআ'ম : আয়াত-১২৮-১২৯)

১৮২. জ্বীন ও ইনসানের নিকট জবাব তলব।

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا

عَلٰى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ ـ

হে জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার বিধিবিধান বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দ্বীনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন, তারা বলবে : আমরা স্বীয় পাপ স্বীকার করে নিলাম, দুনিয়াবী জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে তারা কাফের ছিল।

(সূরা আন'আম : আয়াত-১৩০)

১৮৩. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের নিকট জবাব তলব।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ - حَتّٰى اِذَا جَاءُوْا قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ـ

যেদিন আমি একত্রিত করব এককেটি দলকে, সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলত, অতপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে, যখন তারা হাজির হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন তোমরা কি আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলছিলে, অথচ এগুলো প্রসঙ্গে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না, না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে। (সূরা নামল : আয়াত-৮৩-৮৫)

১৮৪. মুশরিকদের নিকট জবাব তলব।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ـ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّاْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ـ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَا ذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ـ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ ـ

যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার অংশীদার দাবি করতে তারা কোথায়? যাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে তারা বলবে যে আমাদের রব! এদেরকেই আমরা গোমরাহী করেছিলাম। আমরা তাদেরকে গোমরাহী করেছিলাম, যেমন আমরা গোমরাহী হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায় মুক্ত হচ্ছি, তারা কেবল আমাদেরকেই ইবাদত করত না, বলা হবে তোমরা তোমাদের অংশীদারদের ডাক, তখন তারা ডাকবে অতপর তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে হায়! তারা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হতো, যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন : তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? অতপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (সূরা কাসাস : আয়াত-৬২-৬৬)

১৮৫. কিয়ামত অস্বীকারকারীদের নিকট জবাব তলব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَاَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَهٗ اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْاَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُ تَرَاسُ وَتَرْبَعَ فَكُنْتَ تَظُنُّ اَنَّكَ مُلَاقِىْ يَوْمَكَ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ لَهٗ اَلْيَوْمَ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ.

আবু হুরায়রা (রা) এবং আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ, সন্তান, দিইনি? তোমার জন্য বাসস্থান, আবাদ জমিনের ব্যবস্থাপনা করিনি, তোমাকে নেতৃত্বের বাস্থাপনাও করে দিয়েছিলাম, যাতে করে তুমি এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে পার (অন্ধকার যুগে গোত্রীয়শাসকরা শাসিতদের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণে চাঁদা নিত)। এর পরও কি আজকের দিনে এ সাক্ষাতের কথা তোমার মনেছিল? সে বলবে না, তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন : আজ আমি তোমাকে ঐভাবে ভুলে গেছি যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।

(তিরমিযী) (আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামাহ, বাব মিনহু ২/১৯৭৮)

১৮৬. মুনাফিকদের নিকট জবাব তলব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهٗ فَيَقُوْلُ اَىْ فُلَانُ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْ لَكَ

الْخَيْلَ وَالْاِبِلَ وَاُذْرِكَ تُرَاسَ وَتَرْبَعَ بِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِىْ بِخَيْرِمَا اسْتَطَاعَ فَيَقُوْلُ هَاهُنَا اِذَا ثُمَّ يَقُوْلُ الْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ فَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ؟ فَيَخْتِمَ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ انْطِقِىْ فَيَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذٰلِكَ لِيُعْذِّرَ مِنْ نَفْسِهٖ وَذَالِكَ الْمُنَافِقُ الَّذِىْ يَسْخَطُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, তখন জিজ্ঞেস করবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে পৃথিবীতে সম্মান দেইনি? তোমাকে নেতৃত্ব দেইনি? তোমাকে স্ত্রী দেইনি? আমি কি তোমার জন্য উট ও ঘোড়ার ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমাকে তোমার স্বজাতির শাসন ক্ষমতা দেইনি? যা থেকে তুমি এক-চতুর্থাংশ পেতে? বান্দা বলবে : কেন নয় হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সবকিছুই দিয়েছিলে। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি আমার সাথে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করতে? বান্দা বলবে : হ্যাঁ হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার প্রতি তোমার কিতাবগুলোর প্রতি তোমার রাসূলগণের প্রতি, বিশ্বাস রাখতাম। আমি সালাত আদায় করেছি, রোযা রেখেছি, দান করেছি ঐ ব্যক্তি যত দূর সম্ভব নিজের প্রশংসা করবে, নিজের বিষয়ে উত্তম কথাগুলো বলবে, আল্লাহ বলবেন : আচ্ছা একটু থাম আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষীর ব্যবস্থা করছি, বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে যে, আমার বিপক্ষে কে সাক্ষী দিবে? আল্লাহ্ বান্দার মুখে তালা লাগিয়ে দিবেন, আর তার রানকে নির্দেশ দিবেন, সে তখন সাক্ষী দিতে থাকবে, তার রান, তার মাংস, তার হাড্ডি, বান্দার আমলের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ এসব সাক্ষী এজন্য ব্যবস্থা করবেন, যাতে করে বান্দার ওযর উপস্থাপন করার মতো আর কোন রাস্তা না থাকে। এ মুনাফিক হবে যাও ওপর আল্লাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকবেন। (মুসলিম, কিতাবুয্যুহ্দ ওয়াররিকাক)

১৮৭. গুনাহগার ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্র আদালতে অপমান ও লাঞ্ছনার কারণে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ـ

যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে নতশির হয়ে বলবে : হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন আমরা নেক আমল করব, আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি।

(সূরা সাজদা : আয়াত-১২)

১৮৮. কাফের মুশরিকরা তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য আল্লাহ্র আদালতে মিথ্যা কসম করবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ـ

যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতপর তারা আল্লাহ্র সামনে কসম করবে যেমন তোমাদের সামনে কসম করে, তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎ পথে আছে। সাবধান তারাইতো আসল মিথ্যাবাদী।

(সূরা মুযাদালাহ : আয়াত-১৮)

১৮৯. আল্লাহ্র আদালতে কারো ওপর বিন্দু পরিমাণেও যুলুম করা হবে না।

قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ، قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ، مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَّا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ـ

তার সঙ্গী শয়তান বলবে : হে আমাদের রব! আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি, বস্তুত সে নিজেই ছিল সুদৃঢ় গোমরাহীতে লিপ্ত। আল্লাহ্ বলবেন : আমার সামনে তর্ক-বিতর্ক কর না, আমিতো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। আমার নিকট কথা পরিবর্তন হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি যুলুম করি না। (সূরা ক্বাফ : আয়াত-১৭-২৯)

১৯০. মু'মিন ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ্র আদালতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে মেহ্মানের ন্যায় হাজির করা হবে।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ـ

সেদিন দয়াময়ের নিকট তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গকে অতিথি রূপে একত্রিত করব।

(সূরা মারইয়াম : আয়াত-৮৫)

১৯১. শেষ বিচার দিবসে আমলনামা পেশ এবং অপরাধীদের ওপর আল্লাহ্‌র কঠিন সিদ্ধান্ত।

وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ، مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ، الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ـ

তার সঙ্গী ফেরেশ্‌তারা বলবে : আমার নিকট যে আমলনামা ছিল তা এই, (বলা হবে) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, যে বাধা দিত কল্যাণমূলক কাজে সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করত তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (সূরা ক্বাফ : আয়াত-২৩-২৬)

নোট : সঙ্গী ফিরিশ্‌তা বলতে বোঝানো হয়েছে যারা দুনিয়ায় মানুষের সাথে অবস্থান করে তাদের আমলনামা প্রস্তুত করত।

১৯২. আল্লাহ্‌র আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই।

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ

আল্লাহ্ নির্দেশ দেন তাঁর নির্দেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন। (সূরা রা'দ : আয়াত-৪১)

لَا يُسْاَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْاَلُوْنَ ـ

তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞেসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-২৩)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

আর যা কিছু আকাশ ও যমিনে রয়েছে তা সবই আল্লাহ্‌র, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুনাময়।
(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১২৯)

২৮. হাউজে কাওসার

১৯৩. হাশরের মাঠে প্রত্যেক নবীকে একটি করে হাউজ দেয়া হবে যেখানে তাদের উম্মতগণ এসে পানি পান করবে।

عَنْ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَاِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ وَارِدَةً وَاِنِّىْ اَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ ـ

সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য হাউজ থাকবে, আর সমস্ত নবী একে অপরের গৌরব করবে যে, কার হাউজে সবচেয়ে বেশি মানুষ আসে, আমি আশা করছি যে তাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি মানুষ আসবে।

(তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম বাব মা যায়া ফি সিফাতিল হাউজ (২/১৯৮৮)

১৯৪. হাউজে কাউসারের পানি সর্বপ্রথম রাসূলে করীম ﷺ পান করবেন।

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَوْضُكَ الَّذِىْ تُحَدِّثُ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ كَمَا بَيْنَ الصَّنْعَاءِ اِلٰى بَصْرٰى ثُمَّ يَمُدُّنِىَ اللّٰهُ فِيْهِ بِكِرَاعٍ لَايَدْرِىْ بَشَرٌ مِمَّنْ خُلِقَ اَىْ طَرْفَيْهِ قَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ (رضى) فَقَالَ اَمَّا الْحَوْضُ فَيَزْدَحِمُ عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَمُوْتُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ يُوْرِدَنِىَ اللّٰهُ الْكِرَاعَ فَاَشْرَبَ مِنْهُ ـ

উতবা ইবনে আবদুস্ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করল, যে হাউজের কথা আপনি বলছেন তা কি? তিনি বললেন : তা সানআ' থেকে বাসরার দূরত্বের ন্যায়, ঐ হাউজ থেকে একটি নালা আমার নিকট পর্যন্ত প্রবাহিত হবে, কোন মানুষ জানবে না যে এ নালাটি হাউজের কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। একথা শ্রবণ করে ওমর (রা) তাকবীর ধ্বনি বলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হাউজের পাশে

গরীব মুহাজিরদের ভিড় হবে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদাতবরণ করেছে, আর আমি আশা করছি যে, আল্লাহ্ ঐ নালাটি আমার নিকট পর্যন্ত প্রবাহিত করবেন, আর আমিই সর্বপ্রথম তা থেকে পানি পান করব। (ইবনু হিব্বান, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খণ্ড : ৪ হাদীস নং-৫৩০১)

১৯৫. গরীব মুহাজিরদের দল সর্বপ্রথম হাউজে কাওসার থেকে পানি পানকারী হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُءُوْسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لَايَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ .

সাওবান (রা) রাসলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমার হাউজে পানি পান করার জন্য সর্বপ্রথম আগমন করবে গরীব মুহাজিরদের দল, যারা এলোকেশী হবে, ময়লা বস্ত্র পরিহিত, যারা সুখে শান্তিতে লালিত-পালিত মহিলাদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখত না, যাদের জন্য আমীর ওমারাদের দরজা বন্ধ থাকত।

(তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল হাউজ ২/১৯৮৯)

১৯৬. মদীনার আনসারদেরকে তিনি তাঁর হাউজে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ مَوْعِدُكُمْ حَوْضِىْ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : হে আনসাররা তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাত হবে আমার হাউজে। (বাযযার, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাউজুন্নাবীয়িনা ﷺ)

১৯৭. হাউজে কাউসারের পানি মেশক আম্বরের চেয়ে বেশি সুগন্ধময়, মধুর চেয়ে মিষ্টি, বরফের চেয়ে অধিক ঠাণ্ডা এবং দুধের চেয়ে অধিক সাদা হবে। যে ব্যক্তি এক বার হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করবে তার কখনো পানির পিপাসা লাগবে না আর যে ঐ পানি পান করেনি সে কখনো তৃপ্ত হবে না।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَوْضِىَ مِنْ كَذَا اِلٰى كَذَا فِيْهِ الْاٰنِيَةُ عَدَدَ النُّجُوْمِ اَطْيَبُ رِيْحُهَا مِنَ الْمِسْكِ، وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَاَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَاَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَاْ اَبَدًا وَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ لَمْ يَرْوَ اَبَدًا

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার হাউজের আয়তন হবে ওমুক স্থান থেকে ওমুক স্থান পর্যন্ত, তাতে নক্ষত্রসম পাত্র থাকবে, তার সুগন্ধি মেশক আম্বরের চেয়েও অধিক হবে, মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হবে, দুধের চেয়েও সাদা হবে, যে ওখান থেকে এক বার পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না, যে ওখান থেকে পানি পান না করবে সে কখনো তৃপ্ত হবে না। (বাযযার ও ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খণ্ড ৪ হাদীস ৫২৫৮)

১৯৮. যে ব্যক্তি হাউজে কাওসারের পানি পান করবে তার কখনো কোন চিন্তা বা ভয় থাকবে না।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَاْ بَعْدَهَا اَبَدًا لَمْ يُسَوَّدْ وَجْهُهُ اَبَدًا ـ

আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওখান থেকে একবার পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না এবং তার মুখমণ্ডল কখনো কালো হবে না। (ইবনু হিব্বান, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খণ্ড ৪ হাদীস ৫২৪৫))

১৯৯. নবী করীম ﷺ-এর হাউজে কাওসারে সোনা ও চাঁদির পান পাত্র থাকবে যার সংখ্যা হবে আকাশের তারকাসম।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَى فِيْهِ اَبَارِيْقَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِنُجُوْمِ السَّمَاءِ ـ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হাউজে কাওসারের তুমি সোনা ও চাঁদির পান পাত্র দেখতে পাবে, যার পরিমাণ হবে আকাশের তারকা পরিমাণ।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাউজি নাবিয়্যিনা ﷺ)

২০০. হাউজে কাউসারের আয়তন হবে মদীনা ও আম্মান (জর্ডানের) দূরত্বের সমান। হাউজে কাউসারের পানি জান্নাত থেকে দু'টি নালার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আসবে তার একটি নালা হবে সোনার অপরটি চাঁদির।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ حَوْضِيْ أَذُوْدُو النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَاىَ حَتّٰى يَرْفَض عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مَقَامِيْ إِلٰى عَمَّانَ وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيْهِ مِيْزَانٌ يُمَدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ -

সাওবান (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : হাউজে কাওসারের পাশে আমি ইয়ামানবাসীদের সম্মানে অন্যদেরকে আমার লাঠি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিব। তখন হাউজের পানি ইয়ামানবাসীদের প্রতি প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা তৃপ্তি সহকারে পান করবে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল হাউজের প্রশস্ততা কেমন হবে, তিনি বললেন : মদীনা থেকে আম্মান পর্যন্ত, এরপর হাউজের পানি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হল যে, তা কেমন হবে? তিনি বললেন : তা দুধের চেয়ে সাদা হবে, মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে, এরপর তিনি বললেন : আমার হাউজে জান্নাত থেকে দু'টি নালার মাধ্যমে পানি আসতে থাকবে, তার মধ্যে একটি নালা হবে সোনার অপরটি চাঁদির।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাউজি নাবিয়্যি না ﷺ)

২০১. কাফের পানি পান করার জন্য হাউজে কাওসারের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে ওখান থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنِّىْ لَأَذُوْدُو عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيْبَةَ حَوْضًا

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ نَعَمْ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِالْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ ـ

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আমি হাউজ থেকে বিধর্মীদের এমনভাবে দূরে সরিয়ে দিব, যেমন উটের মালিক তার আস্তানা থেকে অন্য মালিকদের উটকে দূরে সরিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি সেদিন আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তোমরা যখন আমার নিকট আসবে তখন অজুর কারণে তোমাদের হাত, পা, কপাল ঝকঝক করতে থাকবে, এ গুণ তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মতের মধ্যে থাকবে না।

(ইবনে মাযা, কিতাবুযুহদ, বাব যিকরুল হাউজ ২/৩৪৭১)

২০২. মুরতাদরাও হাউজে কাউসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ اِذَا زُمْرَةٌ حَتّٰى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ اَيْنَ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ قُلْتُ وَمَا شَاْنُهُمْ قَالَ اِنَّهُمُ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِىْ ثُمَّ اِذَا زُمْرَةٌ اُخْرٰى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ اَيْنَ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ قُلْتُ مَا شَاْنُهُمْ قَالَ اِنَّهُمُ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِىْ فَلاَ اَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ اِلاَّ مِثْلَ هَمَلِ النَّعَمِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি হাউজে কাউসারের নিকট দাঁড়িয়ে থাকব, মানুষের একটি দল আমার সামনে আসবে, আমি তাদেরকে চিনতে পারব যে, তারা আমার উম্মত, ইতিমধ্যে আমার মাঝে ও তাদের মাঝে একজন লোক আগমন করবে (সে হবে আল্লাহ্র প্রেরিত ফেরেশ্তা) সে ঐ দলকে উদ্দেশ্য করে বলবে : এদিকে আস, আমি জিজ্ঞেস করব তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সে বলবে : জাহান্নামে, আল্লাহ্র কসম!

তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করব তাদের অন্যায় কি? সে বলবে : আপনার পর তারা পিছনে প্রত্যাবর্তন করেছিল (ইসলাম ত্যাগ করেছিল)। এরপর আরেকটি দল আমার সামনে আসবে আমি তাদেরকেও চিনতে পারব, যে তারা আমার উম্মত, ইতিমধ্যে আমার ও তাদের মাঝে একজন ব্যক্তি আসবে, সে তাদেরকে বলবে : এদিকে আস? আমি জিজ্ঞেস করব তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে? সে বলবে : জাহান্নামের দিকে, আল্লাহ্র শপথ! তাদেরকে জাহান্নামের দিকেই নিয়ে যাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করব তাদের অন্যায় কি? সে বলবে : তারা আপনার (মৃত্যুর) পর পিছনে প্রত্যাবর্তন করেছিল (ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিল) আমি মনে করি না ওয়ারিশ উটের ন্যায় তাদের কেউ জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে না। (বোখারী, কিতাবুল রিকাক, বাব ফির হাউজ)

২০৩. বিদ'আতীরাও হাউজে কাওসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيَرْفَعَنَ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيَخْتَلِجَنَّ دُوْنِى فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِى فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি তোমাদের আগে হাউজের নিকট পৌছে যাব, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক আমার সামনে আসবে, অতঃপর তাদেরকে আমার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, আমি বলব, হে আমার পালনকর্তা! এরাতো আমার উম্মত। জবাবে বলা হবে তুমি জান না তারা তোমার পর কি কি বিদআত আবিষ্কার করেছিল।

(বুখারী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব মা যায়া ফি সিফাতিল হাউজ (২/১৯৮৮)

২০৪. মিথ্যুক ও জালেম শাসকদেরকে সহযোগিতাকারীরাও হাউজে কাউসারের পানি পান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عَلَى بَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَخَرَجَ عَلَيْهَا فَقَالَ اسْمَعُوْا قُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا قَالَ اسْمَعُوْا قُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا قَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ فَلَا تُصَدِّقُوْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَا تُعِيْنُوْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَاِنَّ مَنْ

صَدَّقَهُمْ كِذْبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ .

আবদুল্লাহ্ ইবনে খাব্বাব (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমরা নবী করীম ﷺ-এর দরজার সামনে বসা ছিলাম, তিনি আসলেন এবং বললেন : শোন, আমরা বললাম : আমরা শ্রবণের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত আছি, তিনি আবার বললেন : শোন : আমরা বললাম : আমরা শ্রবণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, এরপর তিনি বললেন : আমার পরে যে সমস্ত শাসক আসবে তাদের মিথ্যাকে গ্রহণ করবে না, আর তাদের যুলুমের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে গ্রহণ করবে এবং তাদের যুলুমের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করবে সে হাউজের নিকট আসতে পারবে না। (ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খ: ৪ হাদীস (৩৩১৫)

২৯. সুপারিশ

২০৫. হাশরের ময়দানে দীর্ঘসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করায় মানুষ পিপাসা, অত্যন্ত গরম এবং দুর্গন্ধময় ঘামে অতিষ্ঠ হয়ে বড় বড় নবীগণের নিকট হাজির হবে যেন তাঁরা হিসাব আরম্ভ করার জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করে, নবীগণ সুপারিশ করতে অস্বীকার করবে। শেষে মানুষ নবী করীম ﷺ- এর নিকট হাজির হবে আর তিনি আল্লাহ্র নিকট হিসাব শুরু করার জন্য সুপারিশ করবেন। একেই শাফায়াতে কোবরা বা বড় সুপারিশ বলা হয়।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهٗ وَيَقُوْلُ ائْتُوْا نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ فَيَأْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتَ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهٗ ائْتُوْا

إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِىْ اتَّخَذَهُ اللّٰهُ خَلِيْلًا فَيَأْتُوْنَهُ
فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا مُوْسٰى الَّذِىْ كَلَّمَهُ
اللّٰهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ
غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنَنِىْ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى
رَبِّىْ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُقَالُ
لِىْ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَارْفَعُ
رَأْسِىْ فَأَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِىْ ثُمَّ اشْفَعُ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে মানুষ জমায়েত হয়ে বলবে যে, আমাদের উচিত কারো দ্বারা আমাদের পালনকর্তার নিকট সুপারিশের ব্যবস্থা করানো। যাতে করে আল্লাহ্ আমাদেরকে এ কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। তখন মানুষ আদম (আ)-এর নিকট যাবে এবং বলবে : আপনাকে আল্লাহ্ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, রূহ দান করেছেন, ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন আপনাকে সেজদা করে, আজ আপনি আমাদের পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, (তিনি যেন হিসাব আরম্ভ করেন এবং হাশরের মাঠের কষ্ট থেকে আমাদেরকে মুক্তি (দেন) আদম (আ) বলবেন : আমি এর উপযুক্ত নই, তিনি তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন, তিনি বলবেন : তোমরা নূহ (আ)-এর নিকট যাও, সে আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বপ্রথম রাসূল। মানুষ তখন নূহ (আ)-এর নিকট যাবে, তখন তিনি বললেন : আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না, তিনি তাঁর ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন, তিনি বলবেন : তোমরা ইবরাহিম (আ)-এর নিকট যাও, তাঁকে আল্লাহ্ নিজ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, লোকেরা ইবরাহিম (আ)-এর নিকট আসবে, তিনি বলবেন আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। তিনিও তার ভুলের জন্য লজ্জিত হবেন।

তিনি বললেন : তোমরা মূসা (আ)-এর নিকট গমন কর, আল্লাহ্ ইহকালে তাঁর সাথে কথা বলেছেন : মানুষ তখন মূসা (আ)-এর নিকট যাবে, তখন তিনি বলবেন আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না, বরং তোমরা ঈসা (আ)-এর নিকট গমন কর, মানুষ ঈসা (আ)-এর নিকট হাজির হবে তিনিও ঐ একই কথা বলবেন। যে আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না,

তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট গমন কর, তার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তখন মানুষ আমার নিকট আসবে, আমি আল্লাহ্র নিকট অনুমতি চাইব, আমি তাঁকে দেখা মাত্র সেজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমি সেজদায় থাকব, এরপর তিনি আমাকে বলবেন তোমার মাথা উঠাও। চাও, তোমাকে দেয়া হবে, তুমি বল তোমার কথা শোনা হবে, তুমি সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, তখন আমি আমার মাথা উঠিয়ে আমার প্রতিপালকের প্রশংসা করব, এমন ভাষায় যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন, এরপর আমি সুপারিশ করব।

(মুত্তাফাকুন আলাইহি, আল লুলু ওয়াল মারযান, খণ্ড ১; হাদীস নং ১১৮)

২০৬. শাফা'আতে কোবরার (বড় সুপারিশ) এর জন্য নবী করীম ﷺ জান্নাতের দরজা খোলাবেন, আল্লাহ্র আরশের নিচে পৌঁছে সিজদায় পড়ে যাবেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে আল্লাহ্র প্রশংসা করবেন এবং এরপর তাঁকে সুপারিশের জন্য অনুমতি দেয়া হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ لَا اَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি শেষ বিচার দিবসে জান্নাতের দরজার সামনে এসে তা খুলতে বলব, দারোয়ান জিজ্ঞেস করবে কে তুমি? আমি বলব : মুহাম্মদ, সে বলবে তোমার বিষয়েই আমি নির্দেশিত হয়েছি যে, তোমার পূর্বে অন্য কারো জন্য যেন এ দরজা না খুলি। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব ইসবাতুস্সাফায়া (২/১৯৮৪)

২০৭. শাফা'আতে কোবরার (বড় শাফায়াত) এর বদৌলতে সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে ৪৯ লক্ষ মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ اَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّىْ ـ

আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমার প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর এ প্রত্যেক হাজারের সাথে থাকবে আরো ৭০ হাজার এবং আমার পালনকর্তার আঞ্জলি পূর্ণ তিন আঞ্জলি।

(তিরমিযী,, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব মা যায়া ফিশশাফায় ২/১৯৮৪)

২০৮. নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশের বদৌলতে প্রথমে যবের পরিমাণ ঈমানদার ব্যক্তিবর্গকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, এর পর পিপীলিকা বা বিন্দু পরিমাণ ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, এরপর যাদের অন্তরে পিপীলিকা বা বিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) فِى حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَيُؤْذَنُ لِىْ وَيُلْهِمُنِىْ مَحَامِدَ بِهَا لَا تَحْضُرُنِىْ الْاٰنَ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاَخُرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهٗ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّىْ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ : انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخُرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهٗ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّىْ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهٗ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخُرُّ لَهٗ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِىْ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهٗ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ اَدْنٰى مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاُخْرِجُهٗ مِنَ النَّارِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে সুপারিশের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এর পর আমি আমার পালনকর্তার নিকট হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি চাইব, আমাকে অনুমতি দেয়া হবে, তখন আল্লাহ্ আমাকে তাঁর প্রশংসার এমন কিছু শব্দ শিক্ষা দিবেন যা এখন আমার জানা নেই, আমি ঐ শব্দগুলো দিয়ে তাঁর প্রশংসা করব এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ব, এরশাদ হবে, হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও, কথা বল কথা শুনা হবে, চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর কবুল করা হবে, আমি বলব হে আমার পালনকর্তা! আমার উম্মত আমার উম্মত, এরশাদ হবে যাও এবং জাহান্নাম থেকে ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরে যবের পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন।

আমি যাব এবং তা করব। এরপর আবার (দ্বিতীয় বার) আল্লাহ্র নিকট হাজির হব এবং ঐ শব্দগুলো দিয়েই আল্লাহ্র প্রশংসা করব ও সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। এরশাদ হবে হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও কথা বল কথা শোনা হবে, চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর কবুল করা হবে, আমি বলব : হে আমার পালনকর্তা! আমার উম্মত আমার উম্মত, এরশাদ হবে যাও এবং জাহান্নাম থেকে ঐ সমস্ত মানুষকে বের করে আন যাদের অন্তরে পিপীলিকা পরিমাণ ঈমান আছে, আমি যাব এবং তা করব। এর পর আবার (তৃতীয় বার) আল্লাহ্র নিকট হাজির হব এবং ঐ শব্দগুলো দিয়েই আল্লাহ্র প্রশংসা করব ও সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। এরশাদ হবে হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা তুল কথা বল কথা শোনা হবে, চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর কবুল করা হবে, আমি বলব : হে আমার পালনকর্তা! আমার উম্মত আমার উম্মত, এরশাদ হবে যাও এবং জাহান্নাম থেকে ঐ সমস্ত মানুষকে বের করে আন যাদের অন্তরে বিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান আছে, আমি যাব এবং তা করব। (বুখারী ও মুসলিম, আল লুলু ওয়াল মারযান, খ:১, হাদীস নং ১১৯)

২০৯. কবীরা গোনাহগার মুসলমানরা জাহান্নামে চলে যাওয়ার পরও নবী করীম ﷺ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তারা জান্নাতে যাবে।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আমি আমার ঐ সমস্ত উম্মতের জন্যও সুপারিশ করব, যারা কবীরা গোনায় লিপ্ত হয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুযযুহদ, বাব যিকরুশশাফায়া ২/৩৪৭৯)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمُّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ -

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : মুহাম্মদ (সা)-এর সুপারিশের বদৌলতে কিছু লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে দেয়া হবে, আর তাদেরকে মানুষ জাহান্নামী বলে ডাকবে। (বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব সিফাতুল জান্না ওয়ান্নার)

২১০. নবী করীম ﷺ এর সুপারিশের পর অন্যান্য নবী, ফেরেশ্‌তা, ওলী ও সৎ ব্যক্তিবর্গ সুপারিশ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ (رضى) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سِوَاكَ؟ قَالَ سِوَاىَ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে তামীম বংশের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে যাবে, জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এটাকি আপনার সুপারিশের অতিরিক্ত? তিনি বললেন : হ্যাঁ আমার সুপারিশের অতিরিক্ত।

(তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব মা যায়া ফিশ্‌শাফায়া)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمٌ لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطٌّ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : ফেরেশ্‌তারা সুপারিশ করেছে, নবীগণ সুপারিশ করেছে, ঈমানদারগণও সুপারিশ করেছে এখন শুধু অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ্ই অবশিষ্ট আছেন, তখন আল্লাহ্ এক মুষ্টি ভরে জাহান্নাম থেকে এমন লোকদেরকে বের করবেন, যারা কখনো কোন নেক আমল করেনি।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব ইসবাতু রুইয়াতুল মুমিনীনা ফিল আখেরা রাব্বাহুম)

২১১. শহীদ তার নিকটআত্মীয়দের মধ্য থেকে ৭০ জন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُحَلّٰى حُلَّةُ الْاِيْمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ اِنْسَانًا مِنْ اَقَارِبِهِ.

মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্র নিকট শহীদের ৬টি ফযীলত রয়েছে–

১. তার রক্ত মাটিতে পড়া মাত্রই আল্লাহ্ তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন।
২. তাকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয়।
৩. কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়।
৪. শেষ বিচার দিবসে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবে।
৫. ঈমানের পোশাক পরানো হবে এবং পবিত্রা রমণীর সাথে তার বিয়ে হবে।
৬. শেষ বিচার দিবসে তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে ৭০ জন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।

(ইবনু মাযাহ, আবওয়াবুল জিহাদ, বাব ফযলুশুহাদা ফি সাবীলিল্লাহ্ ২/২২৫৭)

২১২. মু'মিনগণ জান্নাতে যাওয়ার পর নিজের পরিচিত মানুষের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) فِىْ حَدِيْثِ رُؤْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا اَنْتُمْ بِاَشَدَّ لِىْ مِنَّا شِدَّةً فِى الْحَقِّ

قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ فَاِذَا رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِىْ اِخْوَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَعْمَلُوْنَ مَعَنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ دِيْنَارٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ وَيُحَرِّمُ اللّٰهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَاْتُوْنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِى النَّارِ اِلٰى قَدَمِهٖ وَاِلٰى اَنْصَافِ مَسَاقَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَّجَدْتُّمْ فِى قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اِيْمَانٍ فَيَخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) আল্লাহ্কে দেখা বিষয়ক হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আজ তোমরা তোমাদের অধিকারের বিষয়ে আমার নিকট যতটা চাপ দিচ্ছ এর চেয়ে অধিকগুণ বেশি করে মু'মিনগণ তাদের অধিকারি দাবি করবে, যখন তারা নিশ্চিত হবে যে তারা মুক্তি পেয়ে গেছে, তখন তারা আল্লাহ্র নিকট আরজ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ভাই বোনেরা আমাদের সাথে সালাত আদায় করত, রোযা রাখত, আরো অন্যান্য উত্তম কাজ করত, তাদেরকে আজ আপনি ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ্ বলবেন : যাও যার অন্তরে দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস।

আল্লাহ্ ঐ পাপীদের চেহারা জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিবেন, যখন মু'মিনগণ ওখানে আসবে, তখন দেখবে যে, কিছু সংখ্যক লোক তাদের কদম পর্যন্ত জাহান্নামে ডুবে আছে, আবার কেউ অর্ধ টাখনু পর্যন্ত জাহান্নামে ডুবে আছে, তখন তারা যাকে যাকে চিনবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে। এরপর আল্লাহ্র নিকট হাজির হয়ে দ্বিতীয়বার সুপারিশ করবে আল্লাহ্ বলবেন আচ্ছা যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে

জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে, এরপর আল্লাহ্‌র নিকট হাজির হয়ে আবার সুপারিশ করবে তখন আল্লাহ্ বলবেন : যাও যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আস, তখন মানুষ গিয়ে যাদেরকে চিনবে তাদেরকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসবে।

(বুখারী, আল লুলু ওয়াল মারযান, খ: ১, হাদীস নং ১১৫)

২১৩. কোন কোন ঈমানদার একাধিক মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একজন (মু'মিন) দুই তিন জন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।

(বাযযার, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খণ্ড ৪ হাদীস (৫৩৩৬)

২১৪. রোযা ও কুরআন সুপারিশ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য শেষ বিচার দিবসে সুপারিশ করবে, রোযা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি এ লোককে পানাহার, কাম চাহিদা পূর্ণ করা থেকে বারণ করে রেখেছি, তাই তার বিষয়ে আমার সুপারিশ কবুল করুন, কুরআন বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি এ লোককে রাত্রি জেগে ইবাদত করার জন্য ঘুম থেকে বাধা দিয়েছি অতএব তার বিষয়ে আমার সুপারিশ কবুল করুন। তখন এ উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(আহমদ্, তাবারানী, আলবানী লিখিত সহীহ্ আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব হাদীস নং ৯৩৭)

২১৫. সূরা বাক্বারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা মুলক তাদের পাঠকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يُؤْتَى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاَنِ وَاِنَّ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فُرْقَانٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ـ

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে কোরআন মাজীদ ও তার অনুসারীদেরকে এমনভাবে আনা হবে, যে সূরা বাক্বারা ও আলে ইমরান ছায়ার ন্যায় তাদের আগে আগে থাকবে, যেন তা কোন বাদল বা কালো রংয়ের কোন সামিয়ান, যা থেকে আলো চমকাচ্ছে, বা সারিবদ্ধ পাখির দু'টি ঝাঁক যা তাদের পাঠকারীদের বিষয়ে আল্লাহ্র থেকে আলো চমকাচ্ছে, বা সারিবদ্ধ পাখির দু'টি ঝাঁক যা তাদের পাঠকারীদের বিষয়ে আল্লাহ্র সাথে ঝগড়া করছে।
(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল কোরআনের বাব ফাযায়েল তিলাওয়াতিল কোরআন ওয়া সূরাতুল বাকারা)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুরআন মাজীদের একটি সূরায় ত্রিশটি আয়াত রয়েছে, যা তার পাঠকারীর জন্য তাকে মাফ না করা পর্যন্ত তার জন্য সুপারিশ করতে থাকবে। আর তা হল তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহিল মুলক। (আহমদ্ তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাযাহ)

২১৬. নেককার সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে।

عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ شُفْعَةَ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يُقَالُ لِلْوَالِدَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ

فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا حَتّٰى يَدْخُلَ اٰبَاؤُنَا وَاُمَّهَاتُنَا قَالَ فَيَاْتُوْنَ قَالَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالِىْ اَرَاهُمْ مُحْبِطِيْنَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ اٰبَاؤُنَا وَاُمَّهَاتُنَا قَالَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ -

শুরাহবিল শুফয়া নবী করীম (সা)-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, শেষ বিচার দিবসে সন্তানদেরকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ কর, বাচ্চারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ না করে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না, তখন তাদের পিতা-মাতাকে আনা হবে আল্লাহ্ বলবেন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়ার কারণ আছে, সন্তানরা বলবে : হে আল্লাহ্ তারা আমাদের পিতা-মাতা, আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতারা জান্নাতে প্রবেশ কর।

(আহমদ, মাজমাউয্‌যাওয়ায়েদ, কিতাবুল বা'স, বাব ফিশ্‌শাফায়া) (১০/১৮৫৫১)

২১৭. মুহাম্মদ ﷺ এর সুপারিশে এত লোক জান্নাতে যাবে যে জান্নাতের অর্ধেক মানুষ তাঁরই উম্মত হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَاُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ مَا الْمُسْلِمُوْنَ فِى الْكُفَّارِ اِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَسْوَدَ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِىْ ثَوْرٍ اَبْيَضَ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা কি এতে খুশি নও যে জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ তোমরা হবে? একথা শ্রবণ করে আমরা খুশি হয়ে আল্লাহু আকবার বললাম। এর পর তিনি আবার বললেন : তোমরা কি এতে খুশি নও যে জান্নাতীদের

দুই-তৃতীয়াংশ তোমরা হবে? একথা শ্রবণ করে আমরা খুশি হয়ে আল্লাহু আকবার বললাম। এরপর তিনি আবার বললেন : আমি আশা করছি যে, জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হবে, এর কারণ এই যে, কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা এমন যেমন একটি কালো পশম বিশিষ্ট দেহে একটি সাদা পশম, বা একটি সাদা পশম বিশিষ্ট দেহে একটি কালো পশম।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব বায়ান কাওনি হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না)

২১৮. নবী করীম ﷺ এর সুপারিশে উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে প্রবেশ করবে যে এতে তিনি আনন্দিত হবেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَشْفَعُ لِاُمَّتِيْ حَتّٰى يُنَادِيْنِيْ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَقُوْلُ اَقَدْ رَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ ﷺ فَاَقُوْلُ اَىْ رَبِّ قَدْ رَضِيْتُ -

আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে থাকব, এমনকি আমার প্রতিপালক আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে মুহাম্মদ! ﷺ তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছ? আমি বলব : হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক এখন আমি সন্তুষ্ট।

(বায্যার ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, খণ্ড ৪ হাদীস (৫৩৩৮))

২১৯. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু ঐ সকল মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন যারা মৃত্যু পর্যন্ত একত্ববাদের ওপর স্থির ছিল।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ بِهٖ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهٗ وَاِنِّيْ اخْتَبَاْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِيْ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর জন্য এমন একটি দোয়া থাকে যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, নবীগণ দ্রুত ঐ দোয়া ইহকালে করে নিয়েছে, শুধু আমি শেষ বিচার দিবসে আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য তা রেখে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ আমার এ সুপারিশ

আমার উম্মতের প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি পাবে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইখতেবাউন্নাবী ﷺ দাওয়াতাহু শাফা'আতান লিল উম্মা)

২২০. আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নবী, ওলী, শহীদ কেউই সুপারিশ করতে পারবে না।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ

কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া।
(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৫৫)

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ

যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। (সূরা হুদ : আয়াত-১০৫)

৩০. হিসাব

২২১. প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে হিসাব দিতে হবে।

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ـ

শেষ বিচার দিবসে তাদের সবাই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে।
(সূরা মারইয়াম : আয়াত-৯৫)

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ـ

সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। (সূরা যিলযাল : আয়াত-৬)

২২২. সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মদীর হিসাব নেয়া হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ نَحْنُ اٰخِرُ الْاُمَمِ وَاَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ اَيْنَ الْاُمَّةُ الْاُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : আমরা (দুনিয়ায় আসার দিক থেকে) সর্বশেষ উম্মত, আর আমাদের হিসাব নেয়া হবে সর্বপ্রথম। বলা হবে : উম্মী (অশিক্ষিত) নবীর উম্মত ও তাদের নবী কোথায়? অতএব আমরা সর্বশেষে আগমন করেছি আর সর্বপ্রথম আমাদের হিসাব হবে। (ইবনু মাজাহ, আবওয়াবুয্যুহদ, বাব যিকরুল বা'স ২/৩৪৬৩)

২২৩. হিসাব নেয়ার সময় আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন পর্দা বা অনুবাদক ছাড়া সরাসরি প্রশ্ন করবেন।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَّلاَ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ اَلَمْ اُوْتِكَ مَالاً؟ فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً؟ فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهٖ فَلاَيَرٰى اِلاَّ النَّارِ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শেষ বিচার দিবসে তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্‌র আদালতে হাজির হবে, তখন আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে কোন পর্দা বা অনুবাদক থাকবে না, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দেইনি? জবাবে সে বলবে : কেন নয়, দিয়েছিলেন, এরপর আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন আমি কি তোমার নিকট রাসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে : কেন নয়, পাঠিয়েছিলেন, মানুষ তখন তার ডানে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে, বামে তাকিয়ে আগুন দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের সকলকে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যদিও এক টুকরো খেজুর দান করেই হোক না কেন, আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে একটি ভালো কথা বলার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ।

(বুখারী, কিতাবুয্যাকা বাব আস্‌সাদাকা কাবলার রদ)

২২৪. আল্লাহর হকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتِهِ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَهُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে ব্যাপারে হিসাব নেয়া হবে, তা হবে তার সালাত প্রসঙ্গে, আর সালাত যদি সুন্নাত অনুযায়ী ঠিক হয়, তাহলে বান্দা সফল হবে, আর সালাত ঠিক না থাকলে সে ব্যর্থ হবে, বান্দার ফরয ইবাদতে কিছু কমতি হলে আল্লাহ্ বলবেন : আমার বান্দার আমল সালাত দেখ কোন নফল ইবাদত আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে নফলের মাধ্যমে ফরযের ঘাটতি মেটানো হবে। এরপর তার সমস্ত আমলের হিসাব এভাবে হতে থাকবে।"

(তিরমিযী, আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান তিরমিযী, খণ্ড ১, হাদীস নং ৩৩৭)

২২৫. বান্দার হকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হত্যার হিসাব নেয়া হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : (শেষ বিচার দিবস) মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তপাতের হিসাব নেয়া হবে। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব আলকিসাস ইয়ামুল কিয়ামা)

২২৬. বিন্দু পরিমাণ সৎ আমল এবং বিন্দু পরিমাণ পাপেরও হিসাব হবে।

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ـ

যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাজির করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৪৭)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

কেউ অণু পরিমাণ নেক আমল করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণুপরিমাণ মন্দকাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল : আয়াত-৭-৮)

২২৭. রুদ্ধ দ্বারের আলাপ আলোচনা এবং গোপন পরিকল্পনারও হিসাব হবে।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ـ

যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে। (সূরা ত্বারেক : আয়াত-৯)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ـ

সেদিন তোমাদেরকে হাজির করা হবে তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (সূরা হাক্কা : আয়াত-১৮)

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ، وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ـ

সেকি জানেনা যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা অর্জন করা হবে? (সূরা আদিয়াত : আয়াত-৯-১০)

২২৮. মৃত্যুর পর তার জারি করে রেখে যাওয়া নেক কাজ ও পাপেরও হিসাব হবে।

يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ـ

সেদিন মানুষকে জানানো হবে সে যা সামনে পাঠিয়েছে ও পেছনে ছেড়ে দিয়েছে। (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-১৩)

নোট : পেছনে রেখে যাওয়া নেক কাজ বলতে বুঝায় কোন সৎ কাজের সূত্রপাত করা, যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকবে, সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দেয়াও এর শামিল, আর পেছনে রেখে যাওয়া কোন পাপ কাজ বলতে বুঝায় কোন পাপের সূত্রপাত করা, যা তার মৃত্যুর পরও চালু থাকবে, সন্তানদেরকে কু শিক্ষা দেয়া ও এর শামিল। (লিখক)

২২৯. কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মারলে এরও হিসাব হবে।

عَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ ـ

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ফেরেশ্তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, জান্নাত, জাহান্নাম ও মিযানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

(বাইহাকী, আলবানী লিখিত সহীহ্ আল জামেআস্ সাগীর, খণ্ড ২ হাদীস নং ২৭৯৫)

২৩০. যদি কোন ব্যক্তি তার কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে একটি বেত্রাঘাত করে তারও হিসাব হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে একটি বেত্রাঘাত করবে, শেষ বিচার দিবসে তার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। (বায্যার, ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস ৫২৮২)

২৩১. কেউ যদি অন্যায়ভাবে বিন্দু পরিমাণ কারো হক নষ্ট করে থাকে তাহলে এরও হিসাব হবে।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ ـ

আবু উমামা আল বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করবেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সামান্য জিনিস হয় তাহলে? তিনি বললেন : যদিও তা কোন পিলু গাছের ছোট শাখাই হোক না কেন।

(মুসলিম, কিতাবুল আইমান, বাব ওয়াইদ মান ইকতাতায়া হাক্ব মুসলিম বিইয়ামিন)

২৩২. পাওনার হিসাব না দিয়ে কোন জান্নাতী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং কোন জাহান্নামীও জাহান্নামে যেতে পারবে না।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ قَالَ ...... النَّاسِ ...... عُرَاةً غُرْلًا بِهِمًا قَالَ قُلْنَا وَمَا بِهِمًا؟ قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْئٌ، ثُمَّ يُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بُعْدٍ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ اَنَا الدَّيَّانُ اَنَا الْمَلِكُ لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَنْ يَّدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتّٰى اَقُصَّهُ مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ لَهُ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ حَقٌّ حَتّٰى اَقُصَّهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةَ قَالَ قُلْنَا كَيْفَ وَاَنَّا نَاْتِيْ عُرَاةً غُرْلًا بِهِمًا؟ قَالَ (اَلْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ) ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আনিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ বান্দাদেরকে বা বর্ণনাকারী বলেছেন : লোকদেরকে উলঙ্গ, খালি পা 'বুহুম' অবস্থায় একত্রিত করবেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'বুহুকম কি? তিনি বললেন : খালি হাত। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে ডাকবেন, যে ডাক দূরের লোকেরাও এমনভাবে শুনবে যেমন কাছের মানুষেরা শুনে। তিনি বলবেন : আমি বিনিময় নেয়ার মালিক, আর আমিই বাদশাহ, যদি কোন জান্নাতীর নিকট কোন জাহান্নামীর কোন পাওনা থাকে তাহলে সে ঐ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না, যতক্ষণ না আমি ঐ জান্নাতীকে জাহান্নামীর নিকট থেকে তার হক আদায় না করে দিব। যদি কোন জান্নাতীর নিকট কোন জাহান্নামীর কোন হক থাকে, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না আমি জাহান্নামীকে তার হক আদায় না করে দিব।

সাহাবাগণ বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কীভাবে হবে যখন আমরা উলঙ্গ দেহে, খালি পা, খালি হাত নিয়ে হাজির হব? তিনি বললেন : তা হবে পাপের সাথে নেকীর বিনিময়। (আহমদ, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্

তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খঃ ৪ হাদীস নং (৪/৫২৮৩)

২৩৩. কেউ যদি তার কর্মচারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তারও হিসাব নেয়া হবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضی) قَالَ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَةً بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّيَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ كَمَا قَالَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কর্মচারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিল, শেষ বিচার দিবসে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হবে, তবে যদি সে যা বলেছে তা সত্য হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। (মুসলিম, কিতাবুল আঈমান, বাব সোহবাতুল মামালীক)

নোট : মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হল ৮০ টি বেত্রাঘাত।

২৩৪. শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ সমস্ত অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচারিদের কাছ থেকে তাদের হক আদায় করে দিবেন।

عَنْ جَابِرٍ (رضی) قَالَ لَمَّا رَجَعَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ اَلَا تُحَدِّثُنِىْ بِاَعَاجِيْبَ مَا رَاَيْتُمْ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ فِتْيَةٌ مِّنْهُمْ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَرَّ بِنَا عَجُوْزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَا بِيْنَهُمْ تَحْمِلُتْ عَلٰى رَاْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتٰى مِنْهُمْ فَجَعَلَ اِحْدٰى يَدَيْهِ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلٰى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ اِذَا وَضَعَ اللّٰهُ الْكُرْسِىْ وَجَمَعَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَتَكَلَّمَتِ الْاَيْدِىْ وَالْاَرْجُلُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ اَمْرِىْ وَاَمْرُكَ عِنْدَهٗ غَدًا

قَالَ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَّقَتْ صَدَّقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللّٰهُ أُمَّةً لَايُوْخَذُ لِضَعِيْفِهِمْ مِنْ شَدِيْدِهِمْ ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন সমুদ্র পথে (হাবশায়) হিযরতকারীদের সাথে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলাম, তখন তিনি একদিন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমরা হাবশায় যে সমস্ত আশ্চর্য বিষয়গুলো দেখেছ তাকি আমাকে বলবে? মুহাজিরদের মধ্যে এক যুবক বলল : কেন নয় হে আল্লাহর রাসূল! (আমি একটি ঘটনা বলছি) একদিন আমরা বসেছিলাম আর আমাদের সামনে দিয়ে এক বৃদ্ধা তার মাথায় পানির একটি কলসি নিয়ে যাচ্ছিল, ইতোমধ্যে এক হাবশী যুবক এসে তার দু'হাত বাড়িয়ে দিল যেন তা তার কাঁধে রাখা হয়; (মূলত) সে এর মাধ্যমে বৃদ্ধাকে ধোঁকা দিচ্ছিল, যার ফলে বৃদ্ধা মাটিতে পড়ে গেল এবং তার কলসি ভেঙ্গে গেল, যখন উঠে দাঁড়াল তখন যুবকের দিকে লক্ষ্য করে বলল : হে ধোঁকাবাজ! এর পরিণতি অচিরেই তুমি পাবে। যখন আল্লাহ্ আদালতে তাঁর কুরসীতে আসীন হবেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক একত্রিত হবে, আর লোকদের কৃতকর্মের সাক্ষী তাদের হাত, পা, দিতে থাকবে, সেদিন তোমার ও আমার আচরণেও সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বৃদ্ধা সত্য বলেছে, বিলকুল সত্য বলেছে, কি করে আল্লাহ্ মানুষকে পবিত্র করবেন, যদি দুর্বলের জন্য সবলের কাছ থেকে তার হক আদায় না করে দেয়া হয়?

(ইবনু মাজাহ, আবওয়াবুল ফিতান, বাবুল আমর বিল মা'রুফ ওয়ান্নাহী আনিল মুনকার (২/৩২৩৯)

২৩৫. যদি কেউ আশ্রয় গ্রহীতার প্রতি যুলুম করে তার হক নষ্ট করে বা তার সাধ্যের বাহিরে তার ওপর বোঝা চাপায় তাহলে শেষ বিচার দিবসে এরও হিসাব হবে।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَةٍ مِّنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اٰبَائِهِمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর সন্তানদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা তাদের পিতাদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান হও! যে ব্যক্তি কোন আশ্রয় গ্রহিতের প্রতি যুলুম করে তার কোন ক্ষতি করল, তার সাধ্যের বাহিরে তাকে কোন কিছু চাপিয়ে দিল, তার ইচ্ছার বাহিরে তার নিকট থেকে কোন কিছু নিল, তাহলে শেষ বিচার দিবসে আমি ঐ আশ্রয় গ্রহিতের পক্ষ থেকে ঝগড়া করব।

(আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ বাব ফি যিম্মি ইউসলিম, হাদীস নং ৩০৫২)

২৩৬. দুনিয়ায় যারা নিজেদের হিসাব নিজেরা করে রাখে তাদের জন্য শেষ বিচার দিবসে হিসাব দেয়া সহজ হবে। (তিরমিযী) (আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম, বাব হাদীস আল কায়েসু মান দানা নাফসাহু)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ حَاسِبُوْا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الْاَكْبَرِ وَاِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهٗ فِى الدُّنْيَا ـ

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব করে রাখ, শেষ বিচার দিবসে তোমাদের নিকট হিসাব আগেই, আর নিজে নিজেকে প্রস্তুত কর (আল্লাহর সামনে) হাজির হওয়ার জন্য। কেননা যে দুনিয়াতে তার হিসাব করে রেখেছে আখিরাতে তার হিসাব সহজ হবে।

(তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়াম, বাব হাদীস আল কায়েসু মান দানা নাফসাহু)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىْ (رضى) قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِىْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِىْ صَوْتًا اَعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدِ اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ اَمَّا لَوْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ ـ

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করতে ছিলাম, তখন পেছন থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম "হে আবু মাসউদ! তুমি তার ওপর যতটা শক্তিশালী আল্লাহ্ তোমার ওপর এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী।" পেছনে ফিরে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমি তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

হাসিলের উদ্দেশ্যে আস্বাদ করে দিলাম। তিনি বললেন : যদি তুমি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামে তোমাকে জ্বালিয়ে দিত, বা অবশ্যই জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করত। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব সুহবাতুল মামালিক)

২৩৭. ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে একসময় জানোয়ারগুলোকেও জীবিত করা হবে যদি কোন জানোয়ার অন্য জানোয়ারের প্রতি যুলুম করে থাকে তাহলে তারও হিসাব নেয়া হবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُقْتَصُّ لِلْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتّٰى لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَحَتّٰى لِلذَّرَّةِ مِنَ الذَّرَّةِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মাখলুকদের (সৃষ্টির) একের অপরের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে, এমন কি শিং বিশিষ্ট বকরীর নিকট থেকে শিংহীন বকরী প্রতিশোধ নিবে এবং পিপীলিকা পিপীলিকার নিকট থেকে প্রতিশোধ নিবে। (আহমদ, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, তাহকীক আব্দুল্লাহ আদবদুয়ায়েস, বাব মাযায়া ফিল হিসাব (১০/১৮৪০৬)

২৩৮. কট্টর কাফেরদেরকে বিনা হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْأَقْدَامِ -

সেদিন মানুষ বা জ্বীন তার অপরাধ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে না, অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের মুখমণ্ডল থেকে, অতপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (সূরা আর রাহমান : আয়াত-৩৯-৪১)

وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ -

পাপীদেরকে তাদের পাপ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হবে না। (সূরা কাসাস : আয়াত-৭৮)

৩১. যে সমস্ত নে'আমতের হিসাব নেয়া হবে

২৩৯. মানুষকে দেয়া বিভিন্ন নে'আমতের হিসাব তার নিকট থেকে নেয়া হবে।

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

অতঃপর তোমরা সেদিন নে'আমতগুলো প্রসঙ্গে জিজ্ঞেসিত হবে।

(সূরা তাকাসূর : আয়াত-৮)

২৪০. কান, চোখ ও অন্তর প্রসঙ্গেও জিজ্ঞেস করা হবে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ -

তিনি তোমাদের চোখ, কান ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (সূরা মু'মিনুন : আয়াত-৭৮)

২৪১. সম্মান, সম্পদ, পদ, এমনকি স্ত্রী নেয়ামত সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ فَيَقُوْلُ اَيْ فُلَانُ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْلَكَ الْخَيْلَ وَالْاِبِلَ وَاُذْرِكَ تَرَاسَ وَتَرْبَعُ؟ بِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِيْ بِخَيْرِمَا اسْتَطَاعَ فَيَقُوْلُ هَاهُنَا اِذًا ثُمَّ يَقُوْلُ الْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ فَيَتَفَكَّرُ فِيْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيَخْتِمَ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهٖ اِنْطِقِيْ فَيَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذٰلِكَ لِيُعَذِّرَ مِنْ نَفْسِهٖ وَذَالِكَ الْمُنَافِقُ الَّذِيْ يَسْخَطُ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, তখন জিজ্ঞেস করবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে পৃথিবীতে সম্মান দেইনি? তোমাকে নেতৃত্ব দেইনি? তোমাকে স্ত্রী দেইনি? আমি কি তোমার জন্য উট ও ঘোড়ার ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমাকে তোমার স্বজাতির শাসন ক্ষমতা দেইনি? যা থেকে তুমি এক-চতুর্থাংশ পেতে? বান্দা বলবে : কেন নয়, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সবকিছুই দিয়েছিলে। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি কি আমার সাথে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস

করতে? বান্দা বলবে : হ্যাঁ হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার প্রতি তোমার কিতাবগুলোর প্রতি তোমার রাসূলগণের প্রতি, বিশ্বাস রাখতাম। আমি সালাত আদায় করেছি, রোযা রেখেছি, দান করেছি ঐ ব্যক্তি যত দূর সম্ভব নিজের প্রশংসা করবে, নিজের বিষয়ে উত্তম কথাগুলো বলবে, আল্লাহ্ বলবেন : আচ্ছা একটু থাম আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষীর ব্যবস্থা করছি, বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে যে, আমার বিপক্ষে কে সাক্ষী দিবে? আল্লাহ্ বান্দার মুখে তালা লাগিয়ে দিবেন, আর তার রানকে নির্দেশ দিবেন, সে তখন সাক্ষী দিতে থাকবে, তার রান, তার মাংস, তার হাড্ডি, বান্দার আমলের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ্ এসব সাক্ষী এজন্য ব্যবস্থা করবেন, যাতে করে বান্দার ওযর উপস্থাপন করার মতো আর কোন রাস্তা না থাকে। এ মুনাফিক হবে যাও ওপর আল্লাহ্ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকবেন। (মুসলিম, কিতাবুয্যুহ্দ ওয়াররিকাক)

২৪২. সুস্থতা ও ঠাণ্ডা পানির বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْاَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..... يَعْنِى الْعَبْدُ مِنَ النَّعِيْمِ .... اَنْ يُّقَالَ لَهُ اَلَمْ نُصِحَّ جِسْمَكَ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে মানুষের নিকট নেয়ামতের বিষয়ে সর্বপ্রথম যে নেয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হবে তা হবে আমি কি তোমাকে তোমার দৈহিক সুস্থতা দেইনি? এবং তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তৃপ্ত করিনি? (তিরমিযী, আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন বাব ওয়া মিন সুরাতিল আলহাকুমুততত্ব কাসূত ৩/২৬৭৪)

২৪৩. সুস্থতা ও অবসর সময় প্রসঙ্গেও জিজ্ঞেস করা হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ـ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : দু'টি নেয়ামতের বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে, সুস্থতা ও অবসর সময়।

(বুখারী, কিতাবু রিকাক বাবুসসিহা ওয়াল ফারাগ ওলা আইশা ইল্লা আইসুল আখেরা)

২৪৪. কান, চোখ, সম্পদ, চতুষ্পদ জন্তু, জমির ন্যায় নেয়ামত প্রসঙ্গেও জিজ্ঞেস করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَاَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَهٗ اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْاَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُ تَرَاسَ وَتَرْبَعَ فَكُنْتَ تَظُنُّ اَنَّكَ مُلَاقِىْ يَوْمَكَ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ لَهٗ اَلْيَوْمَ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ.

আবু হুরায়রা (রা) এবং আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে এক ব্যক্তিকে আনা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ, সন্তান, দিইনি? তোমার জন্য বাসস্থান, আবাদ জমিনের ব্যবস্থা করিনি, তোমাকে নেতৃত্বের বাস্থাপনাও করে দিয়েছিলাম, যাতে করে তুমি এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে পার (অন্ধকার যুগে গোত্রীয়শাসকরা শাসিতদের কাছ থেকে এক-চর্তুথাংশ পরিমাণে চাঁদা নিত)। এর পরও কি আজকের দিনে এ সাক্ষাতের কথা তোমার মনেছিল? সে বলবে না, তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন : আজ আমি তোমাকে ঐভাবে ভুলে গেছি যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।

(তিরমিযী) (আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামাহ, বাব মিনহু ২/১৯৭৮)

২৪৫. নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিসের হিসাবও নেয়া হবে।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَ ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا ذَاعَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে মানুষের পা ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না, ততক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তার জীবন প্রসঙ্গে যে, সে তা কিভাবে অতিবাহিত করেছে, তার যৌবনকাল প্রসঙ্গে যে, সে কিভাবে বার্ধক্যে পৌছেছে, তার সম্পদ প্রসঙ্গে যে, সে তা কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে তা খরচ করেছে এবং তার জ্ঞান প্রসেঙ্গ যে তার আলোকে সে কি আমল করেছে।

(তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতূল কিয়াম, বাব সা'নুণ হিসাব (২/১৯৬৯)

৩২. সহজ হিসাব বা ডান হাতে আমলনামা

২৪৬. যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তাদের হিসাব সহজ হবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا، وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ـ

যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার পরিজনের নিকট হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

(সূরা ইনশিকাক : আয়াত-৭-৯)

২৪৭. সহজ হিসাব আড়ালে নিয়ে নেয়া হবে, পাপের কথা স্মরণ করানো হবে কিন্তু পাকড়াও করা হবে না।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهٗ وَيَسْتُرُهٗ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ، حَتّٰى قَرَّرَهٗ بِذُنُوْبِهٖ وَرَاٰى فِىْ نَفْسِهٖ اِنَّهٗ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهٖ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ মুমিন ব্যক্তিকে, নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে তার ওপর স্বীয় বাযু রেখে, বান্দাকে পর্দায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে তোমার কি ওমুক পাপের কথা স্মরণ আছে? তোমার কি ওমুক পাপের কথা স্মরণ আছে? মু'মিন ব্যক্তি বলবে : হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! স্মরণ আছে, এমনকি এভাবে আল্লাহ তাকে তার সমস্ত পাপের কথা স্মরণ করাবেন, তখন মু'মিন ব্যক্তি মনে মনে বলবে : এখন তো আমার ধ্বংস ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তখন আল্লাহ্ বলবেন : আমি দুনিয়াতেও তোমার পাপরাশিকে ঢেকে রেখে ছিলাম, আর আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তাকে তার সহ আমলনামা হাতে দেয়া হবে। (বুখারী, কিতাবুল মাযালেম, বাব কাওলিল্লাহি তা'আলা (আলা লা'নাতুল্লাহহি আলা য্যালেমীন)

২৪৮. যে বান্দার নিকট থেকে আল্লাহ্ সহজভাবে তার হিসাব নিতে চাইবেন তাকে আল্লাহ্ নিজেই প্রশ্নের জবাব শিখিয়ে দিবেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَيَسْاَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَقُوْلَ مَا مَنَعَكَ اِذَا رَاَيْتَ الْمُنْكَرَ اَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَاِذَا لَقَّنَ اللّٰهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرَقْتُ مِنَ النَّاسِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ বান্দাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন, এমনকি জিজ্ঞেস করবেন যে, যখন তুমি অন্যায় দেখতে পেলে তখন তাতে বাধা দিলে না কেন? (বান্দা কোন জবাব দিতে পারবে না) তখন আল্লাহ্ নিজেই তাকে জবাব শিখিয়ে দিবেন, তখন সে বলবে : হে আল্লাহ্! আমি তোমার দয়ার আশায় ছিলাম এবং লোকদের নিকট থেকে দূরে রয়েছি।
(ইবনু মাযাহ, আবুওয়াবুল ফিতান, বাব কাওলিহি তা'লা ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানু আলাইকুম আনফুসাকুম/ ২/৩২৪৪)

২৪৯. মানুষের সাথে সহজ আচরণকারীদের জন্য সহজ হিসাবের একটি দৃশ্য।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ اَتَى اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدِهٖ مِنْ عِبَادِهٖ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَقَالَ لَهٗ مَاذَا عَمِلْتَ فِى الدُّنْيَا؟ قَالَ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا قَالَ يَا رَبِّ اَتَيْتَنِىْ مَالَكَ اُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِى الْجَوَازِ فَكُنْتُ اَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَاُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَا اَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِىْ فَقَالَ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِىْ وَاَبُوْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىْ هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (শেষ বিচার দিবসে) আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে (তার হিসাব নেয়ার জন্য তাকে হাজির করা হবে) যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়ে ছিলেন, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি দুনিয়ার কি কাজ করেছ? যদিও তা আল্লাহ্র নিকট অস্পষ্ট নয়, সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সম্পদ দিয়ে ছিলে, আর ঐ মাল আমি

লোকদের নিকট বিক্রি করতাম, লোকদেরকে ছাড় দেয়া আমার অভ্যাস ছিল, আমি সম্পদশালীদের জন্য লেন-দেন সহজভাবে করতাম, আর অভাবীদেরকে ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে অবকাশ দিতাম, আল্লাহ্ বলবেন : ছাড় দেয়ার বিষয়ে তোমার চেয়ে আমি আধিক হকদার, অতএব তোমরা আমার এ বান্দাকে ছাড় দাও। ওকবা বিন আমের (রা) এবং আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এভাবেই বলতে শুনেছি।

(মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, বাব ফযলু ইনযারিল মুসের ওয়াত্তাযাউয ফিল ইকতিযা)

২৫০. আল্লাহ্‌কে ভয়কারীদের জন্য সহজ হিসাব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهٖ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ فَقَالَ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ اذْرُوْنِىْ فِى الرِّيْحِ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلٰى رَبِّىْ لَيُعَذِّبَنِّىْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهٗ اَحَدًا قَالَ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ بِهٖ فَقَالَ الْاَرْضُ اَدِّىْ مَا اَخَذْتِ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهٗ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ خَشْيَتُكَ يَارَبِّ اَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهٗ بِذَالِكَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি বড় পাপী ছিল, যখন তার মৃত্যুর সময় হল তখন সে তার সন্তানদেরকে অসিয়ত করল যে, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন আমার লাশ জ্বালিয়ে দিবে, এরপর ছাইগুলো জমা করে তার কিছু বাতাসের সাথে উড়িয়ে দিবে, আর কিছু সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ আমাকে ধরতে পারে তাহলে এমন শাস্তি দিবে যে, এমন শাস্তি আর কাউকে কখনো দেয়নি। তার সন্তানরা তাই করল, তখন আল্লাহ্ দুনিয়াকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমার মাঝে তার শরীরের যে অংশ আছে তা একত্রিত কর, তখন ঐ ব্যক্তি জীবিত হল, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করলে কেন? বান্দা বলল : হে আমার প্রতিপালক! তোমার ভয়ে। আল্লাহ্ তাকে তার এ আমলের জন্য ক্ষমা করে দিলেন। (মুসলিম, কিতাবুতাওবা, বাব ফি সিয়াতে রহমাতিল্লাহহি তা'লা ওয়া ইন্নাহা তাগলিবু গাজাবুহু)

২৫১. ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মানুষের সাথে সরল আচরণকারীর হিসাব সহজ হবে।

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِدِّيْقِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا فِى النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ اَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ، قَالَ فَيَجِدُوْنَ فِى النَّارِ رَجُلاً فَيَقُوْلُوْنَ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ غَيْرَاَنِّىْ كُنْتُ اُسَامِحُ النَّاسَ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اسْمَحُوْا لِعَبْدِىْ كَاسَمَاحِهِ اِلٰى عَبِيْدِىْ۔

আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অতঃপর আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : জাহান্নামে দেখ যে সেখানে এমন কোন লোক আছে কিনা যে (তাওহীদের সাক্ষী দেয়ার পর) তার জীবন ব্যাপী একটি নেক আমল করেছে, জান্নাতীরা এক ব্যক্তিকে পাবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে, কখনো কি তুমি কোন ভালো কাজ করেছিলো? সে বলবে না, তবে আমি ক্রয়-বিক্রয় করার সময় মানুষের সাথে সরল আচরণ করতাম, আল্লাহ্ বলবেন : আমার এ বান্দার সাথে ঐ রকম নরম আচরণ কর যেমন সে আমার অন্য বান্দাদের সাথে করত। (আহমদ্ আবু ইয়ালা, মাযমাউযাওয়ায়েদ, কিতাবুল বা'স, বাব ফিশ্‌শাফায়া (১০/১৮৫০৭)

২৫২. কোন কিছুর ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতা ঐ জিনিস ফেরত দিতে চাইলে এবং বিক্রেতা যদি তা ফেরত নেয় তাহলে আল্লাহ্ তার হিসাব সহজ করবেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ اللّٰهُ عُثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ক্রেতা কোন মুসলমানের ক্রয়কৃত মাল ফেরত নিল, শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াব তিজারাত, বাবুল ইকালা, হাদীস নং ২১৯৯)

২৫৩. দুঃখ-কষ্টের মাঝে জীবন যাপনকারী মুসলমানদের হিসাব সহজ হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ فَيَقُوْمُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا عَمِلْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا وَوَلَّيْتَ الْاَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقْتُمْ قَالَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ وَتَبْقٰى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلٰى ذَوِى الْاَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে "উম্মতে মোহাম্মদীর ফকীর মিসকীন ব্যক্তিবর্গ কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি আমল করেছ? তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে বিপদ-আপদের মধ্যে রেখেছিলে, কিন্তু সেখানে আমরা ধৈর্যধারণ করেছি। সম্পদ ও নেতৃত্ব অন্যদেরকে দিয়েছিলে, আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা সত্য বলছ। নবী করীম ﷺ বলেন : ফকীর মিসকীনরা অন্যদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে, নেতা ও সম্পদশালীরা কঠিন হিসাবের জন্য পেছনে পড়ে যাবে।

(ত্বাবারানী ইবনু হিব্বান, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং-৪/৫২৬৪)

২৫৪. হিসাব সহজ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা চাই।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ فِى بَعْضِ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا قُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ اَنْ يَّنْظُرَ فِىْ كِتَابِهٖ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ اِنَّهٗ مَنْ نُّوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি কোন কোন সালাতে এ দোয়া পাঠ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ـ

হে আল্লাহ্! তুমি আমার হিসাব সহজ করে দাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র নবী সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন : আল্লাহ্ বান্দার আমলনামা দেখে তাকে মাফ করে দিবেন, সেদিন যাকে তার আমলনামার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, হে আয়েশা! সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে। (আহমদ, আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাব আহওয়াল কিয়ামা, বাবুল হিসাব, ৩/৫৫৬৩)

৩৩. কঠিন হিসাব

২৫৫. যাদেরকে তাদের বাম হাতে বা পেছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে তাদের হিসাব কঠিন হবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ - وَلَمْ اَدْرِ مَاحِسَابِيَهْ - يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ـ

কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে : হায় আমার আমলনামা আমাকে যদি দেয়াই না হতো! এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায় আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না, আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।

(সূরা আল হাক্কা : আয়াত-২৫-২৯)

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ - فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا - وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا - اِنَّهٗ كَانَ فِىْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا - اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ - بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ـ

এবং যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পেছন ভাগে দেয়া হবে ফলত অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জ্বলন্ত আগুনেই সে প্রবেশ করবে। সে তার স্বজনদের মাঝেতো সানন্দে ছিল, যেহেতু সে ভাবত যে সে কখনো প্রত্যাবর্তিত হবে না, হ্যাঁ (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার পালনকর্তা তার ওপর

বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। (সূরা ইনশিকাক : আয়াত-১০-১৫)

২৫৬. কঠিন হিসাবের ধরন হবে এই যে বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে "তুমি এ কাজ কেন করলে"।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اِلَّا هَلَكَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُوْنَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে যার নিকট হিসাব চাওয়া হবে সে ধ্বংস হবে, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আল্লাহ্ আপনার জন্য কোরবান করুন, আল্লাহ কি বলেননি, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে? তিনি বললেন : এটা হল সৎ লোকদের সামনে তাদের আমলনামা উপস্থাপন করা, কিন্তু যার হিসাবের সময় তাকে প্রশ্ন করা হবে সে ধ্বংস হবে।

(বুখারী, কিতাবুত্তাফসীর, বাব ফাসাওফা ইয়ুহাসাবু হিসাবাই ইয়াসিরা)

২৫৭. সকল মানুষের সামনে কাফের ও মুনাফিকদের হিসাব নিয়ে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ كَذَّبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : কাফের ও মুনাফিকদের বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা (ফেরেশ্তা, ওলীগণ, সৎলোক) প্রকাশ্য সাক্ষ্য দিবে যে তারা ঐ সব লোক যারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, হুঁশিয়ার হও, এ জাতীয় যালেমদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। (বোখারী, কিতাবুল মাযালেম, বাব কাওলিল্লাল্লাহি তা'আলা আলা লা; নাতুল্লাহি আলা যালেমীন)

২৫৮. কঠিন হিসাবের একটি নমুনা।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ
يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ
فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى
اسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ
ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ
الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ
فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَاْتُ فِيْكَ
الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ
الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ
حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ
الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ
مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ
قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ
فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে সর্বপ্রথম এক শহীদকে হাজির করা হবে, আল্লাহ্ তাকে তাঁর নে'আমতের কথা স্মরণ করাবেন, আর শহীদ ঐ সমস্ত নে'আমতের কথা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নে'আমতের হক আদায়ের জন্য কি করেছ? সে বলবে আমি তোমার পথে সংগ্রাম করেছি এমনকি আমি শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছ তোমাকে মানুষ বাহাদুর বলবে এজন্য তুমি সংগ্রাম করেছ, আর তোমাকে লোকেরা দুনিয়াতে বাহাদুর বলেছে।

অতপর ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তারা তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। এরপর ঐ ব্যক্তিকে আনা হবে যে নিজে জ্ঞান হাসিল করেছে এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন তেলাওয়াত করেছে। আল্লাহ্ তাকে তাঁর নে'আমতের কথা স্মরণ করাবেন, আর আলেম ঐ সমস্ত নে'আমতের কথা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নে'আমতের হক আদায়ের জন্য কি করেছ? সে বলবে : হে আল্লাহ্! আমি জ্ঞান হাসিল করেছি, লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এজন্য জ্ঞান হাসিল করেছ যে, মানুষ তোমাকে আলেম বলবে, আর কুরআন এজন্য তেলাওয়াত করে শুনিয়েছ যাতে মানুষ তোমাকে ক্বারী বলে, দুনিয়াতে তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলা হয়েছে। অতঃপর ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তারা তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে আনা হবে যে দুনিয়াতে সুখী ও সম্পদশালী ছিল, আল্লাহ্ তাকে তাঁর নে'আমতের কথা স্মরণ করাবেন, আর শহীদ ঐ সমস্ত নে'আমতের কথা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ আমি তোমার পথে ঐ সমস্ত রাস্তায় তা ব্যয় করেছি যেখানে ব্যয় করা তোমার পছন্দ। আল্লাহ্ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি শুধু এ জন্য সম্পদ ব্যয় করেছ যে মানুষ তোমাকে ধনী বলবে, আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে, এর পর ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, আর তারা তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, বাব মান কাতালা লিররিয়া ওয়াস্‌সুমআ ইস্তাহাক্কা ন্নার)

২৫৯. শাসক ও সম্পদশালীদের হিসাব কঠিন হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ فَيَقُوْمُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا عَمِلْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا وَوَلَّيْتَ الْاَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقْتُمْ قَالَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ وَتَبْقٰى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلٰى ذَوِى الْاَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি

বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে "উম্মতে মোহাম্মদীর ফকীর মিসকীন ব্যক্তিবর্গ কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি আমল করেছ? তারা বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে বিপদ-আপদে নিক্ষেপ করে রেখেছিলে, কিন্তু সেখানে আমরা ধৈর্যধারণ করেছি। সম্পদ ও নেতৃত্ব অন্যদেরকে দিয়েছিলে, আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা সত্য বলছ। নবী করীম ﷺ বলেন : ফকীর মিসকীনরা অন্যদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে, নেতা ও সম্পদশালীরা কঠিন হিসাবের জন্য পেছনে পড়ে যাবে। (ত্বাবারানী ইবনু হিব্বান, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং-৪/৫২৬৪)

৩৪. যেভাবে বিনিময় নেয়া হবে

২৬০. শেষ বিচার দিবসে অধিকার আদায় করা হবে নেকীর মাধ্যমে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَىْءٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে অপমান করেছে বা যুলুম করেছে তার উচিত আজ ইহকালেই তার নিকট থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়া, ঐ দিন আসার আগে যে দিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। তবে যদি তার কোন নেক আমল থাকে তাহলে তার যুলুম বা অপমান পরিমাণে তার নেকীর সাথে তা বিনিময় করা হবে। আর অপমানকারী বা যালেমের যদি কোন নেকী না থাকে, তাহলে মাযলুমের গুনাহ যালেমের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, কিতাবুল মাযালেম, বাব মান কানাত লহু মাযলেমা ইন্দার রাজুল ফাহাল্লালাহা লাহু)

২৬১. কোন ব্যক্তি অনেক নেকী নিয়ে হাজির হবে কিন্তু অপরিসীম গুনাহের কারণে শুধু স্বীয় নেকীই হারাবে না বরং অপরের পাপ মাথায় নিয়ে জাহান্নামে

নিক্ষিপ্ত হবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطِىْ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবাগণ বলল : গরীবতো সেই যার টাকা-পয়সা নেই, সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে গরীব সে যে শেষ বিচার দিবসে সালাত, রোযা, যাকাত, ইত্যাদি নেক আমল নিয়ে হাজির হবে, কিন্তু সে হয়ত এর সাথে সাথে অন্য কোন লোককে গালি গালাজ করেছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করেছে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তখন সে যাদের হক নষ্ট করেছে তাদের মাঝে তার নেকীগুলো বন্টন করে দেয়া হবে, যদি তার নেকীগুলো হকদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, তাহলে হকদারদের পাপগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা, বাব তাহরিমযি যুলম)

২৬২. শেষ বিচার দিবসে ঋণ পরিশোধও নেকীর মাধ্যমে হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ أَوْدِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثُمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ.

আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার নিকট কেউ কোন দিনার বা দিরহাম পাওনা থাকল, শেষ বিচার দিবসে ঐ দিনার বা দিরহামের বিনিময় (পরিশোধ করানো হবে) নেকী দিয়ে। কেননা সেখানে দিনারও দিরহাম থাকবে না।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুস্ সাদাকাত বাব আতাশদীদ ফিদ্দাইন (২/১৯৫৮)

২৬৩. কাউকে যদি অন্যায়ভাবে থাপ্পড় মারা হয় তাহলে এর বিনিময়েও নেকী দিতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنِيْسٍ (رضـى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللّٰهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ قَالَ ...... النَّاسِ ...... عُرَاةً غُرْلًا بِهِمًا قَالَ قُلْنَا وَمَا بِهِمًا؟ قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْئٌ، ثُمَّ يُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بُعْدٍ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ اَنَا الدَّيَّانُ اَنَا الْمَلِكُ لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَنْ يَّدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتّٰى اَقُصَّهُ مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ لَهُ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ حَقٌّ حَتّٰى اَقُصَّهُ مِنْهُ حَتّٰى اللَّطْمَةَ قَالَ قُلْنَا كَيْفَ وَاَنَّا نَاْتِيْ عُرَاةً غُرْلًا بِهِمًا؟ قَالَ (اَلْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ) ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আনিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ বান্দাদেরকে বা বর্ণনাকারী বলেছেন : লোকদেরকে উলঙ্গ, খালি পা 'বুহ্‌কম' অবস্থায় একত্রিত করবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'বুহ্‌কম কি? তিনি বললেন : খালি হাত। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে ডাকবেন, যে ডাক দূরের লোকেরাও এমনভাবে শুনবে যেমন কাছের মানুষেরা শুনে। তিনি বলবেন : আমি বিনিময় নেয়ার মালিক, আর আমিই বাদশাহ্, যদি কোন জান্নাতীর নিকট কোন জাহান্নামীর কোন পাওনা থাকে তাহলে সে ঐ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না, যতক্ষণ না আমি ঐ জান্নাতীকে জাহান্নামীর নিকট থেকে তার হক আদায় না করে দিব। যদি কোন জান্নাতীর নিকট কোন জাহান্নামীর কোন হক থাকে, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না আমি জাহান্নামীকে তার হক আদায় না করে দিব।

সাহাবাগণ বলল : হে আল্লাহর রাসূল! এটা কীভাবে হবে যখন আমরা উলঙ্গ দেহে, খালি পা, খালি হাত নিয়ে হাজির হব? তিনি বললেন : তা হবে পাপের সাথে নেকীর বিনিময়। (আহমদ, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্

তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং (৪/৫২৮৩)

২৬৪. পুলসিরাত অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও যালেম মাযলুমকে চিনতে পারবে আর মাযলুম ততক্ষণ পর্যন্ত যালেমকে ছাড়বে না যতক্ষণ না যালেমের নেকী না নিবে।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَجِئُ الظَّالِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى اِذَا كَانَ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالْوَعْرَةِ لَقِيَهُ الْمَظْلُوْمُ فَعَرَفَهُ وَعَرَفَ مَا ظَلَمَهُ بِهِ فَمَا يَبْرَحُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا يَقُصُّوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا حَتّٰى يَنْزِعُوْا مَا فِىْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ رُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ حَتّٰى يُوْرِدَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

আবু উমামা আল বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে যখন যালেম অন্ধকারে পুলসিরাতে বিভীষিকাময় পথে থাকবে, তখন মাযলুম তার কাছে আসবে, অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও তাকে চিনে ফেলবে এবং সে যে যুলুম করেছিল তাও তার মনে পড়ে যাবে, মাযলুম ততক্ষণ পর্যন্ত ওখান থেকে নড়বে না যতক্ষণ না যালেমের নিকট থেকে তার হক বুঝে পাবে, এমনকি যালেমের নিকট যত নেকী থাকবে, মাযলুম সবই ছিনিয়ে নিবে, যদি যালেমের নেকী না থাকে তাহলে মাযলুমের পাপ যালেমের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। সব শেষে তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। (ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'ষ কি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং ৪/৫২৮৪)

৩৫. মিযানের বিবরণ

২৬৫. মিযানের প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব।

عَنْ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيْزَانِ

وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ -

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ফেরেশ্‌তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, জান্নাত, জাহান্নাম ও মিযানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ভাগ্যের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

(বাইহাকী, আলবানী লিখিত সহীহ্ আল জামেআস্ সাগীর, খাণ্ড ২ হাদীস নং ২৭৯৫)

২৬৬. প্রমাণ করার জন্য মানুষের আমল মিযানে উঠানো হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে সফল হবে আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে সে ব্যর্থ হবে।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ، فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ، وَمَآ اَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ -

তখন যার পাল্লা ভারী হবে সেতো সুখী জীবন যাপন করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, আপনি কি জানেন তা কি? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (সূরা ক্বারিয়া : আয়াত-৬-৯)

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۨالْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَظْلِمُوْنَ -

আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে, অতপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৮-৯)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ -

যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল বসবাস করবে।

(সূরা মুমিনূন : আয়াত-১০২-১০৩)

২৬৭. মানুষের আমলের ওজন ইনসাফ ভিত্তিক হবে এমন কি কারো যদি বিন্দু পরিমাণ পাপ বা নেকী থাকে তারও ওজন হবে।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ـ

আমি শেষ বিচার দিবসে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, কাজেই কারো প্রতি যুলুম হবে না, যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা হাজির করব এবং হিসাব গ্রহণ করার জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৪৭)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً حُفَاةً فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَسْوَتَاهُ يَنْظُرُ بَعْضُنَا اِلٰى بَعْضٍ شُغِلَ النَّاسُ قُلْتُ مَا شُغْلُهُمْ؟ قَالَ نَشْرُ الصَّحَائِفِ فِيْهَا مَثَاقِيْلَ الذَّرِّ وَمَثَاقِيْلُ الْخَرْدَلِ ـ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে মানুষকে উলঙ্গ দেহ ও খালি পায়ে উঠানো হবে, উম্মু সালামা বলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! ﷺ হায় আমাদের পর্দা! মানুষ তো পরস্পরের দিকে তাকাবে? তিনি বলেন : লোকেরা ব্যস্ত থাকবে। (কারো দিকে তাকানোর মতো অবকাশ থাকবে না) আমি বললাম : কি বিষয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে? তিনি বললেন, আমলনামা পাওয়ার বিষয়। যেখানে সরিষা ও বিন্দু পরিমাণ আমলও থাকবে। (ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং ৪/৫২৪৩)

২৬৮. কালিমা শাহাদাত শেষ বিচার দিবসে পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاَنِ مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُؤُسِ

الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍ مِثْلَ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا؟ اَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ؟ يَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُوْلُ لَا يَارَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَاِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَيَخْرُجُ بِطَاقَةٌ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلُ : اَحْضُرُ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ فَاِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِيْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْئٌ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ এক ব্যক্তিকে সমস্ত মানুষের সামনে হিসাব নেয়ার জন্য আলাদা করবেন, তার আমলনামার ৯৯টি রেকর্ড বুক তার সামনে রাখা হবে, এর মধ্যে প্রত্যেকটি রেকর্ড বুক এর আয়তন হবে মদীনা থেকে বাসরা পর্যন্ত, আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি কি তোমার এ পাপের কোনটি অস্বীকার করছ? আমার ফেরেশতারা তোমার প্রতি যুলুম করেনি? বান্দা বলবে : না হে আমার পালনকর্তা! আল্লাহ্ বলবেন : এ পাপের বিষয়ে তোমার কি কোন আপত্তি আছে? বান্দা বলবে : না হে আমার প্রতিপালক, এরপর আল্লাহ্ বলবেন : আচ্ছা থাম আমার নিকট তোমার একটি নেকী আছে, আজ তোমার প্রতি কোন রকমের যুলুম করা হবে না।

তখন একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে যেখানে। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' লিখা থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন : যাও এর ওজন কর, বান্দা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! এ ৯৯টি রেকর্ড বুকের মোকাবেলায় এ কাগজের ওজন কি হবে? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার প্রতি যুলুম করা হবে না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এরপর তার পাপের সমস্ত রেকর্ড এক পাল্লায় রাখা হবে, আর ঐ কাগজের টুকরাটি অপর পাল্লায় রাখা হবে,

পাপের পাল্লাটি হালকা হবে আর কাগজের টুকরার পাল্লাটি ভারী হবে। বাস্তবেই আল্লাহ্‌র নামের চেয়ে ভারী আর কোন কিছু নেই। (তিরমিযী, আবওয়াবুল ঈমান বাব ফিমান ইয়ামুতু ওয়াহুয়া ইয়াশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ২/২১২৭)

২৬৯. নেক আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ اَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ -

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : মিযানে ওজন করা আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র। উত্তম চরিত্রের অধিকারী অধিক পরিমাণে নফল সালাত ও নফল রোযাকারীর মর্যাদা অর্জন করবে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াসসিলা, বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক, ২/১৬২৯)

২৭০. মুখ থেকে বের হওয়া কথাও মিযানে ওজন দেয়া হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দু'টি কথা এমন যা মুখে উচ্চারণ করা সহজ, কিন্তু মিযানে তার ওজন অধিক, আর আল্লাহ্‌র নিকট তা অধিক প্রিয়, (তা হল) সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

(মুত্তাফাকুন আলাইহি, আললুলু ওয়াল মারযান খণ্ড ২, হাদীস নং ১৭২৭)

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ اَوْ تَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ -

আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেছেন : পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক, (একবার) আলহামদুলিল্লাহ্ বলা পাল্লাকে নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, সুবহানাল্লাহ্ এবং আলহামদুলিল্লাহ্ বলা আসমান ও যমিন এর মাঝে সব কিছুকে নেকী দিয়ে ভরপুর করে দেয়া।

(মুসলিম, আলবানী লিখিত সংক্ষিপ্ত সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১২০)

২৭১. কর্মচারীর অন্যায় ও মালিকের দেয়া শাস্তি ওজন করা হবে, কর্মচারীর অন্যায় ভারী হলে মালিক রক্ষা পাবে আর শাস্তির পাল্লা ভারী হলে মালিক শাস্তি পাবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ
بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ مَمْلُوْكَيْنِ
يُكَذِّبُوْنَنِىْ وَاَضْرِبُهُمْ وَاَشْتِمُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ
اِيَّاهُمْ فَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَاِنْ
كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، لَالَكَ وَلَا عَلَيْكَ
وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ
الَّذِيْنَ بَقِىَ قَبْلَكَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْكِىْ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ
وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللّٰهِ وَنَضَعُ
الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ
كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ فَقَالَ
الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَجِدُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ فِرَاقِ هٰؤُلَاءِ
يَعْنِىْ عَبِيْدِهِ اَشْهَدُكَ كُلُّهُمْ اَحْرَارٌ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবাগণের মধ্যে একজন তাঁর নিকট হাজির হয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু কর্মচারী আছে যারা আমার সাথে মিথ্যা বলে, খিয়ানত করে এবং আমার অবাধ্য হয়। আমি

তাদেরকে গালি গালাজ করি, মার ধর করি, শেষ বিচার দিবসে মিযানে এর হিসাব কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কর্মচারীদের খিয়ানত, মিথ্যা ও অবাধ্যতার হিসাব করা হবে এবং তাদেরকে দেয়া শাস্তিরও হিসাব করা হবে, যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অন্যায়ের তুলনায় কম হয়, তাহলে তুমি সোয়াব পাবে, আর তোমার দেয়া শাস্তি যদি তাদের অন্যায়ের সমান সমান হয়, তাহলে তোমার কোন শাস্তি হবে না এবং নেকীও হবে না। কিন্তু তোমার দেয়া শাস্তি যদি তাদের অন্যায়ের তুলনায় অধিক হয়, তাহলে অতিরিক্ত শাস্তির বিনিময় তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে, (একথা শুনে) ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছ, তুমি কি কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ কর না? "আমি শেষ বিচার দিবসে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, কাজেই কারো প্রতি যুলুম করা হবে না, যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাজির করব এবং হিসাব গ্রহণ করার জন্য আমিই যথেষ্ট।" একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার বিষয়ে আর কোন কিছু এর চেয়ে উত্তম মনে করি না যে, আমি তাদেরকে আযাদ করে দিব। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি তারা সবাই আজ থেকে আযাদ। (তিরমিযী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং (৪/৫২৮০)

২৭২. জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার খানা পিনা পায়খানা পেশাবও শেষ বিচার দিবসে মুজাহিদের নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شَبْعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমানে নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য মনে করে, আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখে, তাহলে ঐ ঘোড়ার খানা-পিনা, পেশাব পায়খানা, শেষ বিচার দিবসে মুজাহিদের পাল্লায় রাখা হবে।
(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব মান ইহতাবাসা ফারাসান লিকাউলিহি আয্যা ওয়াযাল্লা ওয়া মিন রিবাতিল খাইল)

২৭৩. কেবল একটি নেকী অধিক হওয়ার কারণে মানুষ জান্নাতে চলে যাবে, আবার কেবল একটি নেকী কম হওয়ার কারণে মানুষ জাহান্নামে চলে যাবে। নেক ও পাপ সমান সমান হলে মানুষ আ'রাফে থাকবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ يُحَاسَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَتْ حَسَنَاتُهُ اَكْثَرَ مِنْ سَيِّاتِهِ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ كَانَتْ سَيِّاتُهُ اَكْثَرَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ النَّارَ ثُمَّ قَرَاَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْمِيْزَانَ يُخَفِّفُ بِمِثْقَالِ حَبَّةٍ اَوْ تَرْجَحُ قَالَ وَمَنْ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْاَعْرَافِ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শেষ বিচার দিবসে মানুষের নিকট হিসাব চাওয়া হবে, আর যার নেকী তার পাপের তুলনায় একটি অধিক হবে সে জান্নাতে চলে যাবে, আর যার নেকীর চেয়ে একটি পাপ অধিক হবে সে জাহান্নামে চলে যাবে, এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কুরআন মাজীদের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন," যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল অবস্থান করবে" এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন : মিযান একটি বিন্দু পরিমাণ আমলের কারণে ভারী বা হালকা হয়ে যাবে, এর পর তিনি বললেন : যার নেকী ও পাপ সমান সমান হবে সে আ'রাফ বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (হাদীসটি ইবনে মোবারক যাওয়ায়েদুয যুহদ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (আত্ তাযকিরা লিল কুরতুবী, আবওয়াবুল মিযান মিযান, বাব যিকরু আসহাবিল আ'রাফে, পৃ: ২৯৮)

২৭৪. মিযানে আমলনামা ওজন করার সময় মানুষের অবস্থা এত কঠিন হবে যে নিকটআত্মীয় অন্তরঙ্গ সাথী ও জানবাজ পীর মুরিদ পরস্পরকে ভুলে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُبْكِيْكِ؟ قُلْتُ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ اَمَّا فِىْ ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ

أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ؟ وَ عِنْدَ تَطَايُرِ الصُّحُفِ حَتّٰى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِىْ يَمِيْنِهِ أَمْ شِمَالِهِ أَمْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ؟ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَجُوْزَ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : কেন কাঁদছ? আমি বললাম : জাহান্নামের কথা স্মরণ হল তাই আমি কাঁদতে ছিলাম। শেষ বিচার দিবসে কি আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের কথা স্মরণ রাখবেন, না রাখবেন না? তিনি বললেন : তিনটি স্থান এমন হবে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ রাখতে পারবে না। মিযানের নিকট যতক্ষণ না মানুষ বুঝতে পারবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হল না হালকা? আমলনামা পাওয়ার স্থানে, যতক্ষণ না মানুষ জানতে পারবে যে তার আমলনামা ডান হাতে পেল না বাম হাতে, না পিছন দিক দিয়ে। পুলসিরাতে, যখন তা জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা হবে, যতক্ষণ না মানুষ তা পার হবে। (আবু দাউদ, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং ৪/৫৩০৬)

৩৭৫. কাফেরদের পাহাড় পরিমাণ নেক আমল মাছির পাখার সমতুল্য হবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَايَزِنُ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ اِقْرَءُوْا فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا -

আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে এক বিশাল দেহ বিশিষ্ট লোক আনা হবে, তার ওজন মাছির পাখার সমানও হবে না। কুরআন মাজীদের আয়াত পড় এবং চিন্তা কর : কাফেরদেরকে শেষ বিচার দিবসে আমি কোন মূল্যায়ন করব না।
(সূরা কাহাফ-১০৫ মুসলিম, কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব হালুল কাফের আল আযীম আস্‌সামীন)

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) يُؤْتٰى بِأَعْمَالٍ كَجِبَالِ تِهَامَةَ

فَلاَتَزِنُ شَيْئًا ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, কাফের শেষ বিচার দিবসে তিহামা পাহাড়ের সমান নেক আমল নিয়ে আসবে, কিন্তু এর কোনই মূল্য হবে না।

(কুরতুবী, তাযকিরা লিল কুরতুবী, আবওয়াবুল মিযান, বাব মাযায়া ফিল মিযান)

৩৬. পুলসিরাত

২৭৬. পুলসিরাত চুলের চেয়ে চিকন এবং তারবারীর চেয়ে ধারালো হবে।

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) بَلَغَنِىْ اَنَّ الْجَسْرَ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَاَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে যে, পুলসিরাত চুলের চেয়েও চিকন আর তরবারীর চেয়েও ধারালো।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমিনীন ফিল আখেরা রাব্বুহুম)

২৭৭. জাহান্নামের ওপর রাখা পুলসিরাত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অতিক্রম করতে হবে।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না, এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত, এরপর আমি মুত্তাকিদের উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব। (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৭১-৭২)

عَنْ اُمِّ مُبَشِّرِ الْاَنْصَارِيِّ (رضى) اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ حَفْصَةَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَارَةِ اَحَدٌ مِنَ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ (رضى) وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقُوْا وَنَذَرُ

الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

উম্মে মুবাশ্বির আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট একজনও জাহান্নামে যাবে না। হাফসা (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ কেন নয়? তিনি হাফসা (রা)-কে একথা বলার কারণে ধমক দিলেন, হাফসা (রা) এ আয়াত পাঠ করল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যারা জাহান্নামে যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর সাথে সাথেই আল্লাহ্ একথা বলেছেন : আমি তাকওয়াবানদেরকে এ থেকে হেফাজত করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব। (মুসলিম, কিতাবু ফাযায়েল আসহাবুস সাজারা)

২৭৮. সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পর তাঁর উম্মতেরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে। পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় নবীগণও এ দোয়া করবেন "হে আল্লাহ্ বাঁচাও! হে আল্লাহ্ বাঁচাও! পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় ভয়ে ভীত থাকার কারণে নবীগণ ব্যতীত অন্য কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বের হবে না। পুলসিরাতে আগুনের তৈরি হুক থাকবে যা লোকদেরকে তাদের পাপ অনুযায়ী ধরে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَنَا وَاُمَّتِىْ اَوَّلُ مَنْ يُّجِيْزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَاَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا اِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسُ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْبِقُ يَعْنِىْ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُجَازِىْ حَتّٰى يُنْجِىَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুলসিরাত জাহান্নামের পিঠের ওপর রাখা হবে, নবীগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম

নিজ উম্মতদেরকে নিয়ে পুলসিরাত পার হব, নবীগণ ব্যতীত অন্য আর কোন কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলদের মুখেও শুধু একথাই থাকবে যে, হে আল্লাহ্ বাঁচাও! হে আল্লাহ্ বাঁচাও! জাহান্নামে সা'দানের কাঁটার ন্যায় হুক থাকবে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি সা'দানের কাটা দেখেছ? তারা বলল : হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ﷺ বললেন : জাহান্নামের হুকও এ সা'দানের কাঁটার ন্যায় হবে। অবশ্য এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌রই আছে যে তা কত বড় হবে। ঐ হুক মানুষকে তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, আবার কেউ আহত হবে, কিন্তু পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব মারেফাতত ত্বারিকুররুইয়া)

২৭৯. পুলসিরাত অতিক্রমের পূর্বে চতুর্দিকে অন্ধকার হয়ে যাবে । উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বপ্রথম ফকীর ও মুহাজিরগণের দল পুলসিরাত পার হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ حِبْرٌ مِّنْ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ اَسْئَلُكَ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ اَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمْ فِىْ ظُلْمَةٍ دُوْنَ الْجَسْرِ قَالَ فَمَنْ اَوَّلُ النَّاسِ اِجَازَةً قَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ -

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট হাজির ছিলাম, ইহুদী আলেমদের মধ্য থেকে একজন এসে বলল : যে এ পৃথিবী অন্য কোন পৃথিবী এবং আকাশের সাথে পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। ইহুদী আবার জিজ্ঞেস করল, মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম কে পুলসিরাত পার হবে? তিনি বললেন : গরীব মুহাজিররা।

(মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, বাব বায়ান সিফাতু মানিইর রাজুলি ওয়াল মারআ ওয়া ইন)

২৮০. পুলসিরাত পার হওয়ার সময় প্রত্যেক মু'মিনকে দু'টি করে আলোকবর্তিতা দেয়া হবে, একটি তার সামনে থাকবে আর অপরটি তার ডান হাতে থাকবে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে তাদের সামনে ও ডানে জ্যোতি ছুটোছুটি করবে, বলা হবে আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা হাদীদ : আয়াত-১২)

২৮১. কোন কোন মু'মিনগণকে বড় পাহাড়ের সমান আলোকবর্তিকা দেয়া হবে, কাউকে খেজুর গাছের সমান, সবচেয়ে কম পরিমাণ নূর পায়ের আংগুলের আকৃতিতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعُوْا رُؤُوْسَكُمْ فَيَرْفَعُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ فَيُعْطِيْهِمْ نُوْرَهُمْ عَلٰى اَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطٰى نُوْرَهٗ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيْمِ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطٰى نُوْرَهٗ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطٰى مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَدِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطٰى اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُهُمْ رَجُلًا يُعْطٰى نُوْرَهٗ عَلٰى اِبْهَامِ قَدَمِهٖ يُضِيْئُ مَرَّةً وَيَطْفِئُ مَرَّةً فَاِذَا اَضَاءَ قَدمَ قَدَمُهٗ وَاِذَا اطْفِئَ قَامَ قَالَ وَالرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَمَامَهُمْ حَتّٰى يَمُرَّبِهِمْ فِى النَّارِ فَيَبْقٰى اَثَرُهٗ كَحَدِّ السَّيْفِ قَالَ فَيَقُوْلُ مُرُّوْا فَيَمُرُّوْنَ عَلٰى قَدْرِ نُوْرِهِمْ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمُرُّ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَانْقِضَاءِ الْكَوَاكِبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَالرِّيْحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُلِ حَتّٰى يَمُرَّ الَّذِىْ يُعْطٰى نُوْرَهٗ عَلٰى ظَهْرِ

قَدَمَيْهِ يَحْبُوْ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ تَجُرُّ يَدٌ وَتَعَلَّقُ يَدٌ وَتَجُرُّ رِجْلٌ وَتَعَلَّقُ رِجْلٌ وَتُصِيْبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ فَلاَ يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى يَخْلُصَ فَاِذَا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْطَانِىْ مَالَمْ يُعْطَ اِذَا اَنْجَانِىْ مِنْهَا بَعْدُ اِذْ رَأَيْتُهَا ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (হাশরের মাঠে আল্লাহ্কে সেজদা করার পর) আল্লাহ্ বলবেন : মাথা উঠাও ঈমানদার ব্যক্তি তার মাথা উঠাবে, এরপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী আলো দান করবেন, তাদের মধ্যে কাউকে বড় পাহাড় সমান আলো দেয়া হবে, যা তাদের আগে আগে দৌড়াতে থাকবে, আবার কাউকে এর চেয়ে কম আলো দেয়া হবে, আবার কাউকে খেজুরের সমান আলো দেয়া হবে, যা তার হাতে থাকবে, আবার কাউকে এর চেয়ে ছোট আলো দেয়া হবে, এমনকি যাকে সবচেয়ে কম আলো দেয়া হবে, তা মানুষের পায়ের আঙ্গুলে থাকবে, যা একবার আলোকিত হবে, আরেকবার নিভে যাবে, যখন তা জ্বলবে তখন মানুষ হাঁটবে, যখন নিভে যাবে তখন ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তাদের সামনে থাকবেন এবং তাদেরকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য পুলসিরাতের নিকটে নিয়ে আসবেন। পুলসিরাত দেখতে তরবারীর চেয়েও ধারালো মনে হবে, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, তোমরা পুলসিরাত অতিক্রম কর। তখন প্রত্যেকে তার আলো অনুসারে পুলসিরাত পার হবে, তাদের মধ্যে কেউ চোখের পলকে তা পার হবে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে পার হবে, কেউ বাদলের গতিতে তা পার হবে, এমন কি যার আলো তার পায়ের আঙ্গুলে থাকবে সে কখনো উপুড় হয়ে, কখনো সোজা হয়ে, কখনো হাতে পায়ে আঘাত পেয়ে তা পার হবে, তার হাত পুলসিরাতের হুক টেনে ধরে লটকিয়ে ফেলবে, আবার কখনো তার পা টেনে ধরে তাকে লটকিয়ে ফেলবে, তার দেহে আগুনের স্পর্শ লাগবে, সে এভাবে উঠে পড়ে, ঝুলে পুলসিরাত পার হবে, যখন পুলসিরাত পার হবে, তখন দাঁড়িয়ে বলবে : ঐ আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করেছেন, যা অন্য কারো ওপর করেননি। তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অথচ আমি তা দেখেছি, (আমি সেখানে পতিত হচ্ছিলাম প্রায়)। (ইবনে আবিদ্দুনইয়া, ত্বাবারানী, হাকেম, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং ৪/৫২৬৫)

২৮২. পুলসিরাত পিছলানো এবং পতিত হওয়ার স্থান। কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তি বিজলীর গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে, কেউ সুস্থ ও নিরাপদে, কেউ পড়ে, উঠে, ঝুলে, আহত হয়ে ব্যথা পেয়ে তা পার হবে। আবার কেউ পড়ে, উঠে ও আঘাত পেয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ دَحْضٌ مِزَلَّةٌ فِيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكٌ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ فِيْهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُوْنَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَ كَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَ كَاَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسْلِمٌ وَمَخْدُوْشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوْسٌ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! পুলসিরাত কেমন হবে? তিনি বললেন : তা পিছলা খাওয়া ও পতিত হওয়ার স্থান, সেখানে কাঁটা ও আংটা থাকবে এবং এমন কিছু কাঁটা থাকবে যা নজদ অঞ্চলে পাওয়া যায়, যাকে সা'দুন বলা হয়, কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তি পুলসিরাত চোখের পলকে পার হবে, কেউ বিজলির গতিতে তা পার হবে, কেউ বাতাসের গতিতে তা পার হবে, কেউ পাখির গতিতে তা পার হবে, কেউ ঘোড়ার গতিতে তা পার হবে, কেউ উটের গতিতে তা পার হবে, কেউ সুস্থ ও নিরাপদে তা পার হবে, কেউ আঘাত প্রাপ্ত হবে কিন্তু এরপরও তা পার হবে, আবার কেউ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (মুসলিম, বাবুল ঈমান, বাব মারেফা তরিকুলরুইয়া)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ يُوْضَعُ الصِّرَاطُ عَلٰى سَوَاءِ جَهَنَّمَ مِثْلُ حَدِّ السَّيْفِ الْمُرْهِفِ مَدْحَضَةٌ مُزِلَّةٌ عَلَيْهِ كَلَالِيْبِ مِنْ نَارٍ يَخْطَفُ بِهَا فَمُمْسِكٌ يَهْوِىْ فِيْهَا وَمَصْرُوْعٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ فَلَا يَنْشَبُ ذٰلِكَ اَنْ يَنْجُوْ ثُمَّ كَجَرِى

الْفَرَسِ ثُمَّ كَرَمْلِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيِ الرَّجُلِ ثُمَّ يَكُوْنُ اٰخِرُهُمْ اِنْسَانًا رَجُلٌ قَدْ لَوَّحَتْهُ النَّارِ وَلَقِيَ فِيْهَا شَرًّا حَتّٰى يَدْخُلُهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ وَسَلْ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَتَهْزَأُ مِنِّىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ وَسَلْ حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِىْ قَالَ لَكَ مَا سَاَلْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : পুলসিরাত জাহান্নামের ওপর রাখা হবে, যা তলোয়ারের চেয়েও ধার হবে, আর তা হবে পিছলানো এবং পতিত হওয়ার স্থান, তাতে থাকবে আগুনের কাঁটা, যা মানুষকে টেনে ধরবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, আবার কাউকে আহত করবে, মানুষের মধ্যে কেউ বিজলির গতিতে তা পার হবে, তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথে কোন বাধা থাকবে না, কেউ বাতাসের গতিতে তা পার হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথে তাদেরও কোন বাধা থাকবে না, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায় তা পার হবে, কেউ তাড়িত লোকের ন্যায় তা পার হবে, কেউ পায়ে হাঁটা লোকের গতিতে তা পার হতে তার কষ্টও হবে, শেষে আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে দিবেন, এরপর তাকে বলবেন : যা খুশি তা চাও, সে বলবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন আপনিতো সম্মানিত প্রতিপালক! তাকে আবারো বলা হবে যা খুশি তা চাও, এমনকি যখন তার সমস্ত দাবি পূরণ করা হবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন : তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হয়েছে, এর সাথে তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ পরিমাণ আলো দেয়া হল। (ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং (৪/৫৩১০)

২৮৩. পুলসিরাতের ডান পাশে আমানত এবং বাম পাশে আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়ানো থাকবে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা আমানতের খিয়ানত করেছে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। নবী করীম ﷺ পুলসিরাতের নিকট দাঁড়িয়ে নিজ উম্মতের জন্য দোয়া করবেন হে আল্লাহ্! তাদেরকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ্! তাদেরকে রক্ষা কর।

عَنْ حُذَيْفَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتُرْسَلُ

الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَىُّ شَىْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ اَلَمْ تَرَوْا اِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِىْ بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتّٰى تَعْجَزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى يَجِئُ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ السَّيْرُ اِلَّا زَحْفًا وَفِىْ حَافَتَى الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُوْرَةٌ تَاْخُذُ مَنْ اُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوْشٌ وَمَكْدُوْسٌ فِى النَّارِ.

হুযাইফা ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে প্রেরণ করা হবে, তারা পুলসিরাতের ডান ও বাম পাশে দাঁড়ানো থাকবে, তোমাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিতে তা পার হবে, হুযাইফা (রা) জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা-মাতার আপনার জন্য কোরবান হোক, কোন জিনিস বিদ্যুতের গতিতে পার হতে পারে? তিনি বললেন : তুমি কি দেখনি কিভাবে বিদ্যুত চোখের পলকে আসে যায়। এরপর কিছু সংখ্যক লোক বাতাসের গতিতে তা পার হবে, এরপর কিছু লোক পাখির গতিতে তা অতিক্রম করবে, এরপর কিছু সংখ্যক লোক মানুষ দৌড়ানোর গতিতে তা পার হবে, এরপর অন্য লোকেরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী পুলসিরাত পার হবে, আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে থাকবে, হে আল্লাহ্! আমার উম্মতদেরকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্! আমার উম্মতদেরকে নিরাপদ রাখ। এরপর নেক আমলওয়ালা মানুষের সংখ্যা কমতে থাকবে, এরপর এক ব্যক্তি আসবে সে দাঁড়িয়ে পুলসিরাত পার হতে পারবে না, বরং নিজে নিজে সেখানে বার বার পড়ে যাবে, উভয় দিকে আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কাঁটা ঝুলে থাকবে, যার বিষয়ে নির্দেশ হবে তারা তাকে ধরে ফেলবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, কোন কোন লোক আহত হয়ে পুলসিরাত পার হবে, আবার কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাআদনা আহলুল জান্না মানযিলাতান ফিহা)

২৮৪. হাশরের মাঠে উম্মত মুহাম্মদীকে সহযোগিতা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্

ﷺ পুলসিরাতে মিযান ও হাউজ কাওসারের পাশে হাজির থাকবেন।

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَّشْفَعَ لِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ اطْلُبْنِى أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِىْ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ؟ قَالَ فَاطْلُبْنِىْ عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّىْ لَا أُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আবেদন করলাম, তিনি যেন শেষ বিচার দিবসে সুপারিশ করেন, তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন : সর্বপ্রথম আমাকে পুলসিরাতে খুঁজবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম যদি আপনাকে ওখানে না পাই? তিনি বললেন : এরপর আমাকে মিযানের পাশে খুঁজবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম যদি এখানেও না পাই তাহলে কোথায় খুঁজব? তিনি বললেন : তাহলে আমাকে হাউজে কাওসারের নিকট খুঁজবে। আমি এ তিনটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও যাব না।"

(তিরমিযী, আবওয়া সিফাতুল কিয়ামা, বাব মাযায়া ফি শা'ন সিরাত, (১২/১৯৮১)

২৮৫. সালাত পুলসিরাতে আলো দিবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ ابْنِ خَلَفَ.

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা

করেছেন, তিনি একদিন সালাতের কথা বলতে গিয়ে বললেন : যে ব্যক্তি তা হেফাজত করবে তা তার জন্য শেষ বিচার দিবসে আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে তা হেফাজত করবে না, শেষ বিচার দিবসে তার কোন আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় থাকবে না। সে শেষ বিচার দিবসে কারুন, হামান, ফেরআউন ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে।

(ইবনে হাব্বান, কিতাবুল আযান বাব ফযলিস্‌সুজুদ)

২৮৬. অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তির জন্য পুলসিরাতে আলো থাকবে।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

বুরাইদা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদের জন্য শেষ বিচার দিবসে পরিপূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও। (আবুদাউদ, তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস, সালা বাব মাযায়া ফিল মাসিয়ি ইলাল ফিয্যুলাম, হাদীস নং ৫৬১)

২৮৭. পুলসিরাত পার হওয়ার সময়টি এমন কঠিন হবে যে যখন মানুষ তাদের আপন জনদের কথাও ভুলে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُبْكِيْكِ؟ قُلْتُ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ اَمَّا فِىْ ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ؟ وَ عِنْدَ تَطَايُرِ الصُّحُفِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهٗ فِىْ يَمِيْنِهٖ اَمْ شِمَالِهٖ اَمْ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ؟ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَجُوْزَ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : কেন কাঁদছ? আমি বললাম : জাহান্নামের কথা স্মরণ হল তাই আমি কাঁদতে ছিলাম। শেষ বিচার দিবসে কি

আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের কথা স্মরণ রাখবেন, না রাখবেন না? তিনি বললেন : তিনটি স্থান এমন হবে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ রাখতে পারবে না। মিযানের নিকট যতক্ষণ না মানুষ বুঝতে পারবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হল না হালকা? আমলনামা পাওয়ার স্থানে, যতক্ষণ না মানুষ জানতে পারবে যে তার আমলনামা ডান হাতে পেল না বাম হাতে, না পিছন দিক দিয়ে। পুলসিরাতে, যখন তা জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা হবে, যতক্ষণ না মানুষ তা পার হবে। (আবু দাউদ, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং (৪/৫৩০৬)

২৮৮. পুলসিরাত পার হওয়ার সময় মানুষ শেষ পর্যন্ত যেন এ আলো অবশিষ্ট থাকে এজন্য দোয়া করতে থাকবে।

يَوْمَ لَا يُخْزِيْ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

সেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে দিকে ছুটোছুটি করবে, তারা বলবে হে আমাদের রব, আমাদের আলোকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহরীমা : আয়াত-৮)

২৮৯. অত্যাচারিত অত্যাচারিকে পুলসিরাতের ওপর আটকে দিবে এবং অত্যাচারের বিনিময় না দিয়ে তাকে পুলসিরাত পার হতে দিবে না।

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه يَجِيْءُ الظَّالِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى اِذَا كَانَ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ بَيْنَ الظُّلْمَةِ وَالْوَعْرَةِ لَقِيَهُ الْمَظْلُوْمُ فَعَرَفَهُ وَعَرَفَ مَا ظَلَمَهُ بِهِ فَمَا يَبْرَحُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا يَقُصُّوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا حَتّٰى يَنْزِعُوْا مَا فِيْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْحَسَنَات فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ رُدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ حَتّٰى يُوْرِدَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

আবু উমামা আল বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে যখন যালেম অন্ধকারে পুলসিরাতে বিভীষিকাময় পথে থাকবে, তখন মাযলুম তার কাছে আসবে, অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও তাকে চিনে ফেলবে এবং সে যে যুলুম করেছিল তাও তার মনে হয়ে যাবে, মাযলুম ততক্ষণ পর্যন্ত ওখান থেকে নড়বে না যতক্ষণ না যালেমের নিকট থেকে তার হক বুঝে পাবে, এমনকি জালেমের নিকট যত নেকী থাকবে, মাযলুম সবই ছিনিয়ে নিবে, যদি যালেমের নেকী না থাকে তাহলে মাযলুমের পাপ যালেমের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। সব শেষে তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। (ত্বাবারানী, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং (৪/৫২৮৪)

২৯০. পুলসিরাত পার হওয়ার বিষয়ে সালাফদের ভয়।

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضى) اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَايَسْكُنُ رَوْعَهُ حَتّٰى يَتْرُكَ جِسْرَ جَهَنَّمَ ـ

মু'আজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ঈমানদার ব্যক্তি পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত শান্তি অনুভব করবে না। (আল ফাওয়ায়েদ ১৫২)

سُئِلَ عَطَاءُ السُّلَمِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَا هٰذَا الْحُزْنَ قَالَ وَيْحَكَ الْمَوْتُ فِىْ عُنُقِىْ وَالْقَبْرُ بَيْتِىْ وَفِى الْقِيَامَةِ مَوْقِفِىْ وَعَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيْقِىْ لَا اَدْرِىْ مَا يُصْنَعُ بِىْ ـ

আতা আস্‌সুলমী (রা)-কে চিন্তিত দেখে, জিজ্ঞেস করা হল যে, তুমি কেন চিন্তা করছ? তিনি বললেন : তোমার অমঙ্গল হোক তুমি কি জাননা মৃত্যু আমার গর্দানের নিকটে কবর আমার ঘর, শেষ বিচার দিবসে আমাকে আল্লাহ্‌র আদালতে হাজির হতে হবে, আর জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত আমাকে অতিক্রম করতে হবে, অথচ আমি জানিনা আমার অবস্থা কি হবে।

(সিফাতুস সাফওয়া, ৩/৩২৭)

كَانَ اَبُوْ مَيْسَرَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ يٰلَيْتَ اُمِّىْ لَمْ تَلِدْنِىْ ثُمَّ يَبْكِىْ فَقِيْلَ لَهٗ مَا يُبْكِيْكَ يَا اَبَا مَيْسَرَةَ؟ قَالَ

اُخْبِرْنَا اَنَّا وَارِدُهَا وَلَمْ نُخْبَرْ اَنَّا صَادِرُوْنَ عَنْهَا ـ

আবু মাইসারা (রা) যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন, হায় আফসোস! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিত, আর কাঁদতে থাকতেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হল হে আবু মাইসারা! তুমি কেন কাঁদছ? তিনি বলতেন আমাদের একথা তো জানা আছে যে, আমাদেরকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হতে হবে, কিন্তু আমাদের জানা নেই যে, আমরা জাহান্নামে থেকে মুক্তি পাব কিনা? (ইবন কাসীর ৩/১৭৯)

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاَخِيْهِ هَلْ اَتَاكَ اَنَّكَ وَارِدُ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ اَتَاكَ اَنَّكَ صَادِرٌ عَنْهَا قَالَ لاَ قَالَ فَفِيْمَ الضِّحْكُ؟ قَالَ فَمَا رُئِىَ ضَاحِكًا حَتّٰى لَحِقَ اللّٰهَ ـ

হাসান বাসরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : এক ব্যক্তি তার ভাইকে বলল : তোমার কি জানা আছে যে, তোমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হতে হবে? সে বলল : হ্যাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল তোমার কি জানা আছে যে, তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে? সে বলল : না! তখন ঐ ব্যক্তি বলল : তাহলে তুমি কি করে হাসছ? এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির ঠোঁটে হাসি দেখা যায়নি।

(ইবনু কাসীর, ৩/১৭৯)

৩৭. পুলসিরাত ও মুনাফিকরা

২৯১. মুনাফিককেও ঈমানদারের ন্যায় আলো দেয়া হবে কিন্তু রাস্তায় থাকতেই তার আলো নিভে যাবে। আলো নিভার পর মুনাফিক ও ঈমানদারের মাঝে নিম্নোক্ত আলাপ আলোচনা হবে।

মুনাফিক ঃ আমাদের প্রতিও একটু করুনার দৃষ্টি দিন এবং নিজ আলো থেকে আমাদেরকেও কিছু দিন।

মুমিন ঃ এ আলো দুনিয়াতে পাওয়া যায় সেখান থেকে আনতে পারবে, সেখান থেকে নিয়ে আস গিয়ে।

মুনাফেক ঃ দুনিয়াতে কি আমরা তোমাদের সাথে সালাত, রোযা, সাদকা করিনি?

মুমিন ঃ হ্যাঁ সালাত রোযা তো করেছ কিন্তু ইসলাম ও কুফরীর বিষয়ে তোমরা মুসলমানদের চেয়ে কাফেরদের সাথেই তোমাদের সুসম্পর্ক ছিল।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا

نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

যেদিন মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক মহিলারা ঈমানদারদারকে বলবে : তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের আলো থেকে, বলা হবে তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর খোঁজ কর, অতপর উভয় দলের মাঝে খাড়া করা হবে একটি দেয়াল, যার একটি দরজা হবে, তার ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব, তারা ঈমানদারদেরকে ডেকে বলবে : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে : হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছেছে, সবাই তোমাদেরকে আল্লাহ্ প্রসঙ্গে প্রতারিত করেছে। (সূরা হাদীদ : আয়াত-১৩-১৪)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ وَيُعْطٰى كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٌ اَوْ مُؤْمِنٌ نُوْرًا ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ وَعَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ وَحَسَكٌ تَاْخُذُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ يُطْفَئُ نُوْرُ الْمُنَافِقِيْنَ ثُمَّ يَنْجُوْ الْمُؤْمِنُوْنَ.

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (শেষ বিচার দিবসে পুলসিরাত পার হওয়ার সময়) প্রত্যেককে চাই ঈমানদার হোক আর মুনাফিক হোক তাদেরকে আলো দেয়া হবে, পুলসিরাতে আংটা ও কাঁটা থাকবে ঐ আংটা ও কাঁটা যাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিবে তাদেরকে ধরে ফেলবে, মুনাফিকদের আলো রাস্তায় শেষ হয়ে যাবে, আর ঈমানদাররা তাদের আলোর মাধ্যমে পুলসিরাত অতিক্রম করে চলে যাবে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাব আদনা আহলুল জান্না মানযিলাতান ফিহা)

৩৮. কান্তারার বিবরণ

২৯২. পুলসিরাত নিরাপদভাবে অতিক্রমকারী মু'মিনগণকে কান্তার নামক স্থানে থামিয়ে দেয়া হবে, তাদের পরস্পরের অসন্তুষ্টি এবং অভিযোগ মিটানো হবে এরপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যাতে তারা জান্নাতে তৃপ্তি নিয়ে থাকতে পারে।

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیْ (رضی) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ یُخْلَصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَیُحْسَبُوْنَ عَلٰی قَنْطَرَةٍ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَیُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَیْنَهُمْ فِی الدُّنْیَا حَتّٰی اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِیْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুলসিরাত পার হওয়ার পর ঈমানদার ব্যক্তিকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে কান্তারা নামক স্থানে থামিয়ে রাখা হবে, দুনিয়ায় তারা পরস্পরের ওপর যে যুলুম বা জবরদস্তি করেছে তার প্রতিশোধ আদায় করা হবে, এমনকি যখন তারা পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। (বুখারী, কিতাবুররিকাক বাবুল কাসাস ইয়ামুল কিয়ামা)

৩৯. কিয়ামত-পরিতাপের দিন

২৯৩. শেষ বিচার দিবস মানুষের জন্য আফসোসের দিন হবে।

وَاَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِیَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِیْ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَایُؤْمِنُوْنَ .

আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস প্রসঙ্গে হুশিয়ার করে দিন, যখন সব বিষয়ে মীমাংসা হয়ে যাবে, এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩৯)

২৯৪. যমীনের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য অনুতাপ।

یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰی بِهِمُ الْاَرْضُ

وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ـ

সেদিন আশা করবে সে সব মানুষ, যারা কাফের হয়েছিল এবং রাসূলের নাফরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহ্র নিকট কোন বিষয়। (সূরা নিসা : আয়াত-৪২)

২৯৫. দুনিয়াতে রাসূলের অনুসরণ করে চলার জন্য অনুতাপ।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا، يَا وَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلاً، لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ـ

যালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় কামড়াতে থাকবে আর বলবে : হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম, হায় আমার দুর্ভাগ্য আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম, আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।
(সূরা আল ফুরকান : আয়াত-২৭-২৯)

২৯৬. আর একটু অবকাশ পাওয়ার জন্য আফসোস।

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَالَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ـ

মানুষকে ঐ দিনের ভয় দেখান, যেদিন তাদের নিকট আযাব আসবে, তখন যালেমরা বলবে : হে আমার রব! আমাদেরকে সামান্য সময় পর্যন্ত সুযোগ দিন, যাতে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিতে এবং রাসূলগণের অনুসরণ করতে পারি। (সূরা ইবরাহিম : আয়াত-৪৪)

২৯৭. শেষ বিচার দিবসে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশাবাদ ব্যক্তকরণ।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ اَنَّ لَكَ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ اَرَدتُّ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَّا تُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا فَاَبَيْتَ اِلَّا اَنْ تُشْرِكَ بِىْ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে এমন এক জাহান্নামীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন : তোমার নিকট যদি পৃথিবী পূর্ণ সম্পদ থাকত তাহলে কি তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য তা দান করে দিতে, সে বলবে : হ্যাঁ, হে আল্লাহ্ দিয়ে দিব। আল্লাহ্ বলবেন : আমি দুনিয়ায় তোমার নিকট পৃথিবী পূর্ণ সম্পদ খরচ করার চেয়ে বহুগুণ সহজ জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের পিঠে ছিলে, আর তা ছিল আমার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছ।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক বাব সিফাতুল জান্না ওয়ান্নার)

২৯৮. শেষ বিচার দিবসে বিনিময় নেয়ার পর চতুষ্পদ জন্তুদেরকে মরতে দেখে কাফের আফসোস করে বলবে : হায়! সেও যদি মাটি হতো।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدَّتِ الْاَرْضُ مَدَّ الْاَدِيْمِ وَحَشَرَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ وَالدَّوَابَّ وَالْوُحُوْشَ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ جَعَلَ اللّٰهُ الْقِصَاصَ بَيْنَ الدَّوَابِّ حَتّٰى تَقُصَّ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ بِنَطْحَتِهَا فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ جَعَلَ اللّٰهُ الْقِصَاصَ بَيْنَ الدَّوَابِّ قَالَ لَهَا كُوْنِىْ تُرَابًا فَتَكُوْنَ تُرَابًا فَيَرَاهَا الْكَافِرُ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا -

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : শেষ বিচার দিবসে দুনিয়াকে টেনে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে, আর আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি, মানুষ, জ্বিন চতুষ্পদ জন্তু, বন্যপশু, সবকিছুকে একত্রিত করবেন, সেদিন আল্লাহ্ চতুষ্পদ জন্তুদেরকে একের কাছ থেকে অপরকে বিনিময় নিয়ে দিবেন, এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী যদি কোন শিংহীন বকরীকে মেরে থাকে, তাহ্‌ল তারও বিনিময় নেয়া হবে, যখন আল্লাহ্ প্রাণীদের বিনিময় নেয়া শেষ করবেন, তখন তাকে নির্দেশ দিবেন যে তোমরা এখন মাটিতে পরিণত হও। তখন কাফের এ দৃশ্য দেখে আফসোস করবে যে, হায়! আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম। (হাকেম, কিতাবুল আহওয়াল বাব জা'লুল কিসাস বাইনা দাওয়াব, তাহকীক আবু আব্দুল্লাহ আবদুস্‌সালাম বিন আমর গোলুশ, ৫/৮৭৫৬)

২৯৯. আম্বিয়া এবং সৎ লোকগণ সুপারিশ করার পর যখন মুসলমানরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাবে তখন কাফের আশা করবে যে হায় আমরাও যদি মুসলমান হতাম!।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ مَا يَزَالُ اللّٰهُ يَشْفَعُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَرْحَمُ وَيَشْفَعُ حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَذَاكَ حِيْنَ يَقُوْلُ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ বার বার সুপারিশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাতে থাকবেন, আল্লাহ্ ধারাবাহিকভাবে মুসলমানদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করতে থাকবেন, এমনকি আল্লাহ্ বলবেন : যে কেউ মুসলমান আছে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এটা হবে ঐ সময় যার প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, একটি সময় আসবে যখন কাফের আফসোস করে বলবে : আফসোস! তারা যদি মুসলমান হতো। (সূরা হুজরাত ঃ ২) হাকেম, আলবানী লিখিত কিতাবুস্‌সুন্না, পৃ: ৩৯২)

৩০০. মু'মিনের জন্যও শেষ বিচার দিবস আফসোসের কারণ হবে।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ عُمَيْرَةَ (رضى) وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحْسَبُهُ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا خَرَّ عَلٰى

وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ اِلَى يَوْمٍ يَمُوْتُ هَرَمًا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَحَقَرَهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَوَدَّ اَنَّهُ رُدَّ اِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادُ مِنَ الْاَجْرِ وَالثَّوَابِ.

মুহাম্মদ ইবনে আবু ওমাইরাতা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীদের একজন ছিলেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি তার জন্ম থেকে নিয়ে বার্ধক্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করে সিজদায়রত থাকে, তবুও তার এ আমলকে শেষ বিচার দিবসে তুচ্ছ মনে করা হবে, বরং সে ইচ্ছা করবে হায় যদি দুনিয়ায় ফেরত গিয়ে নেকীর পরিমাণ বাড়ানো যেত।
(আহমদ, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত আত তারগিব ওয়াত্ তারহিব, কিতাবুল বা'স ফি যিকরিল হিসাব, খণ্ড ৪ হাদীস নং ৪/৫২৭১)

৩০১. বিপদ ও দুঃখে ধৈর্যধারণকারীদের নেকী দেখে পৃথিবীতে আরাম ও সুখে জীবন যাপনকারীরা কামনা করবে হায় যদি তাদের দেহ দুনিয়াতে কেচি দিয়ে কেঁটে দিত।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطٰى اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِى الدُّنْيَا بِالْمَقَارِضِ.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ বিচার দিবসে (পৃথিবীতে) সুস্থভাবে জীবন যাপনকারীরা অসুস্থ মানুষের সওয়াব দেখবে, তখন আশা করবে যে, যদি পৃথিবীতে তাদের দেহের চামড়া কেচি দিয়ে কেটে দেয়া হতো। (তিরমিযী, আবওয়াবুযুহ্বাব মাযায়া ফি যিহাবিল বাসার (২/১৯৬০)

৩০২. শেষ বিচার দিবসে মানুষ আশা করবে যে, হায় আমরা যদি পৃথিবীতে অভাব অনটনের জীবন যাপন করতাম।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتّٰى تَقُوْلَ الْاَعْرَابُ هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنَ اَوْ مَجَانُوْنَ

فَاِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ فَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَاَحْبَبْتُمْ اَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً ـ

ফুযালা ইবনে ওবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে মানুষের ইমামতি করতেন, তখন কোন কোন লোক ক্ষুধার কারণে পড়ে যেত, আর তারা ছিল সুফ্ফার অধিবাসী, খারাপ ব্যক্তিবর্গ বলত এরা পাগল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন, তখন তাদের নিকট যেতেন এবং বলতেন যে, যদি তোমরা জানতে যে, আল্লাহ্‌র নিকট এ অভাবীদের কি সওয়াব রয়েছে, তাহলে তোমরা আশা করতে থাকবে যে, আমাদের অভাব অনটন যেন আরো বৃদ্ধি পায়।

(তিরমিযী, আবওয়াবুয্‌যুহদ, বাব মাযায়া ফি যিহাবিল বাসার, ২/১৯৬০)

৩০৩. যে বৈঠকে আল্লাহ্‌র যিকির করা হয় না ও নবী করীম ﷺ এর প্রতি দরূদ পড়া হয় না ঐ বৈঠক মু'মিনের জন্য আফসোসের কারণ হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ وَجَلَّ وَيُصَلُّوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে বৈঠকে মানুষ আল্লাহ্‌র যিকির করে না, নবী করীম ﷺ এর প্রতি দরূদ পড়ে না, সে বৈঠক শেষ বিচার দিবসে ঐ লোকদের জন্য আফসোসের কারণ হবে, যদিও সে তার নেক আমলের কারণে জান্নাতেই যাক না কেন। (আহমদ, ইবনু হিব্বান, হাকেম, খতীব, আলবানী লিখিত সিলসিলাতুল আহাদিস আস সহীহা, খণ্ড ১, হাদীস নং ৭৬)

৪০. জান্নাতীদের জান্নাতে এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান

৩০৪. জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চিরদিন অবস্থান করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِذَا اَدْخَلَ

اللّٰهُ تَعَالٰى اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلَ النَّارِ النَّارَ اَتٰى بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوْقِفُ عَلَى السُّوْرِ الَّذِىْ بَيْنَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ وَلاَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِيْنَ وُكِلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যখন আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন মৃত্যুকে একটি প্রাচীরের ওপর এনে হাজির করা হবে, যা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানে থাকবে। এরপর ডাকা হবে যে, হে জান্নাতীরা! তারা চিন্তিত হয়ে তাকাবে, এরপর ডাকা হবে হে জাহান্নামীরা! তারা আনন্দিত হয়ে তাকাবে, এরপর উভয় শ্রেণীকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি একে চিন? জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়ে বলবে : হ্যাঁ আমরা ভালো করেই চিনি এটা মৃত্যু, যাকে দুনিয়ায় আমাদের জন্য অবধারিত করা হয়েছিল। তখন তাকে সকলের সামনে দেয়ালে শয়ন করানো হবে এবং যবাহ করা হবে, এরপর ঘোষণা হবে হে জান্নাতীরা তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাকবে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না, হে জাহান্নামীরা তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।

(তিরমিযী, আবুওয়াব সিফাতুল জান্না, বাব মাযায়া ফি খুলুদি আহলিল জান্না ২/২০৭২)

৩০৫. মৃত্যুকে যবেহ করার ঘোষণায় জান্নাতীরা এত আনন্দিত হবে যে, যদি আনন্দে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হত তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করত আর এ ঘোষণায় জাহান্নামীরা এত বিষণ্নিত হবে যে যদি বিস্ময়তায় মারা যাওয়া সম্ভব হতো তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করত।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) يَرْفَعُهُ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ

الْقِيَامَةِ أُتِىَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَحِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ اَنَّ اَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ اَهْلُ النَّارِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কালোর মাঝে সাদা পশম বিশিষ্ট বকরীর আকৃতিতে মৃত্যুকে এনে, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রেখে যবাহ্ করা হবে, জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য দেখতে থাকবে, যদি আনন্দে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হতো তাহলে জান্নাতীরা আনন্দে মৃত্যু বরণ করত, আর বিষণ্নতায় মৃত্যুবরণ করা যদি সম্ভব হতো তাহলে জাহান্নামীরা বিষণ্নতায় মৃত্যুবরণ করত।

(তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল জান্না, বাব মাযায়া ফি খুলুদি আহলিল জান্না। (২/২০৭৩)

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN- –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
৩.	মা -মুহাম্মদ আল-আমীন	২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	আর-রাহেকুল মাখতূম -আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৭৫০
৬.	আল কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৬৫০
৭.	মুত্তাফাকুন আলাইহি -শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী	১০০০
৮.	রিয়াদুস সালেহীন -মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১২০০
৯.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১ -মোঃ রফিকুল ইসলাম	৪০০
১০.	বিশ্ব মানবতার বন্ধু (রহমাতুল লিল আলামীন) -ইকবাল কিলানী	৬০০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	বুলুগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)	৫০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	৩০০
১৫	Enjoy your life -ড. আব্দুর রহমান বিন আরিফী	৪০০
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল কারনী	৪০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় –আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	আয়েশা (রা) বর্ণিত ৫০০হাদীস -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৩০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান -আব্দুল হামীদ ফাইজী	১৩০
২৯.	রাসূল (স)-এর প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূল (স)-এর জবাব	৩৫০
৩০.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী	২০০
৩১.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান! -মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৩০
৩২.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন –ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	১০০
৩৩.	জাদু টোনা, জীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	২০০
৩৪.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা –শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	১২০
৩৫.	ড. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র (১-৬) খণ্ড একত্রে	---
৩৬.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল কারনী	২০০
৩৭.	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আঃ ছালাম মিয়া	২৫০

৩৮.	মুক্তিযুদ্ধ সংকট ও বাংলাদেশের সংবিধান -মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৯.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব	১৫০
৪০.	সহীহ ফাযায়েলে আমল	৪৫০
৪১.	শিক্ষামূলক হাদীস সংকলন-১ -ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	৩০০
৪২.	তাওয়াক্কুল -ডক্টর ইউসুফ কারদাবী	১৫০
৪৩.	প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন -ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩০০
৪৪.	ধৈর্য ধরুন জান্নাত পাবেন - ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ	১৩৫
৪৫.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ	১২৫
৪৬.	পীর ফকির ও মাজার -ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	২২৫
৪৭.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান	২২৫
৪৮.	নির্বাচিত ৫০টি হাদীস -ড. মুহাম্মদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ	১২০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০		
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	২০. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০		
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২১. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৩. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৪. ইসলাম এবং সেকিউলারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৭. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	২৯. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩০. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩১. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	৩. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০
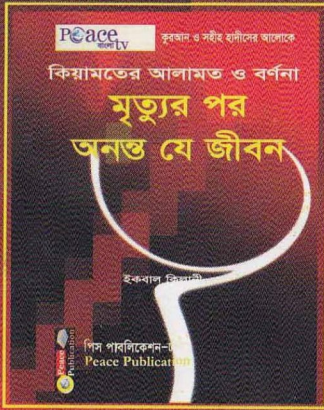
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com